PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

28th December, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 28th December, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty five Members.

Questions & Answers

Mr. Speaker :—To day in the list of business the first item is Questions, Starred Question.

I would call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Dev Barma :—Question No. 309.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :

QUESTION	ANSWER
1) Whether attention of the Govt. has been drawn to the statement of the Ministry of Home Affairs on the question of increasing pensions of retired State Govt. servants :	It is not known to the Finance Department whether any statement has been made by the Govt. of India, Ministry of Home Affairs.
2) if so, whether the pensions of such Govt. servants have been increased ;	Does not arise.
3) if so, the rates at which such increase has been made ?	Does not arise.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে অন্য রাজ্যে যারা পেনসন প্রাপ্ত কর্মচারী তাদের পেনশনের হার বাড়ানো হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি তো সেটা বুঝতে পারলাম না. পেনশনের হার রুলস রেগুলেশন অনুসারে নির্দ্ধারণ হয় অতএব এখানে রুলস রেগুলেশন যা আছে সেই অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়েছে ।

শ্রী চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি জিনিষপত্রের দাম বাড়ার ফলে ওদের পেনশনের হার বাড়ানোর জন্য বিহার গভর্ণমেণ্ট যাদের ১ থেকে ৬১ টাকা টাকা ছিল তাদের মাসিক ৮ টাকা বাড়িয়েছেন এবং যাদের ৬১ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত পেনশন যারা পেতেন তাদের মাসিক ১০ টাকা করে বাড়িয়েছেন জীবন ধারণের খরচ বাড়ার জন্য।

শ্রী সিংহ : হতে পারে ; কিন্তু ইউনিয়ন টেরিটরিগুলিতে এখন পর্য্যন্ত কোন কিছু করা হয়নি। এটা বলা যায় না যে সমস্ত ভারতবর্ষে একটা ইউনিফরম রেট করা হয়েছে। অতএব আমাদের এটা একটা ইউনিয়ন টেরিটরি আমাদের এখানে কি হবে না হবে সেইটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করবেন। আগেই বলেছি যদি সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট পলিসি হয় তা হলে রুলস এবং রেগুলেশন অনুসারে সেইগুলি নিশ্চয়ই করা হবে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, স্বীকার করবেন কি জিনিষপত্রের দাম বাড়ার ফলে এই যে গরীব কর্ম্মচারী তাদের পেনশন বাড়ানোর প্রয়োজন আছে ?

শ্রী সিংহ : জিনিষপত্র বাড়ার ফলে সমস্ত লোকেরই কিছু অসুবিধা হয়েছে এটা অস্বীকার করছিনা তারাও সেই জনসাধারণের আওতায় পড়েন। অতএব তাদের কিছু অসুবিধা হয়েছে সেটা অস্বীকার করার কারণ নেই।

শ্রী চক্রবর্ত্তী : তাদের পেনশনের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মনে করেন কিনা ?

Shri Singh : As the Govt. of India will take up an uniform policy আমি আগেই বলেছি।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam : 334

Shri S. L. Singh : (Chief Minister) : Question No. 334.

STARRED QUESTION NO. 334—Asked by Shri Atiqul Islam

QUESTION	ANSWER
1) Whether Police Regulation of Bengal has been introduced in Tripura Police.	Yes, the Police Regulations Bengal 1943 has been introduced mutatis mutandis i. e. subject to necessary changes and subject to the specific modifications mentioned in the Government Notification No. F. 27(1)–PD/60, dated the 10th November, 1960 (copy enclosed).

2) if so, from what year ?	1960.
3) Whether any promotion has been made violating the Police Regulation of Bengal ?	Promotion is required to be made here according to the Police Regulations Bengal, the Central Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1957 and the relevant Recruitment Rules, and no promotion can be made only in accordance with the provisions of the P. R. B. (Police Regulations Bengal, 1943), because C. C. A. Rules, [The Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1957] framed by the Government of India in consonance with the provision of Article 309 of the Constitution of India as also the relevant Recruitment Rules framed in consultation with the Union Public Service Commission according to the provision of the Constitution of India (in respect of gazetted officers only) are required to be followed. In this context the P. R. B. has not been violated.

Tripura Administration
Office of the Inspector General of Police

. F. 27(1)-PD/60. Agartala, the 10th November, 1960.
19th Kartika, 1882.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Police Act, 1861 ct V of 1861) and with the approval of the Chief Commissioner, Tripura, the

Inspector General of Police, Tripura hereby orders that the rules and orders contained in the Police Regulations, Bengal, 1943 (Volumes I, II and III) as at present in force in the State of West Bengal shall apply mutatis mutandis and subject to the specific modifications detailed below to the Tripura Police Force with immediate effect as if rules and orders made for the organisation, classification and distribution of the Police force, the places at which the members of the force shall reside and the particular services to be performed by them, their inspection, the description of arms, accoutrements and other necessaries to be furnished to them, the collecting and communicating by them of intelligence and information as well as for preventing abuse or neglect of duty and for rendering such force efficient in the discharge of its duties.

MODIFICATIONS

In the said regulations :—

1. References to "State Government" shall be construed as references to "Chief Commissioner Tripura."
2. References to "High Court" shall be construed as references to "Judicial Commissioner's Court, Tripura."
3. References to "Deputy Inspector General of Police." shall be construed as references to "Inspector-General of Police."
4. References to "Special Armed Police' shall mean references to "Tripura Armed Police."
5. References to "Calcutta Police" or "Railway Police" shall be deemed to have been omitted.
6. References to 'Union Boards" shall mean references to "Goan Panchayats in Tripura."
7. References to "Police Gazette" shall mean references to "Tripura Gazette."
8. References to "Civil Surgeon" shall mean references to "Superintendent, V. M. Hospital"
9. References to any particular officer or authority holding a particular post by whether name called shall be construed as referrences to the officer or authority holding the corresponding post, if any, or functioning as such in Tripura.
10. References to all officers, areas, institutions, cities, towns and places etc. not existing in Tripura shall be deemed as omitted.
11. References to enactments not in force in Tripura shall be deemed as omitted.

HARBANS SINGH
Inspector-General of Police, Tripura.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী জানাবেন কি যে আমাদের এলাকার পুলিশ থেকে আরম্ভ করে ইনস্পেক্টার পর্য্যন্ত তাদের যে হাউসরেন্ট এবং সাইকেল এলাউন্স পাওয়ার কথা সেটা তারা পান কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—হাউজিং রেন্ট মোষ্ট প্রোবেবলি, দিস ডাজ নট কাম আণ্ডার দি পি, আর, বি, অতএব এখানে কথা হল যে পি, আর, বি; অনুসারে কাজ করতে হয় whether promotion has been made violating the Police Regulation of Bengal promotion বলা হয়েছে whether the Police Regulation of Bengal has been introduced in Tripura কোন ইয়ারে সেটাও বলা হয়েছে এবং পুলিশ রেগুলেশান ভায়লেইট হয়নি কোন জায়গাতে পি, আর, বি, যেটা সেইটা বলা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পুলিশ রেগুলেশান অব বেঙ্গল অনুযায়ী তারা হাউজিং রেন্ট এবং সাইকেল লোউনস পাওয়ার অধিকারী, সেইটা তারা সকলে পায় কিনা আমি প্রশ্ন করেছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে যদি পুলিশ রেগুলেশনএ পি, আর, বি. অনুসারে প্রাপ্য হয়ে থাকে তা হলে তা পাবে, এটা ভায়লেইট করার কোন কারণ দেখি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি ঠিক যে অধিকাংশ কনস্টেবলরা তারা হাউজিং রেন্ট পান না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : তা হলে দেখা যাচ্ছে যে পাচ্ছেন এবং অধিকাংশ কেন পায় না সেইটা প্রশ্ন ? তাদের বেলায় যদি কোন টেকনিকেল অসুবিধা থাকে তা হলে সেই জন্য তারা পাচ্ছেন না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি ঠিক মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী জানাবেন কি যে আমাদের পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব পুলিশ নানা রকম টেকনিকেল কোশ্চন তুলে যারা নাকি এই হাউজিং রেন্ট এবং সাইকেল এলাউন্স পাওয়ার অধিকারী তাদেরকে হাউজিং রেন্ট এব সাইকেল এলাউন্স থেকে বঞ্চিত করছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : টেকনিকেল ডিফিকালটিজের আওতায় যদি পড়ে তা হলে পায় না আগেই বলেছি—ইফ দে ফল আনডার দি টেকনিকেল ডিফিকালটিজ দে সুড নট গেট ইট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি ঠিক যে গত মাসেও যে হাউজিং রেন্ট পেয়েছে বর্ত্তমান মাসে তা ক হাউজিং রেন্ট না দেওয়ার জন্য নানা রকম ডিফিকালটিজ সৃষ্টি করা হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : যদি কোন প্রকার হাউজিং রেন্ট ভুল বশতঃ দেওয়া হয়ে থাকে তবে সেইটাকে সংশোধন করার নাম অন্যায় নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ত্রিপুরায় বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টএ টি, এ, মাইলেজ ২০০ মাইল ও তার উপরে এটা তারা আট আনা করে মাইলেজ পান কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে যাদের ২০০ মাইল বা তার উপরে মাইলেজ হয় তারা চার আনা করে মাইলেজ পান এই বৈষম্য কেন করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে পি, আর, বি, অনুসারে তারা পেয়ে থাকেন। পি, আর, বি, তে যদি মাইলেইজ চার আনা বলে ধার্য্য হয়ে থাকে তবে তারা তাই পাবে, আর আট আনা যদি ধার্য্য থাকে তবে আট আনা পাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি ঠিক কিনা যে যারা পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন তাদেরকে প্রমোশন না দিয়ে অন্য অনেককে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :-আমি আগেই বলেছি যে উই আর গাইডেড বাই পি,আর,বি, রুলস্, পি,আর,বি, রুলসে যা যা সেখানে আছে, যে নিয়ম আছে, যে বিধান আছে, সিনিয়রিটি আছে, এফিসিয়েনসি আছে ত্রিপুরায় এই সমস্ত জিনিষগুলি দেখে প্রমোশন ইত্যাদি দেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পি. আর, বি. অনুযায়ী যে সমস্ত পুলিশ অফিসারকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয় তাদেরকে প্রথম প্রমোশন হওয়ার কথা, কিন্তু এটা ঠিক কিনা যে তাদেরকে প্রমোশন না দিয়ে অন্যদের প্রমোশন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি তো আগেই বলেছি এফিসিয়েন্সি, ইনটিগ্রেটি ইত্যাদির উপর সেটা ডিপেণ্ড করে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে এটা কি ঠিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার একজন প্রিয় পাত্রকে পি. আর. বি. রুলস্ ভাইলেট করে প্রমোশন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : এরা নামটা জিজ্ঞেস করলে বলতে পারি, আমার তো প্রিয় পাত্র পুলিশ ফোর্সের সব। নামটা বললে পরে আনন্দিত হব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে ট্রেনিং প্রাপ্ত কাকে কাকে প্রমোশনের ক্ষেত্রেতে সুপারসিড করে ট্রেনিং যারা পায় নি তাদেরকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেইটা আমি আগেই বলেছি সেট ডাজ নট এরাইজ হিয়ার, টেকনিকেলিটিজ, ইফিসিয়েনসি, ইনটিগ্রেটি, এই সমস্ত জিনিষগুলি আগে কাউন্ট করা হয় এবং সেই অনুসারে প্রমোশন দেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :-মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি যদি এই রকম কয়েকটি ঘটনা দিতে পারি সেইগুলি তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা, স্টেপ নিবেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগে আমি জানতে চাই, সেই সমস্ত পার্টিকুলার কেইসগুলি যেন বলা হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমি হাউসের মধ্যে নামগুলি না দিয়ে আমি যদি পার্সোনেলি সেই নামগুলি আপনাকে দিই আপনি কি তদন্ত করতে রাজী আছেন ?

শ্রীসিংহ :—আই উইল বি হেপি অফ রিসেনিং দিজ ফ্রম ইউ।

Mr. Speaker : -Next I would call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty : -Question No. 136.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)

Starred Question No. 136

Question.	Reply.
1. Whether a Syndicate has been formed with some member of the Business Committee in Tripura;	Yes, The Tripura Traders' Food-stuff Syndicate.

Question.	Reply.
2. If so, the composition and function of that Syndicate	The Tripura Traders Foodstuff Syndicate has been formed by 17 individual business men of Agartala to pool their resources together to maintain buffer stock of essential commodities and to sell such commodities at reasonable prices.
3. Whether the Government offered any financial or other form of assistance to the Syndicate, if formed ;	No financial assistance has been given to the Syndicate. Necessary assistance is, however, rendered in getting adequate wagons for transporting essential commodities according to their requisition.
4 If so, the nature of the assistance given.	As in item 3 above.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন্ কোন্ এসেন্সিয়েল কমোডিটির বাফার ষ্টক ওনারা করেছেন, আগরতলাতে কোথায় কতটুকু করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : আগেই বলেছি গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন রকমের ফিনান্সিয়েল হেল্প তাদেরকে দেওয়া হয় না। অতএব তারা তাদের যে ফিনান্সিয়েল ষ্ট্রেংথ তা কো-অপারেইট করে, তারা সেই জায়গাতে যতটুকু পারে সেই অনুসারে করে। অতএব কতটুকু ষ্টক কোথায় রাখা হয়েছে আমরা যখন গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন ফিনান্সিয়েল হেল্প তাদেরকে দিই না অতএব আমরা তাদেরকে কম্পেল করতে পারি না যে তারা এত জিনিষ আনবে, এই ষ্টক রাখবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি চিনির হোল্ সেইল্ এবং রিটেইল প্রাইস্ গেজেট নটিফিকেশন করে বেঁধে দেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- হ্যাঁ চিনির প্রাইস্ এটা আমাদের নোটিফিকেশন হয়, এটা কনট্রোল প্রাইচ কনট্রোল যে প্রাইস সেইটা গভর্ণমেণ্ট ফেসশন করে দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই চিনি সবটাই কি এই সিণ্ডিকেট, বাহির থেকে আনে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- সবটাই তারা আনে না, তারা টেণ্ডার দেয়, সেই টেণ্ডার অনুসারে যেটা লোয়েষ্ট টেণ্ডার হয় সেই অনুসারে তাদেরকে দেওয়া হয় এণ্ড সাম সুগার কো-অপারেটিভ আনে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে চিনির দর যখন নাকি তারা বাঁধেন তখন কি কি কম্পনেণ্টস যা এই কষ্ট্ এর পার্টস হিসাবে ধরা হয়, সেইটা তারা বিচার বিবেচনা করেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- তা রুলস রেগুলেশন এ যা যা কম্পনেণ্টস আছে সেই সমস্তগুলি দেখা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন্ কি যে এক কিলো চিনি আগরতলাতে যে দরে বিক্রি হয় উদয়পুরে তার চেয়ে সস্তায় বিক্রি হয় এবং তার চেয়ে কম দর সেখানে ধরা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- সেইটা যদি কোন লোক বিক্রি করে সেইটা আমার বলার কিছু নাই। কিন্তু সেইটার ফিক্সড্ প্রাইস আছে, সেই প্রাইচ অনুসারে বিক্রি করা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন, কি যে সেই ফিক্সড প্রাইসটা গভর্ণমেণ্ট যে প্রাইসটা ফিক্সড্ করেছে সেইটা উদয়পুরে কম আগরতলাতে বেশী ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- আমি আগেই বলেছি যদি কেহ বিক্রি করে তাহলে আই, এম নট রেস্পনসিবল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন এই যে প্রাইচ ফিক্সড্ করা হয় তার প্রত্যেকটা কম্পনেণ্টসকে এক্জামিন করে তারপর ফিক্সড্ করা হয়।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- আগেই সেইটা বলা হয়েছে প্রত্যেকটি কম্পনেণ্টস যা থাকে সেইটা দেখে প্রাইস ফিক্সড্ করা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে সেইটা দেখা হলে উদয়পুরে কষ্ট্ অব ট্রেন্সপোর্ট আগরতলা থেকে বেশী, অতএব সেখানে বেশী পড়া উচিৎ ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- এই যায়গাতে মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন বিলোনীয়াতে কিছু সংখ্যক চিনি সেখানে রেলওয়ে ওয়াগণ থেকে ডেলিভারী দেওয়া হয়। অতএব সেই যায়গা থেকে যদি আসে তবে কম পরবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কথা বলতে চান রেলওয়েতে আগরতলায় চিনি আনার থেকে বিলোনীয়া থেকে উদয়পুরে চিনি আনেতে কম খরচ হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- নিশ্চয়ই কম খরচ পরে কারণ আমরা যে চিনি আনি ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ১৩০ মাইল। অতএব তার যে দর অত্যন্ত বেশী। কাজেই বিলোনীয়া থেকে মাইলস সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যের নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার এখানে প্রশ্ন ছিল যে কম্পোজিশান অব দি সিণ্ডিকেট সেই সিণ্ডিকেটটাতে কে কে আছেন তার নামের লিষ্টটা দিবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- মাননীয় সদস্য-এর অবগতির জন্য নামের লিষ্টটা দেওয়া হচ্ছে। সর্ব্বশ্রী অশ্বিনীকুমার পাল, ধীরেন্দ্র চন্দ্র পাল, মতিলাল পাল, শশীমোহন সাহা, সুনীলকুমার পাল, গোপালচন্দ্র পাল, রাজেন্দ্র লাল পোদ্দার, সুদর্শন চন্দ্র পাল, শচীন্দ্র চন্দ্র সাহা, বীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, নরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, হারাধন সাহা, যতীন্দ্র চন্দ্র সাহা, বিধুলাল বণিক, বীরেন্দ্র চন্দ্র বণিক, তারক চন্দ্র সাহা এবং সেভেনটিন রাইমোহন সাহা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে আগরতলায় বহু এলাকাতে চিনি বর্ত্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না এবং এই সিণ্ডিকেট চিনিটা তাদের সুবিধা মত লোককে দেয় এবং সুবিধামত যাদের হয় না তাদের হাতে চিনি দেয় না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- আমি সে সম্বন্ধে জানি না তবে তার কারণ হল এই প্রত্যেকে যে যার অধিকারী আছে সে তার কোটা পাবে। সেই অনুপাতে চিনি দেয় এবং চিনির দাম যে বেড়েছে তা আমি অবগত নই

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এ কথা বলতে চান যে প্রত্যেক মানুষের জন্য চিনির কোটা করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- প্রত্যেক মানুষের জন্যই কোটা এখানে আনা হয়, অতএব যাঁরা চিনি নেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, তা না হওয়ার প্রশ্ন আমি বলিনি. আমি বলেছি যে প্রত্যেক মানুষকে কোটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিনা যে এই পরিমাণ চিনি তিনি নিতে পারেন যে কোন দোকানে গেলে হি ইজ এনটাইটেল্ড টু গেট ইট এই রকম কোন সিদ্ধান্ত এখানকার গভর্ণমেণ্ট নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এইরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে কোন লোকই গেলে পর তারা চিনি পান। ত্রিপুরার জন্য যে কোটা আছে সেই অনুসারে আসে অতএব এমন ফিক্সড করে রাখিনি যে তুমি এতটুকু চিনি পাবে। অতএব সেই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে বটতলী বাজারে কালকে সন্ধ্যার সময়েতে প্রায় ৭।৮ টা বড় বড় দোকান আছে যারা চিনি বিক্রি করে তারা চিনি দিতে পারেন নি খরিদ্দারদের ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- তারা যদি চিনি দিতে না পারেন তাহলে সেটা অন্যায়, যদি কোন ব্যবসায়ী সেটা না দিয়ে থাকেন খুবই অন্যায় করেছেন। অতএব মাননীয় সদস্য যাঁরা কমপ্লেন করেছেন তাদের নাম দিলে পরে আই উইল গো থ্রু ইট এণ্ড এনকোয়ার এবাউট ইট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা স্বীকার করবেন যে এ সিণ্ডিকেটটা তৈরী করা হয়েছে চিনির ব্ল্যাক মারকেটিং এর জন্য ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ - জনসাধারণের সুবিধার জন্যই জনসাধারণের মধ্য থেকে তারা ব্যবসায়ীরা তাদের সাহায্যের জন্য তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা সেটা করেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে এ' সিণ্ডিকেটটা তাদের নির্দ্ধারিত লোকদের ছাড়া অন্যদের কাছে বাজারে যে দর তার চেয়ে বেশী দরে চিনি বিক্রি করে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- তা আমি অবগত নই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে মফঃস্বলের অধিকাংশ জায়গায় এই দরে চিনি পাওয়া যায় না যে দরে এখানে ফিক্সড করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বত্র চিনি পাওয়া যায়। এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে চিনি পাওয়া যায় না। এই দরেই চিনি বিক্রি হয় এবং পিপল পায়।

মিঃ স্পীকার :—আই উড নাউ পাস অন টু দি নেকষ্ট কোশ্চেন। শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—কোশ্চেন নাম্বার ৩৩৫।

Shri S. L Singh :—Quetion No. 335.

Question :	Reply :
1. Whethar the Public Accounts Committee of t'e Indian Parliament regretted that there was lack of proper system of accounting in the Tripura Administration ;	No.

Question :	Reply :
2. If so, what steps have been taken to improve the position ?	Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে যে ত্রিপুরার একাউন্ট রাখার যে সিষ্টেম সেটা ঠিক না এবং সেটা তাঁরা সংশোধন করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখানে প্রশ্নটা হল ল্যাক অব প্রোপার সিষ্টেম অব একাউন্টিং ইন ত্রিপুরা। অতএব চক্রবর্ত্তী বলেছেন এবং সেটাতে বলা হয়েছে এইরকমের কোন কমেন্টস সেখানে আসেনি। তারপর বলা হয়েছে কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে। যখন আসেনি তার সম্বন্ধে আমরা কি করে বলব। অতএব যে প্রশ্নটা অমৃতবাজার পত্রিকা করেছে, অমৃতবাজার পত্রিকা স্বাধীন, তার মত আছে, চিন্তা আছে, যুক্তি আছে অতএব যদি করে তাহলে তাঁরা রেস্পন্সিবিলিটি নিয়েই তা করেছে। অতএব এই সম্বন্ধে এখানে আমার বলার কোন অধিকার পত্রিকা সম্বন্ধে নাই।

মিঃ স্পীকার :—নেন আই উড্ কল অন শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—৩১৫

Shri S. L Singh :—Question No· 315

Question :	Reply :
1) Whether any representation has been received from the officers and employees of the Government asking for the removal of anomalies and inconsistencies in their revised pay scales ;	Yes.
2) If so, what steps have been taken in the matter ?	These are under examination.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে ২২।৮।৬৪তে চীফ সেক্রেটারী মিঃ ডি, কে, গুহ তাঁর নোটে এটা স্বীকার করেছেন যে বিভিন্ন এমপ্লয়ীদের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে যে এই এনোমেলিজ এবং ইনকনসিষ্টেনসীজ সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন সেগুলি সম্পর্কে তিনি ডিপার্টমেন্টাল হেডসদের কাছে একটা ঘরোয়া রিপোর্ট চেয়েছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই মাননীয় সদস্যকে এবং হাউসের কাছে নিবেদন করেছি যে এনোমেলিজ সম্বন্ধে এবং ইনকনসিষ্টেন্সী সম্বন্ধে তাঁরা যা দিয়েছেন সেই সম্পর্কে সরকার তা পেয়েছেন এবং সেই অনুসারে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি তা আগেই বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হেডস অব দি ডিপার্টমেন্টের কাছে এই এনোমেলিজ এবং ইনকনসিষ্টেন্সী সম্পর্কে একটা পুরো রিপোর্ট পারসোনেলী সাবমিট করার জন্য চীফ সেক্রেটারী বলেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় সদস্যকে এবং হাউসের কাছে আমি বলেছি যে সেটা পরীক্ষা করতে গেলে পরে য যে ষ্টেপ নেওয়া দরকার সেই অনুসারে তা করা হচ্ছে। অতএব চীফ সেক্রেটারী বা অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের হেডস্, যারা তাঁদের কাছে জানতে চান যে তাতে কোন এনোমেলিজ আছে কি না এবং চীফ সেক্রেটারী এইগুলি ইস্যু করেন, এপয়েণ্টমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী উনি অতএব সেই অনুসারে সেটা তিনি করেন। অতএব এটা প্রসিডিওর সম্বন্ধে যা যা আছে সমস্ত প্রসিডিওরকে ফলো করে আমরা তা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ২৩।৮।৫৪ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেই নোটের উপরে লিখেছেন কিনা যে ১ মাসের মধ্যে এই রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি বলেছি যে একটা ইমিডিয়েট নোট দিয়েছি যে উইদিন এ মান্থ ইউ শুড সাবমিট ইওর রিপোর্ট। এটা হল তাদের একটা টাইম আমরা বলার জন্য সেটা বলেছি। ইট ইজ নট সো যে তাদের এক মাসের মধ্যে এতবড় একটা টাস্ক তাঁরা করতে পারবে। সেটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমি ইমিডিয়েট দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে মুখ্য মন্ত্রীর এই নোট অনুসারে কোন কোন হেডস্ অব দি ডিপার্টমেণ্ট এই সম্পর্কে রিপোর্ট এক মাসের মধ্যে দিয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রায় ডিপার্টমেণ্টই সেটা ক্রুত করবার জন্য চেষ্টা করছেন এবং দিচ্ছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কোন কোন ডিপার্টমেণ্ট এ পর্যন্ত দিয়েছেন সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখন সেটা টপ করে এখানে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কোন কোন ডিপার্টমেণ্ট কবে কখন সেটা দিয়েছে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যদি প্রত্যেক হেডস্ অব দি ডিপার্টমেণ্ট দিয়ে থাকেন তাহলে এত দেরী হচ্ছে কেন এই ইনকনসিস্টেনসীজ এবং এনোমেলীজ দূর করতে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে এটা একটা হিউজ এফেয়ারস। অতএব এই হিউজ এফেয়ারস করতে গেলে পরে একটু দেরী লাগবে। অনেক জায়গাতে ৪।৫ বৎসর পর্যন্ত রিভিশান অব দি পে স্কেল করতে লাগে। অতএব আমরা যত ত্বরান্বিত করতে পারি তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

শ্রীমাণিকুল ইসলাম :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী জানাবেন কি যে আপনাদের এই পরীক্ষা নিরীক্ষা কবে পর্যন্ত শেষ হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—বলেছে। ৪।৫ বৎসর লাগবে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—৪।৫ বৎসর আমি বলিনি। অন্যান্য জায়গাতে এতবড় একটা হিউজ ব্যাপার করতে গেলে পরে ৪।৫ বৎসর লাগে এবং সেই জায়গায় আমি বলছি যে অতি দ্রুত সেটা করার জন্য। অতএব সেটাকে অন্যভাবে চাইদের কাছে বলে সত্যকে বিকৃত করে কোন লাভ নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী জানাবেন কি যে ২০।২।৬৩ তারিখে এই সিভিল সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরা চীফ কমিশনারের বা ছ একটা রিপ্রেজেণ্টেশন পাঠিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তা হতে পারে তাদের সেই অধিকার আছে পাঠানোর।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সেই রিপ্রেজেনটেশন যখন গৃহীত হয় তখন সেই কর্ম্মচারীদের মিটিং-এ চীফ সেক্রেটারী প্রিসাইড করেছেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- তা করতে পারেন। দেয়ার ইজ নো বার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা স্বীকার করবেন যে চীফ সেক্রেটারী এবং ফিনান্স সেক্রেটারী প্রত্যেকেই খুবদ্রুত করার পক্ষপাতী হলেও এক মন্ত্রীসভার জন্যই কাজটা দেরী হচ্ছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- এটা সত্যের বিকৃত রূপ। তার কারণ সত্য বিকৃত করে জনসাধারণের মধ্যে, এমপ্লয়ীজদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার একটা প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি। যেখানে বলা হয়েছে চীফ মিনিষ্টার এক্সপেক্টেড ইট এবং ত্বরান্বিত করার জন্য বলাও হয়েছে সেই জায়গাতে সটাকে এই ভাবে বিকৃত করে বলার কোন কারণ থাকে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে এপ্রিল মাসের পর আজ ক ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কি কারণে এর একটা পূর্ণ রিপোর্ট তাঁরা প্রস্তুত করতে পারলেন না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- আমি বলেছি যে ইট ইজ হিউজ এফেয়ারস। অতএব এই হিউজ এফেয়ারসকে এই যে চার মাসের মধ্যে তাঁরা যতটুকু করেছে ইট ইজ ওয়াণ্ডারফুল এণ্ড আই গিভ মাই হারট ফল্ট্ পা ক্র ট্ দেম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে তাহলে তাঁদের একমাসের মধ্যে রিপোর্ট সাবমিট করতে বলা হয়েছিল কেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অতি দ্রুত করার জন্য আগেই বলা হয়েছে। অতি দ্রুত ও ত্বরান্বিত করার জন্য আগেই বলা হয়েছে। অতএব পুনঃ পুনঃ একই প্রশ্ন করার কারণ কি আমি বুঝতে পারলাম না।

Mr Speaker : - I would now call on Shri Atiqul Islam

Shri Atiqul Islam : 333

Shri S L. Singh :— Question No. 333.

QUESTION :	REPLY :
(1) Whether the pay-scales of S. I. of Police has been revised ;	No.
(2) If not, the reason thereof ?	Sanction of the Government has not yet been received.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি জানাবেন যে এস, আই-এর পে-স্কেল রিভিশান করার জন্য কোন প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে কিনা ? এবং কবে পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- এস, আই-এর সেটা পাঠানো হয়েছে। একজিটিং পে-স্কেল ১৫০-২৫০/- আর ২০০-৩৫০/- সেটা করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি জানাবেন যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট জানিয়েছেন কিনা ষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে যে তোমরা এই পে-স্কেলটা করে নাও নিজেরা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—না এমন কোন কথা বলেন নি। তবে মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে আমি জানতে পারলাম।

Mr. Speaker :—Next I would call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—340

Shri S. L. Singh :—340

Question :	Reply :—
1) Whether notices under section 30(2) of Police Act has been served at Khowai, Dharmanagar and Agartala Town, putting certain restrictions on holding of demonstrations ;	Yes
2) If so, the reasons therefor ?	To maintain law and order

শ্রীচক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই জায়গাতে ল এণ্ড অর্ডার কি ভাবে ব্রেক ডাউন হয়েছে যে এই রকম ধরণের পুলিশ এক্ট জারী করার জাষ্টিফিকেশন হল ?

শ্রীসিংহ : আমি হাউসের কাছে আগেই বলেছি যে পিকিং কম্যুনিষ্ট পন্থীরা কি ভাবে একটা আর্মড রিবেলিয়ান-এর জন্য প্রতি জায়গায় সজ্জিত হচ্ছে। সেই অনুসারে তারা আর্মস এম্যুনেশান সংগ্রহ করছে ডাকাতি করছে মানুষকে থেটেনিং করছে এবং তারা আর্মস তৈরী করছে এবং সে সমস্ত আর্মস কিছ কিছ ধরা পড়েছে। অতএব সেই সমস্ত কারণে একাটে আমরা বজায় রেখেছি।

শ্রীসিংহ : কারণ অন্যান্য জায়গাতে একমাত্র তেলেংগানা আর ত্রিপুরা এই দুটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল যারা পিকিং কম্যুনিষ্ট পন্থীদের একটা আড্ডা। অতএব সেই আড্ডাকে দমন করতে গেলে তার যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা আছে সেই বিধি ব্যবস্থাকে আমরা গ্রহণ করে চলেছি। অন্য কোন কিছু করা হয় নি।

শ্রীইসলাম :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি জানাবেন যে এই ধারা বলে এ'সব জায়গায় আজ পর্য্যন্ত কতবার নোটিশ সার্ভ করা হয়েছে এবং কোন সন থেকে সেটা জারী করা সুরু হয়েছে।

শ্রীসিংহ :— আগেই বলা হয়েছে ১৯৬২ থেকে এবং তাদের যে কার্য্যকলাপ ১৯৫০ থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে সুরু হয়েছে, আর্মড বিবেলিয়নের যে স্বপ্ন তারা দেখেছে এবং সেই অনুসারে যেসমস্ত আর্মস এণ্ড এমনেশান তারা লুট করেছে সেই সমস্ত আর্মস এণ্ড এমুনিশানও এখনও তারা সরকারে দেয় নি। বার বার নোটিশ দেওয়া সত্বেও তারা দিচ্ছে না। অতএব আমরা তখনই বুঝতে পারব তাদের সদিচ্ছা যখন তারা সেই সমস্ত লুণ্ঠিত অস্ত্র শস্ত্র সরকারে জমা দেবে সেই দিন।

শ্রীইসলাম :— মাননীয় স্পীকার, আমার প্রশ্ন ছিল যে কোন সন থেকে এ'সব জায়গাতে এই নোটিশগুলি জারী করা হচ্ছে। সেকশান ৩২ বলে পুলিশ এক্ট বলে কতবার কোন সন থেকে আগরতলা ধর্ম্মনগরে, খোয়াইতে এই নোটিশ জারী করা হয়েছে, কখন থেকে এটা জারী করা সুরু হয়েছে ?

শ্রীসিংহ :— বলেছি ১৯৫০ থেকেই এই সমস্ত আইনের প্রয়োগ চলছে এবং এখানে —

4

শ্রীইসলাম :— দ্যাট ইজ নট মাই কোশ্চেন। আমার প্রশ্ন হল এই পার্টিকুলার জায়গাগুলিতে কোন সন থেকে এই আইনের বলে কতবার নোটিশ জারী করা হয়েছে ?

শ্রীসিংহ :- তাহলে পরে আই ওয়ান্ট নোটিশ। অল এন এ সাডেন আমাকে বলা হয়েছিল কোন সন থেকে এটা জারী করা হয়েছিল ১৯৫০ থেকে এখানে চালু হয়ে আসছে। কতবার কোন তারিখে এ যদি দিতে হয় তাহলে পরে আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গত পাঁচ বছরে এই আইন অমান্য করার জন্য কতজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

শ্রীসিংহ :— এই আইন অমান্য করার জন্য নয় হয়ত আরও অন্যান্য কারণ থাকতে পারে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— তা আমরা চাই না।

শ্রীসিংহ :— কত মানুষকে অভিযুক্ত করা হয় জানতে চাইলে পরে আই ওয়ান্ট নোটিশ যে কত লোককে এরেষ্ট করা হয়েছিল; কত লোককে সাজা দেওয়া হয়েছিল, কত লোকের ফাইনাল রিপোর্ট হয়েছিল, ফাইনাল চার্জশীট হয়েছিল, এ যদি বলতে হয় তাহলে আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কত লোকের বিরুদ্ধে কেস এনে পরে এইগুলি উইথড্র করতে হয়েছে ?

শ্রীসিংহ :— আগেই বললাম এ বিশদভাবে বলতে গেলে পরে আই ডিমাণ্ড নোটিশ। স্পেসিফিক কোন কিছু বলতে গেলে পরে আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি স্বীকার করবেন যে এটা এখানকার গণতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ এবং এই আদেশটা প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিৎ ?

শ্রীসিংহ : - গণতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য, স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য, সমাজবাদকে সংরক্ষণের জন্য, দেশরক্ষার জন্য যারা এইভাবে কম্যুনিজম করছেন, আর্মড রিবেলিয়ান-এর স্বপ্ন দেখছেন তাদিগকে ধ্বংস করে দিতে গণতন্ত্রকে ঠিক ঠিক ভাবে চালু করার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যতদিন পর্য্যন্ত তারা তাদের আর্মড সারেণ্ডার না করবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারনকে যে ভীতি দেখাচ্ছে এই ভীতি বন্ধ না করছেন ততদিন পর্য্যন্ত কোন গভর্ণমেণ্ট, কোন আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে না।

Mr Speaker :— Next I would call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma :— 319.

Shri S. L. Singh :— Question 319.

Question	Answer
. Number of ration cards issued to the inhabitants of Jampui Hills in Tripura, during 1963-64 ;	526.
The names of the ration shops from which these inhabitants had to draw ration ?	Behlliangchhip and Hmunpui.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি কাঞ্চনপুর থেকে কোন কোন রেশন কার্ডের রেশন নেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীসিংহ :— আমি তো আগেই বলেছি যে দি নেমস অব দি রেশন সপস ফ্রম হুইস দিজ ইনহেবিটেন্টস হেব ড্রন দেয়ার রেশনস বালুনচি এবং মংপুই। অতএব সেটা জম্পুই হিলসতো নয়।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাচ্ছি যে এই রেশনকার্ডে কাউকেও কাঞ্চনপুর থেকে রেশন নিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীসিংহ :— এখানে প্রশ্নটা হল যে জম্পুই হিলস ত্রিপুরাতে যেটা আছে ৬৩তে ৬৪ তে পার্টিকুলার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে কতটা রেশনকার্ড দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যকে জম্পুই হিলস প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি সেটা বলেছি। দি নেমস অব দি রেশন সপস এ বলা হয়েছে যে এই জায়গায় ইনহেবিটেন্টসরা বালুঞ্চি এবং মংপুই থেকে নিতে পারেন। অতএব কাঞ্চনপুর দজদা থেকে তাদিগকে রেশন নিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে একথা এখানে তো বলা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ এ সাপ্লিমেনটারী কোশ্চেন।

শ্রীসিংহ :— এখন কথা হল এই যে এ' জায়গা থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা সেটা আমি টপ করে বলতে পারব না। অতএব আই ওয়াণ্ট নোটিশ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যে দুটি রেশন সপের কথা বলেছেন সে দুটি রেশন সপ কোন তারিখ থেকে ওখানে খোলা হয়েছে ?

শ্রীসিংহ :— তা এখানে বলা হয়েছিল যে ৬৩-৬৪ তে। অতএব সেই অনুসারে বলা হয়েছে কোন তারিখে সেটা আমি টপ করে বলতে পারবনা। তারিখ সম্পর্কে বলতে হলে পরে আই শুড বি ইনফরমড।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন সেই রেশন সপ দুটি এই বছর নভেম্বর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খোলা ছিল কিনা ?

শ্রীসিংহ :—এটা আগেই বলা হয়েছে যে ৬৩-৬৪তে রেশন সপ খোলা হয়েছে এবং ৬৪-৬৫তে সেই জায়গাতে রেশন সপ আজ পর্য্যন্ত চলছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—আমার কোশ্চেনটার জবাব হল না।

Mr. Speaker :—The question of the Honb!e member is that whether that shop continued up to a particular date.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—নভেম্বর পর্য্যন্ত খোলা ছিল কিনা ?

শ্রীসিংহ :—সেতো আগেই বলেছি যে ৬৪-৬৫র জন্য মংপুই বালুনচিতে রেশন সপ খোলা আছে। অতএব এই জায়গাতে খোলা আছে কিনা এই প্রশ্ন উঠে না। ৬৪-৬৫ শেষ হয় নাই এখনো।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—341.

Shri S. L. Singh :—Question No. 341

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that personal car of Superintendent of Police, Tripura was sent to Calcutta for repairing and other purposes on Government cost.	No
2) if so, what step Government proposes to take in the matter ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানাবেন যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তার নিজের গাড়ীটা মেরামত করে এনে কয়েক শ' টাকার একটা বিল সাবমিট করেছেন কিনা ?

শ্রীসিংহ :—আগেই বলেছি গভর্ণমেণ্ট কষ্টে কোন কার রিপেয়ার করতে কোলকাতাতে পাঠানো হয় নি। অতএব এই প্রশ্ন উঠেই না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার কথা হল তিনি একটা নিজের গাড়ী মেরামত করে এনে কোন বিল সাবমিট করেছেন কিনা ?

শ্রীসিংহ :—আগেই বলেছি গভর্ণমেণ্ট কষ্টে সেই গাড়ী কোলকাতায় পাঠানো হয় নি এবং কলকাতা থেকে সেটা রিপেয়ার করে আনা হয় নি এবং উনি তা করেন নি।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টএর কাছ থেকে তাঁরা এমন কোন বিল পেয়েছেন কিনা যে কার মেরামতের খরচ বাবত করা হয়েছে।

শ্রীসিংহ :—যদি তার পারসনেল কার হয় সেটা সরকারের কাছে পাঠাবার দরকার পড়ে না।

শ্রীইসলাম :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানাবেন যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই গাড়ীটা মেরামত করে এনে আগরতলার গোপডার কাছে বিক্রি করেছেন কিনা ?

শ্রীসিংহ :—যদি কোন লোক তার গাড়ী মেরামত করে এনে বিক্রী করে সেটা অনুসন্ধান রাখার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

Mr. Speaker :—There is no other Starred Question There is one unstarred question given notice of by Shri Nripendra Chakravorti. I would request the Hon'ble Minister concerned to lay the reply on the Table of the House. Now, Question hour is over. (Reply to Unstarred question No 320 as at appendix 'A' was laid on the Table.)

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I would pass on to the next item. Next item is Calling Attention Notice. I have received a Calling Attention Notice from Shri Atiqul Islam, M. L. A. and admitted it. The subject is 'Serious situation created due to serving of eviction notices under sec 15 of Tripura Land Revenue Act, 1960, on a large number of shop keepers and Displaced persons of Agartala town and failure of the Govt. to provide alternative plots of land and cost of shifting for these people under eviction notices"

I would now request the Hon'ble Minister, concerned to make a statement on this Calling Attention Notice. If the Hon'ble Minister...

Chief Minister :—Yes. I will make the statement just now.

Mr. Speaker :—He will do that just now.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—এখানে বলা হয়েছে যে টাউনে কতগুলো লোককে উঠানো হয়েছে তার নাম্বার হল ৩৩৬ তারা আনঅথরাইজড্ অকুপেন্ট ছিল গভর্ণমেন্ট খাস ল্যাণ্ডের উপরে। অতএব সেকশান ১৫ অনুসারে তাদিগকে প্রথম একটা সা কজের নোটিশ দেওয়া হয়। তারপরে তারজন্য তারা টাইম চায় ও সার্ভে সেটেলমেণ্ট অফিসারের কাছে তারা টাইম চায় এবং তিনি টাইম দেন। তারপরেও যদি তাঁরা ভাল না মনে করেন তাহলে এডমিনিষ্ট্রেটরের কাছেও তাঁরা সেটা করতে পারেন এবং যাদের উঠানো হয়েছিল তাদের অলটারনেটিভ জায়গা দেওয়া হয় কিন্তু তাঁরা সেই জায়গাতে যান নি। যদিও এই আইনে জায়গা দেওয়ার, অলটারনেটিভ ল্যাণ্ড দেওয়ার কোন বিধান নাই তবুও তাদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল, তারা যায়নি। সেই জায়গা পড়ে আছে। অতএব তারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে সেই সমস্ত জায়গাতে তারা যেতে পারেন এই হল আমার বক্তব্য। আর একটা কথা হল এই, এই জায়গাগুলি থেকে উঠানোর কারণই হল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য যেমন এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেইন হচ্ছে, রাস্তা হয়েছে, মার্কেট হয়েছে, গান্ধীঘাট হয়েছে, সেগুলোর ইম্প্রুভমেন্ট এবং ডেভলাপমেন্ট করা দরকার। সেটার অন্তরায় হয়েছিল, সেজন্যই গভর্ণমেন্ট খাস ল্যাণ্ড অকুপায়ার্স যারা তাদেরকে উঠানো হয়েছে।

শ্রীআজিজুল ইসলাম : আগরতলা কোর্টে যারা টাইপিষ্ট তাদের উপরে নোটিশ সার্ভ করা হয়েছে। তাদের জন্য কোন অলটারনেটিভ জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- আমি আগেই বলছি এই ৩৩৬ জন আন-অথরাইজড ছিল। অতএব সেই লোকগুলোর মধ্যে যদি টাইপিষ্টও থাকে বা অন্য কেউ থাকে তাহলে থাকতে পারেন। জায়গা অফার করা হয় ৩৩৬ জন এর মধ্যে যারা ছিল তাদের। অতএব তারা আছে কিনা আমি তা বলতে পারলাম না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :- ক্লেরিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে এখানে যে আমাদের...

মিঃ স্পীকার :- ইফ দেয়ার ইজ এনি পয়েন্ট দ্যাট সিম্পলী টু বি মেনশানড্।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : ইয়েস, বিদ্যুৎ ঘরের এখানে যারা ছিলেন তাদের যখন সিফট্ করা হয় তখন সিফটিং কষ্ট্ এখানকার এডমিনিষ্ট্রেশন দেন এবং সিফটিং কষ্ট্ দেওয়ার কোন প্রভিশন এখানকার এডমিনিষ্ট্রেশন রেখেছেন কিনা সেই সম্পর্কে আমরা পরিষ্কারভাবে শুনতে চাই। কারণ এর আগে সিফটিং কষ্ট্ দেওয়া হত।

মিঃ স্পীকার : But the Hon'ble Minister has already stated that there is no provision under the law.

4

Shri Nripendra Chakraborti : That is what I an drawing attention to there was a provision in this state to give such shifting cost. There is no reason why this provision should not be there even now.

Mr. Speaker :- I think, points have been fully answered. He said that there is no provision in the present law. It was done formerly.

Shri Nripendra Chakraborti :- That is what I am asking for whether such provision should be made. He may make a statement.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- আগেই বলা হয়েছে যে এখানে সেই অলটারনেটিভ জায়গা দেওয়ারও কোন বিধান নাই।

Mr. Speaker :- That point has been cleared.

Now there is another calling Attention Notice to be answered to-day I would now request the Hon'ble Minister concerned to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Dinesh Deb Barma, M L A. on the "Hardship inflicted by the Govt. on the agriculturists of Tripura through issuing and execution of thousands of Sanshit and Certificate notices for the realisation of various arrear dues, even in the areas repeatedly affected by flood, in the sub-division of Kailashahar, Khowai, Kamalpur and Amarpur".

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফতে আমি হাউসের কাছে নিবেদন করছি যে এখানে ১৯৬০ ৬১, ৬১-৬২, ৬২-৬৩, ৬৩-৬৪ তে পেণ্ডিং কেসেস ছিল ৩০,১৪৯, এমাউন্ট ইনভলভড্ ছিল ৪৭ লক্ষ টাকা। কেসেস ইন্‌ষ্টিটিউট হয়েছে ৬১৯, এমাউন্ট ইনভলভড্ ৬,৯৬০ টাকা, আর কেসেস ডিসপোজড অব ১,৪৬৫, টোটেল ১,২৮,১২৮ টাকা। ৪৭ লক্ষ টাকা থেকে আমরা পেয়েছি। ৬১-৬২তে ২৯,৩০৩,৪৭ লক্ষ টাকার উপরে দাদন কৃষি ঋণ এবং রেন্ট বাবতে পড়ে আছে। ৩০০টা কেসেস ইন্‌ষ্টিটিউট করা হয়েছে, এমাউন্ট ইনভলভড ৩৫,০৬৩ টাকা। কেসেস ডিসপোজড হয়েছে ২২৫। টাকা আদায় হয়েছে ৪৭,১৭৩। ১৯৬২-৬৩ তে ২৯,৩৮১টি কেস। ৪৭ লক্ষ টাকার উপরে আমরা পেয়েছি ৩৫,৪৫৫ টাকা। ৬৩-৬৪তে ৩০ হাজারের উপরে কেস, ৪৭ লক্ষ টাকার উপরে দাবী। আর আদায় হয়েছে ৬১,৫২০ টাকা। টোটেল এই কয় বৎসর ২,৭২,২৫৩ টাকা আমরা আদায় করেছি। অতএব তার দ্বারাই বুঝা চলে যে ৪৭ লক্ষ টাকার মধ্যে যারা সক্ষম ছিল তারাই দিয়েছে এবং তার পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। জনসাধারণ কোন প্রকারে হার্ডশিপ-এ পড়ুক, কি ট্রাইবেল, কি ল্যাণ্ডলেস পেজেন্ট্রি যারা, যারা সেই দাদন নিচ্ছে সরকার থেকে লোন নিচ্ছেন এবং রেন্ট বকেয়া পড়ে আছে, দাবী পড়ে আছে সেটা যাতে অতি সহজে এবং সুন্দরভাবে তাদের উপর কোন হার্ডশিপ না দিয়ে আদায় করা চলে সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে সরকার এইভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব হার্ডশিপের কোন প্রশ্নই সেখানে আসে না।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :- পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৬৩ ইংরেজীর ৭ই অক্টোবর ত্রিপুরা রাজ্যে যে সাংঘাতিক বন্যা হয় সেই বন্যায় কমলপুর, কৈলাসহর, খোয়াই, অমরপুরে যে সমস্ত এলাকার ফ্লাড হয়েছিল সে সমস্ত এলাকায় আমাদের ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্টার ডেপুটি মিনিষ্টার মনীন্দ্র ভৌমিক সেই সমস্ত জায়গায় যান এবং ফ্লাড এ্যফেক্টেড এরিয়ার যে সমস্ত এলাকায় দাদনের

পূর্ণ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট নোটিশ দেওয়া হবে না বলেছিলেন এবং গত কিছুদিন আগে সেই সমস্ত এলাকা থেকে ব্যাপক আকারে এমন কি ঘর ক্রোক করে, গরু, মহিষ, সম্পত্তির উপরে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :- এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে মাননীয় ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্টার সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তোমাদের খাজনা টাজনা দেওয়ার কোন দরকার নাই কারণ আমি সেটা বিশেষভাবে চিন্তা করতে বলছি যে দেওয়ার কোন দরকার পড়বে না তবে এখানে···

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :- আমার প্রশ্নে খাজনা টাজনা কোন প্রশ্ন নাই।

Shri S. L. Singh : Whatever it may be. But you will not be able to persuade me or stop my version by barking or cess. I should go. Nobody is entitled by barking to stop me.

Mr. Speaker :- I will expect that, only answer to the points should be given

Shri Birchandra Deb Barma :- This should be expunged the word 'barking'. Is it Parliamentary ?

Mr. Speaker :- No.

Shri S. L. Singh :- I am subject to correction, sir, সেখানে নয়াগাঁও, বালুগাঁও লালছড়া এবং বালিছড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এটা ঠিকই যারা দিতে পারেন, সক্ষম তাঁরা দিবেন এবং যাঁরা সক্ষম না, সেখানে যারা খেতে পায় না তাদের থেকে সেখানে রেন্ট আদায় করা, লোন আদায় করার কোন প্রশ্ন উঠে না এবং সেই অনুসারেই তা করা হয়েছে সেই অনুসারেই এখানে হাউসে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যারা সক্ষম তারা দিয়েছে, যারা সক্ষম না তারা দেয় নাই এটা মানেই হয় ৪৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ২,৭২,০০০ টাকা আমরা পেয়েছি। যারা সক্ষম তারা দিয়েছে আর যারা অক্ষম তারা দেয় নাই। অতএব যে কথা বলা হয়েছে সেটা সত্য নয়।

Mr. Speaker :- I have received another Calling Notice to-day from the Hon'ble Member Shri Nripendra Chakraborti. The subject is "Difficulties faced by hundreds of students of Tripura in getting admission in High and Higher Secondary Schools situated in different sub-divisional towns due to holding of unjustified admission tests, as well as, due to adequate accommodation in all classes above V."

I have given my consent to the motion of Shri Nripendra Chakraborti to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the department concerned to make a settlement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he may please give me a date when the Calling Attention notice will be shown on the order paper.

Shri S. L. Singh : Hon'ble Speaker, Sir, I want time. To-morrow I would be able to make a statement on this.

Mr. Speaker :— Alright. He will answer to-morrow, the 29th.

I would now pass on to the Next item of the Business ; Government Business —Legislation—Consideration of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964).

That is, the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No 6 of 1964) is to be taken into Consideration. I would call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion for consideration of the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964).

Shri S. L. Singh :— Chief Minister. Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964) be taken into consideration at once.

এটা বলতে গিয়ে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে হাউসের কাছে আবেদন করছি য এই সেলারিজ এবং এলাউন্সের বিল আজকে আমরা এখানে উত্থাপন করছি। প্রত্যেকটি ষ্টেট মিনিষ্টারস্, ডিপুটি মিনিষ্টারস্ যারা আছেন তাঁদের প্রত্যেকের সেলারি এবং এলাউন্স নির্দ্ধারণ করেছেন। তারপর সমস্ত ইউনিয়ন টেরিটরীগুলি তাদের সেলারিজ এবং এলাউন্স অফ্ মিনিষ্টার নির্দ্ধারণ করেছেন। তারপর আমরাও প্রত্যেকটি ইউনিয়ন টেরিটোরীগুলির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই বিল এখানে উত্থাপন করেছি। আশা করি হাউস এই বিলকে আন্এনিমাসলি, সর্ববাদীসম্মতিক্রমে সমর্থন দিয়ে এই বিলকে জয়যুক্ত করবেন।

Shri Nripendra Chakraborty :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলের বিরোধিতা করতে চাই। So I may be allowed time to speak on it.

Mr. Speaker :— Alright, you may proceed ;

Shri Nripendra Chakraborty :— Should I proceed ?

Mr. Speaker :— Yes, You may proceed. I would let the Hon'ble member know that we have 2 hours only for this.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে বিলটি মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির সম্পর্কে উপস্থিত করা হয়েছে তার প্রবল বিরোধিতা আমি করছি। আমরা জানি যে চীন সীমান্ত আক্রমন করেছে ১৯৬২ সালে এবং সেই সীমান্ত আক্রমনের পর (ইনটেরাপশান)

তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত ইমারজেন্সি চালু আছে এবং আমরা জানি যে ভারতের সীমান্ত চীন আক্রমণ করার পরও যখন সেই সীমান্ত থেকে তারা সৈন্য অপসারণ করে নিয়ে গেল, যখন সীমান্তে কোন সংঘর্ষ হচ্ছেনা, যখন ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কি কংগ্রেসের মধ্যেও বহুলোক যখন এই যে ইমারজেন্সি তোলার জন্য দাবী করছে, তা সত্বেও ইমারজেন্সি বজায় রাখা হয়েছে এই জন্য যে আমাদের দেশ বিপন্ন এবং শুধু চীনের আক্রমণের সম্ভাবনা থেকেই নয়, পাকিস্তানের যে আক্রমণমুখী মনোভাব সে দিক থেকেও দেশ আজ বিপন্ন বলা হয়। ভারতবর্ষ রক্ষার যে দায়িত্ব, ভারতবর্ষকে রক্ষা করার যে প্রয়োজন তার জন্য আমাদের সবকিছু করতে হবে এবং সেইজন্য ডিফেন্স অফ্ ইন্ডিয়া এক্ট এবং ডিফেন্স অফ্

ইণ্ডিয়া রুলস এখানে চালু রাখা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে শুধু ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এক্ট এবং রুলসই চালু রাখা হয়নি। যখন আমাদের ভারত সীমান্ত আক্রান্ত হয় তখন থেকে আমরা টেক্সের বোঝা বাড়িয়ে আসছি এবং সে টেক্সের বোঝা যে কি বিপুল পরিমাণ সেটা আমরা জানি। ৫৬০ কোটি টাকা নূতন টেক্স থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আমাদের দিতে হবে, একথা নারায়ণ, যিনি প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বার ছিলেন তার হিসাব মত আমরা দেখতে পাই যে ৫৫০ কোটি টাকা নূতন টেক্স ৩য় পরিকল্পনা কালে আমাদের দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই টেক্স কি করে আদায় হয় সেটা আমরা জানি যে সমস্ত লোক গরীব, যাদের সামান্য ফ্লাড সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করে তবে তাদের থেকে টেক্স আদায় করা হয়, দেশ রক্ষার জন্য আমাদের জাতিয় তহবিলকে শক্তিশালী করার জন্য। শুধু আমাদের টেক্স' এর যে বোঝা সেটাই চাপান হচ্ছেনা, সেটা পুলিশ দিয়ে এমন কি যে সমস্ত এলাকা বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছিল সেখান থেকেও টেক্স আদায় করা হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যে আমরা দেখি যেসমস্ত এলাকায় বন্যা হয় সে সমস্ত জায়গায় রেন্ট রেমিশান দেওয়া হয়, যাতে খাজনা মুকুব করে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে কোন এলাকায় বলতে পারবেনা যে এক পয়সাও খাজনা রেমিশান হয়েছে। ডিফেন্স ফাণ্ড আমরা জানি যে দেশ যখন বিপন্ন হয়েছিল, দেশ যখন আক্রান্ত হয়েছিল তখন দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশকে রক্ষা করার জন্য লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু সেই যে টাকা এবং সাহায্য দেওয়ার সুযোগ আমাদের কংগ্রেস সরকার এমনভাবে ব্যবহার করছেন যে অনেক জায়গায় জুলুম করে, জবরদস্তি করে তারা টাকা আদায় করেছেন এবং সেকথা মাননীয় স্পীকার স্যার, মোরারজী দেশাই পার্লামেন্টে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ তে বলেছেন যে some allegations have been made that pressure have been used by the authorities to obtain contribution, for N. D. F. and he could not deny that there has been pressure. Pressure যে হয়েছে সেকথা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। আমরা এখানে ছিলামনা কিন্তু আমরা শুনেছি যে এখানেও এরা জোর জবরদস্তি করে বহু জায়গাতে বহু গরীব মানুষের যে টাকা সেটা এন, ডি, এফ, এর নাম করে নিয়ে আদায় করা হয়েছে। কারণ দেশ বিপন্ন, তোমাদের স্বার্থত্যাগ করতে হবে দেশ রক্ষার জন্য টাকা দিবে। আমি জানি না সেই টাকার হিসাব তারা সব দিয়েছেন কিনা। কারন মাননীয় স্পীকার স্যার, দিল্লীতে দেখেছি যে পার্লামেন্টে একথা প্রকাশ পেয়েছে যে বহু কংগ্রেস নেতা এখন পর্যন্ত সে রসিদ এবং হিসাব এন, ডি, এফ এর ফেরত দেননি। এখানকার কংগ্রেস নেতারা যারা বেরিয়েছিলেন এই সুযোগে ২ পয়সা পকেট এ মেরে নিয়েছেন কিনা তার হিসাব আমরা জানি না। কারণ সে হিসাব আমাদের এসেম্বলীর সামনে আজও আসেনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, গরীব মানুষকে স্বার্থত্যাগ করতে বলা হচ্ছে এবং তার প্রথম বলি হল গোল্ড কন্ট্রোল অর্ডার যাতে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ শিল্পী হল তার প্রথম বলি। ৫ লক্ষ লোককে বলা হল তোমরা মরে যেতে পার, তাতে কোন ক্ষতি নেই কারণ দেশকে বাঁচাতে হবে। শত শত স্বর্ণ শিল্পী তারা আত্মহত্যা করলেন এবং আমরা দেখেছি যে আজকে তাদের মধ্যে অনেকে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। শচীন্দ্র দেব, যার কথা এই হাউসের সামনে আমি বলেছি সেই শচীন্দ্র দেব না খেতে পেয়ে পরে হাসপাতালে মারা গেছেন এবং তারপর আজকে দেখি বসন্ত কুমার সেন, শিবনগর

তিনি দিন মজুরের কাজ করছেন, শিশি বিক্রী করছেন। অমরচাঁদ বনিক প্রায়ই অনশনে কাটান। ক্ষেত্র মোহন বণিক তিনি কামলার কাজ করেন। লালমোহন বনিক, রামনগর, তিনি বৃদ্ধ, উপোসে দিন কাটান। নগেন্দ্র বনিক তিনি নিরন্ন। গণেশ চন্দ্র সিংহ তিনি বটতলার দোকান বিক্রি করে আজ ভিক্ষুক হয়েছেন। আজকে আমরা দেখছি যে কালু বনিক, উদয়পুর টি, বি, রোগে ভুগছেন এবং মাননীয় স্পীকার স্যার, টি. বি. রোগী এমন বহু রোগী আছে যারা এক বৎসরে ভাল হয় না তাদের আরেক বছরের চিকিৎসার দরকার হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এক বছরের বেশী সাহায্য দেয় না কারণ টাকা নাই, দেশ এখন বিপন্ন, তোমরা টি, বি, রোগে মরলেও গভর্ণমেণ্ট তোমাদের এক বছরের বেশী সাহায্য করতে পারবে না। কাজেই তাদের এক বছরের পর আর সাহায্য দেওয়া হয় না। প্রফুল্ল দাস তেলিয়ামুড়া বহু দরখাস্ত করেছে যে আমি মরে যাচ্ছি। তাকে এক পয়সাও সাহায্য করা হয় নি যদিও মাননীয় স্পীকার স্যার, এক বছরে তার টি, বি, রোগ ভাল হয়নি। দীনেশ বণিক তোলাকোণা তিনি ভিক্ষা করছেন। শচীন্দ্র দে তিনি ভিক্ষা করে খাচ্ছেন। মধুসুধন বনিককে বাড়ী বিক্রী করতে হয়েছে। ত্রৈলোক্য বণিক, তেলিয়ামুড়া তার বাড়ী ঘরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, প্রেমানন্দ বনিক তিনি ছেলের পরীক্ষার ফিস দেওয়ার জন্য ভিক্ষা করছেন. পরীক্ষার ফিস দিতে পারছেনা। মরাল মোদক, রানীর বাজার, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। লক্ষীকান্ত বনিক তার উপবাসে দিন কাটে। এই ভাবে আমরা দেখছি স্বর্ণ শিল্পীদের এমন কি বই পত্র. ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য সাহায্য সেটা পর্য্যন্ত দরখাস্ত করে ৬ মাস পরেও তারা পান নি। কেন না আমাদের দেশ রক্ষার জন্য সব সহ্য করতে হবে। কারণ আমাদের দেশ বিপন্ন, গভর্ণমেণ্টের টাকা আমরা এই ভাবে খরচ করতে পারি না। যারা রিফিউজি তাদের রেসিডিউয়েল ওয়ার্ক হয়নি, যারা নূতন এসেছেন তারা এক পয়সাও সাহায্য এখন পর্য্যন্ত পায়নি। সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে—যে সমস্ত অনাথা আমাদের হোমসে আছেন এবং হোমসের বাহিরে গেছেন তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আজকে জিনিস পত্রের দাম বেশী এই অবস্থায় ১৫ টাকায় তাদের বলা হয় বাঁচতে হবে অথচ আমরা দেখছি পাবলিক ফিনান্স কমিটি ১৯৬২-৬৩ সালের রিপোর্ট বলেছেন এই সমস্ত হোমসের লোকদের কাশ্মীরে দেওয়া হয় অনেক বেশী ৬০ টাকা তাদের মাসে। তারা বলেছেন কেন আমরা জানি না অন্যান্য রাজ্যে এত কম টাকা দেওয়া হবে সে সব কথা তারা ষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে বলেছেন। কিন্তু এই সমস্ত অনাথা লোককে এক পয়সাও বেশী সাহায্য তারা দিতে পারেন নি। এই রকম বহু মেয়ে আনএটাচড যাদের সেখানে নেওয়া হয় না কারণ তারা রিফিউজি নয় অথচ তারা অনাথা হিসাবে আজকে না খেয়ে মরছেন। আমরা দেখেছি যে বহু ছোট ছোট মা সন্তান তারা অনাথা হিসাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার সন্তানকে রাখবার জন্য কিন্তু তার জায়গা তারা একটা খুঁজে পাননি। তার জন্য টাকা নেই। আমরা দেখি যে old age পেনশান, মাননীয় স্পীকার স্যার, অন্যান্য রাজ্যে দিচ্ছে এবং ১৫ টাকা করে এমন কি ওয়েষ্ট বেঙ্গলে পর্য্যন্ত দিচ্ছে, পূর্ব্ব পাঞ্জাবে দিচ্ছে। আমাদের এখানে বহু লোক আছেন। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন · পুরুষদের বেলায় ৬৫ বৎসর এবং মেয়েদের বেলায় ৬০ বৎসর যে সময়ে তারা পেনশান পাওয়ার উপযুক্ত হন সেই টাকা আমাদের এখানে দিতে পারছিনা কারণ আমাদের অত্যন্ত টাকার অভাব। পেনশানের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম – মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী সাহেব এক্ষনই দাড়িয়ে বলছেন যে এইসব পেনশান টেনশান ২।১টি জায়গায় বাড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু আমরা এখানে দিতে পারি না। কিন্তু আজ যে ব্যক্তি হয়ত ৯।১০

টাকা পেনশান পাচ্ছেন তাকে এখন পরিবার প্রতিপালন করতে হচ্ছে। এই মুল্যবৃদ্ধির দিনেও পেনশানের সেই টাকায় যেটা অন্যান্য ষ্টেট দেয় সেটা আমরা এখানে দিতে পারছিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদিও আমি দেখি যে বিহারে সে জিনিষটা দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে সবচেয়ে যাদের উপর চোট যাচ্ছে বিহারে দেওয়া হচ্ছে যদি তারা দেখতে চান তাহলে তারা পড়ে দেখতে পাবেন ইণ্ডিয়ান নেশান অফ ৫।৩।৬৪ এ খবর বেরিয়েছে যে বিহারে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর যারা কর্ম্মচারী তাদের স্পেশাল কমপেনসেটারি এলাউন্‌স কমে যাচ্ছে। মন্ত্রীরা দিল্লীতে একবার নয়, মাসে ২।৩ বার যান সম্ভবতঃ এইজন্য যে মন্ত্রীদের বেতনের বিলটা সেটা আটকে পড়েছিল কাজেই তার জন্য তদ্বির করতে হলে ২।৩ বার দিল্লীতে যেতে হয়। কিন্তু এই যে স্পেশ্যাল কমপেনসেটারী এলাউন্‌স সেটা কেটে নিচ্ছে। যার বেতন ৬০।৬৫ টাকা তাদের থেকে সাড়ে সাত টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে আজকে এই দুর্মূল্যের দিনে, তাদের কথা বলবার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই এবং সেটা তারা করে নিয়ে আসতে পারলেন না সেটা কেটে নেয়। অথচ সেকেণ্ড পে কমিশান বলেছেন যে সেটা কেটনা। সেটা বলার ফুরসৎ ওদের হলনা এবং এটা ওরা করছেন না। ওয়ার্কচার্জড এসিষ্টেণ্ট, কনটিনজেন্‌সিতে বিভিন্ন লোককে রেখে দেওয়া হয়েছে তাদের সামান্য যে সমস্ত এমন কি একটা টেম্পোরারি সার্ভিসে যে ইনক্লুড করা সেটা পর্য্যন্ত ওরা করতে পারছেন না। সে সমস্ত ব্যাপারে ওদের সময় নেই। সেটা ওরা করছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, টিচার্‌স ডে ওরা পালন করেন। এই স্কুলের ছেলে মেয়েদের দিয়ে ভিক্ষা করান, তাদের বলেন যে দেখ আমাদের মাষ্টাররা ত গরীব, তারা খেতে পায় না কাজেই তোমরা ভিক্ষা করে মাষ্টারদের খাওয়াও। কারণ তারা গরীব এবং রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কাজে তারা নিয়োজিত আছেন। আমি জানি মাননীয় স্পীকার স্যার, মেঘনাথ সাহা যখন ছাত্র ছিলেন তখন আচার্য্য প্রফুল্ল রায় ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্ত্তা ব্যক্তি, সাইনস্ক ডিপার্টমেণ্ট এর। তিনি লিখেছিলেন মেঘনাথ সাহাকে যে তুমি দেখ ওখানে যারা প্রফেসার এবং টিচার তাদের পে স্কেল ইত্যাদি কি রকম। তখন মেঘনাথ সাহা লিখেছিলেন যে আমি দেখলাম এখানে একমাত্র আমি ছাড়া এত উচু পে স্কেল আর কোথাও নাই। তিনি বিশেষ করে ফরাসী দেশের কথা লিখেছিলেন এবং ব্রিটেনের কথা লিখেছিলেন তখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেনি। কাজেই তার কথা লিখেন নাই। এটা জানা কথা যে ওরা নেকষ্ট টু ডিফেনস সার্ভিস ওদের গুরুত্ব দেন। আমরা এখানে কি দেখি ? আমরা দেখি যে স্কুলের ছেলে মেয়েদের দিয়ে ভিক্ষা করানো হচ্ছে, আমাদের স্কুলের মাষ্টাররা গরীব। তাদের যে বেতন বৃদ্ধি, সেই বৃদ্ধি বেতনটা তাদেরকে দিচ্ছে না। যারা প্রাইভেট স্কুলের, এইডেড স্কুলের কাজ করেন তারা এমন কি যে দুইটা পে রিভিশন হল সেই পে রিভিশনের টাকাও এখন পর্য্যন্ত পেলো না এবং আমরা জানি যে ১৯৫৯ সালে একটা রিভিশন হয়, ওদের ১৯৬০ থেকে ৬৪ পর্য্যন্ত যে বকেয়া পাওনা টাকা সেই টাকা আজকে পর্য্যন্ত দেন নাই। হাজার হাজার টাকা এক একটা স্কুলের পড়ে আছে। স্কুলের টিচাররা বেতন পান না। সেইদিকে ওদের নজর দেওয়ার কোন সময় নাই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মন্ত্রীদের বেতনটা কিন্তু বাড়ানো হচ্ছে। কেননা ওরা খুব কম টাকা পাচ্ছেন। যেমন আমি একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি, ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টার তিনি বর্ত্তমানে যে বেতন পান আমি সেইটা বলছি পার্ক্‌ইজিট যার হিসাব এখানে দিচ্ছেন তা পান বৎসরে নয় হাজার টাকার মত তিনি পান এটা হচ্ছে পার্কুইজিট, তার পরে কনভেয়েনস তিনি পান একশত টাকা, কমপেনসেটারী

এলাউন্‌স তিনি পান ১৫০ টাকা এর পরে ভাড়ার ব্যাপারে আর কি না হাউস রেণ্ট পান একশত টাকা। (ইনটারেপশন) ... ইয়েস দিস কল্‌ড কমপেনসেটারি এলাউন্‌স, ইন দিস বিল অলসো ইট ইজ কল্‌ড্‌ কম্‌-পেনসেটারী এলাউন্‌স। তারপরে ইলেকট্রিসিটি চার্জ তিনি পান ৭৫ টাকা এবং রেটস এণ্ড ট্যাক্সেস যা পাওয়া যাচ্ছে হিসাব করে বছরে মাত্র ২৩।২৪ হাজার টাকা তিনি পান। কাজেই তাঁর এতে চলে না। তাই ওটাকে বাড়িয়ে বছরে হাজার ত্রিশেক যদি করা যায় তাহলে ভদ্রলোকের কোন রকমে হয় তারপর তিনি তো একজন ভি, আই, পি, যেখানে যাবেন খাওয়ার পয়সা তো একটিও লাগবে না, কারণ সেখানে সমস্ত কর্ম্মচারীরা চাঁদা তুলে তাদেরকে খাওয়াবেন। কাজেই খাওয়ার পয়সা লাগবে না। এমন কি পার্টি মিটিংএর পয়সাও লাগবে না। সারা ত্রিপুরায় পার্টি মিটিং করে বেড়াবেন গভর্ণমেণ্টের টাকায়, যে রকম ওরা করেছেন বিভিন্ন জায়গাতে, বাই ইলেকশনের টাকা লাগবে না। যেমন অমরপুরে বাই ইলেকশন করেছেন গভর্ণমেণ্টের টাকায়। কাজেই এই ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টার তিনি বলেছেন যে আমি যৌথ পরিবারের লোক আমাদের অভাব নাই। যৌথ পরিবারের লোক এই হাউসে তিনি বলেছেন যে আমি যৌথ পরিবারের লোক। ওর যে ছোট ভাই তিনি টি, আর, এ ১২৪ রেখে বছরে আট হাজার টাকা পান। একটা টি, আর, এ, জিপ রেখে সেই ভদ্রলোক, তার ছোট ভাই তিনি আট হাজার টাকা বছরে নেন। উনি নেন নয় হাজার টাকা বছরে আর ছোট ভাই নেন আট হাজার টাকা বছরে অর্থাৎ দুই ভাই মিলে একমাত্র গাড়ীর খরচ ওরা সতর হাজার টাকা বছরে আমাদের তহবিল থেকে নিচ্ছেন (ইনটারাপশন)

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আই সুড বি প্রটেকটেড। আমরা দেখেছি যে এই ভদ্রলোক, সুখময় বাবু ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টার···

Mr. Speaker :—There is a number of Hon'ble Members from your side to speak. (Interruption)

Shri Chakraborty :—This way we will take more time because this will only help us to avoide repeatition, that is why I am to take little more time.

Mr. Speaker : But you are to finish within two hours.

Shri Chakraborty :—Yes, that would be better. আমি জানি এই ভদ্রলোক যখন খোয়াই গিয়েছিলেন তখন খোয়াইএর জনগণ দাবী করলেন যে আমাদের পোলটা হচ্ছে না, আমাদের স্কুলটা হচ্ছে না, আমাদের টাউন ডেভেলপমেণ্ট হচ্ছে না, তিনি বলছেন এখন কি এই সমস্ত দাবী করার সময়? এখন এইসব টাকা পয়সা দাবী করবার সময় নয়, তোমরা দেখছ না যে চীনের লোকেরা আক্রমণ করছে, পাকিস্থান আক্রমণ করছে, কাজেই এখন এই সমস্ত স্কুল আর রাস্তাঘাট তার কিছু দাবি করার সময় নয়। (Interruption)

Mr. Speaker :—I request all the Hon'ble Members not to interrupt.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে একজন ডেপুটি মিনিষ্টার তিনি তফশীলিদের স্বার্থ দেখে থাকেন যে তফশীলিদের প্রতিনিধি হিসাবে তফশীলি সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রীত্বে এসে বসেছেন। যে সকল ষ্টাইপেণ্ড, এমন কি যে ষ্টাইফেণ্ডটা গ্রেণ্ট করা আছে, যেমন আই, টি, আই ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে সেইগুলি না পাওয়ায় ছাত্ররা চিড়া খেয়ে ২ দিন কাটায়,

সেই সমস্ত তফশীলি ছেলেরা চিড়া খেয়ে থাকে এবং উনি তফশীলি ছাত্রদের কাছে বলেন যে ছয়মাস আগে তোমাদের ষ্টাইপেণ্ড সেংশন হলেও তোমরা পেতে পার না সেইটা রুলসে নাই। ওরা চিড়া খেয়েও দিন কাটাতে পারে কারণ ওরা তো মন্ত্রী নয়। ওরা স্কুলে যায় চিড়া খেয়ে আর আমাদের যারা মন্ত্রী তাদের বেতনটা বাড়ানো দরকার। তফশীলি ছেলেদেরকে ওরা বলছেন যে কো-একজিসট্ উইথ ষ্টারভেশন, কো-একজিষ্ট উইথ ইলিটারেসি, কো-একজিষ্ট উইথ আন-এমপ্লয়মেণ্ট, এই হচ্ছে ওদের শ্লোগান। সমস্ত ত্রিপুরার মানুষের জন্য শ্লোগান হচ্ছে যে মানুষ এই যে আজকে পাহাড়ে জঙ্গলে গরীব মানুষ না খেয়ে মরছে, মরতে হবে। কারণ দেশে এখন মস্ত বড় আক্রমণ চলছে, চীনের আক্রমণ, পাকিস্থানের আক্রমণ এখন স্বার্থ ত্যাগ না করলে, জীবন না দিলে দেশ কি করে বাঁচবে, কাজেই কো-একজিষ্টিং উইথ ইলিটারেসি, ইলিটারেসির সঙ্গে কো-একজিষ্ট কর এবং আন-এমপ্লয়মেণ্টের সাথে কো একজিষ্টিং কর এই হচ্ছে ওদের শ্লোগান এবং সেইজন্য ওরা এটা বলে থাকেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, কমলপুরে যে এডুকেশন সার্ভে হয় সেই সার্ভেতে আমরা দেখেছি ১২ টাকা হচ্ছে একজন লোকের মাসিক আয়, এটা গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট, যে ১২ টাকা একজন লোকের মাসিক আয় সেই দেশে ওরা বেতন বৃদ্ধি করছেন। যেখানে সেই ১২ টাকা থেকে বর্দ্ধিত খাজনা দিতে হচ্ছে কারণ খাজনা বাড়ানো হচ্ছে। সেই ১২ টাকা থেকে সমস্ত জিনিষপত্রের যে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেই টাকাও দিতে হচ্ছে। সেই ১২ টাকা থেকে আজকে বিভিন্ন রকম যে সমস্ত বকেয়া আদায় সেইটাও করছেন। আমরা দেখি যে বিশ টাকায় যে রেশন দেওয়া হত সেই রেশন পর্য্যন্ত তারা কিনে খেতে পারেন না, যার ফলে ওরা মরে যাচ্ছেন। এটা দেখানো হচ্ছে মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্লেনিং কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্ট যার নেতৃত্ব করছিলেন প্রফেসার ডি, আর, গেডগিল, তিনি ১৯৬২ সালে দেখিয়েছেন যে মিনিমাম ইনকাম একজন লোকের কত হওয়া উচিত। তিনি বলেছিলেন যে এভরি হাউস হোল্ডারের একশত টাকার কম আয় হলে আর চলতে পারে না। এটা প্লেনিং কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের যার হেড ডাঃ গেডগিল, প্রফেসার গেডগিল তার রিপোর্ট। তার নাম ওরা শুনেছেন, বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা। তিনি এই কথা বলেছেন যে একশত টাকার কমে একটা পরিবার চলতে পারে না। এবং সেইটা আমি নিজেও স্বীকার করি॥ সেইটা বলেছিলেন ১৯৬০-৬১এর প্রাইস লেভেল অনুযায়ী। ১৯৬০-৬১ সালে যে জিনিষপত্রের দাম ছিল সেই দামের হিসাব মত তিনি এটা হিসাব করে দেখিয়েছেন, তার থেকে দাম অনেক বেশী বেড়েছে। কিন্তু সেইটাই আমরা ধরছি, সেইটা ধরেই আমরা বলছি যে কমপক্ষে এখানকার যারা গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িস, যারা সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে ৪র্থ শ্রেণী তাদের এই একশত টাকা বেতনের প্রস্তাবটা আনার পর ওরা যদি বলতেন যে আমরা, মন্ত্রীরা সাড়ে সাতশতের জায়গায় এক হাজার, ৮৫০ টাকা চাই, বা হাজার টাকা চাই তা হলে পরে সেইটা একটা কথা ছিল। কিন্তু সেই সম্পর্কে ওরা চুপ। সেই সম্পর্কে ওদের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু সমস্ত বক্তব্য হচ্ছে নিজেদের পেটটা ঠিক আরো মোটা করা এবং তারজন্য আরও কয়েক হাজার টাকা আমাদের কাছে চাওয়া হচ্ছে যে তোমরা মঞ্জুর করে দাও আরও কয়েক হাজার টাকা।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওরা একসময়ে কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, ওরা খালি পায়ে হাটতেন, খদ্দর পড়তেন এবং আমি ওদের সঙ্গে কাজ করেছি সেই ব্রিটিশ আমলে যখন মহাত্মা গান্ধী আমাদেরকে প্লেইন লিভিংএর কথা শিখিয়েছিলেন। তখন আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন যে ত্যাগী হও, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে স্কুল কলেজ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু দেশ সবার জন্যই সেই জিনিষটা করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, মহাত্মা গান্ধী এক সময়ে বলেছিলেন যে এই দেশে কোন মন্ত্রী ৫০০ টাকার বেশী বেতন নেবেন না। সেই দেশে ওরা এখানকার খুদে মন্ত্রী। একটা ডিষ্ট্রিক্টের মত যায়গার মত এমন কোন দায়িত্ব ওদের উপরে নাই। ওরা যে কাজ করছেন সেই কাজের যে দায়িত্ব সেইটা একটা ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের দায়িত্বের থেকে বেশী নয়। কিন্তু তারজন্য ওরা আমাদের কাছ থেকে যা পাচ্ছেন আমরা মনে করি সেইটা বেশী কারণ এই কথা আজকে সমস্ত পৃথিবীতে স্বীকৃত যে একটা অফিসারের সঙ্গে আর একটা কর্মচারীর যে বেতনের ডিফারেন্স সেইটা দশগুনের বেশী কোন ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত নয়। তার মানে কি যে না হাইয়েষ্ট যিনি পাচ্ছেন আর লোয়েষ্ট যিনি পাচ্ছেন তার ডিফারেন্সটা দশগুণের বেশী কোন সময়ে হওয়া উচিত নয়। আমরা জানি যে এখানে হাইয়েষ্ট যিনি চিফ কমিশনার পাচ্ছেন এবং লোয়েষ্ট যিনি এখানকার ক্লাস ফোর এমপ্লয়ি পাচ্ছেন না হাইয়েষ্ট যার বেতন এখানে বলা হয়েছে এক হাজার টাকা করা হউক। যদি ওদের একথা টাকা করে পারে ওরা প্রস্তাব আনতেন হয়ত আজকে সেই প্রস্তাব কিছুটা যুক্তিযুক্ত হত কিন্তু সেইটা ওরা করেন নি সেই ডিফারেন্সটা ওরা আকাশ পাতাল ডিফারেন্স রেখেছেন এবং ডিফারেন্স রেখেছেন এমন একটা রাজ্যে যেখানে মানুষ না খেয়ে মরছে; যেখানে আমরা দেখি সামান্য যে একটা সুযোগ সুবিধা এমনকি একটা টি বি, রুগীর প্রয়োজন সেই সামান্য সুযোগ সুবিধা পর্যান্ত ওরা দিচ্ছেন না। এমনকি যে সমস্ত স্বর্ণশিল্পী না খেয়ে মরে যাচ্ছে একটা পয়সাও ওরা আজকে পর্যান্ত স্বর্ণশিল্পীদের হাতে দিতে পারেন নি। ওদের লজ্জা করে না যে ওরা নিজেরা বেতন ঠিক বাড়িয়ে নিচ্ছেন সেই সমস্ত দায়িত্ব জনসাধারণের প্রতি পালন করার দিকে। কাজেই আমরা মনে করি উই উইল বি ডুইং এন ইনজাষ্টিস এই। আমি বলব যে একটা টাইম আসবে একই হবে যদি হাউজ ওদের প্রস্তাবটা পাশ করেন এবং কোন লোক যাদের সামান্য কাণ্ডজ্ঞান আছে সেই সমস্ত লোক আজকের মত বিপদের দিনে এই রকম প্রস্তাব আনতে পারেন না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দুই মিনিট সময় নেব। আমরা জানি আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে এই কথা আমরা জানি যে দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে আমাদের এটা জানা আছে এর জন্য টাকা প্রয়োজন হয় এবং এটা আমাদের জানা আছে এখানকার বড় বড় চোরাকারবারীর হাতে টাকা দিয়ে এখানকার বড় বড় কর্মচারীর বেতন বাড়িয়ে দিয়ে এখানকার মন্ত্রীরা, তারা তাদের নিজের বেতনটা বাড়িয়ে দিয়ে এখানকার যারা মুনাফাখোর এবং যারা কায়েমি স্বার্থ, বড় বড় মনোপলিষ্ট যাদের মুনাফা আগে হয়তঃ এখানে ১০০ কোটি ছিল সেখানে ৪০০ কোটি বাড়িয়ে দেশরক্ষা করার ব্যবস্থা করা যায় না। তাদের হাত থেকে টাকা নিতে হবে এবং তাদের হাত থেকে টাকা না নিয়ে গভর্ণমেন্ট দেশরক্ষার নামে জনসাধারণের উপর এই যে উপর্য্যুপরি ট্যাক্স, খাজনা ইত্যাদি বৃদ্ধি করছে এবং সেই টাকা ঐ মন্ত্রীদের পকেটে তারা দিচ্ছে সেইটা দেশরক্ষা নয় সেইটা দেশকে ধ্বংস করার কাজ। কারণ দেশকে রক্ষা করবে জনসাধারণ, সেই জনসাধারণের হাতে যদি টাকা না থাকে বাঁচবার

সুযোগসুবিধা না দেওয়া হয় তাহলে দেশের অবস্থা বদল হয় না। ওরা যে কথা বলছেন সেইটা হচ্ছে দেশকে ধ্বংস করার পথ এবং নিজেদের পকেট ভারী করার পথ, নিজেদের দুর্নীতির রাজত্বকে আরও কয়েক দিন বাঁচিয়ে রাখার পথ এই পথের প্রচেষ্টা ওদের ব্যর্থ হতে বাধ্য।

Mr. Speaker : I would now call Shri Manindra Lal Bhowmik.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের সেলারী এণ্ড এলাউন্সেস সম্পর্কে যে বিল হাউসে উত্থাপন করেছেন আমি এটা সমর্থন করি। এই বিল-এ মন্ত্রীদের যে সেলারী এণ্ড এলাউন্সেস ধার্য করা হয়েছে এটাকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বলেছেন বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম না বেতন বৃদ্ধির বিল এখানে আনা হয়নি। বিল আনা হয়েছে to provide for the salaries and allowances of the Ministers of the Union Territory of Tripura. আমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে বেতন বাবতে এলাউন্স নিয়েছি সেটা হল একটা ইনটারিম প্রোভিশন ফর দি এলাউন্সেস অব মিনিষ্টারস এবং সেটা ধার্য্য করতে আমরা চলেছি এই বিলের মাধ্যমে সেই বিলটি করা হয়েছে ত্রিপুরার একটা ইউনিয়ন টেরীটরী হিসাবে আমরা এটা পৃথকভাবে করেছি। ভারতের অন্যান্য ইউনিয়ন টেরীটরী যেমন হিমাচল প্রদেশ, মনিপুর তাঁরা এই সম্পর্কে যে বিল এনেছেন সেই বিলের সংগে সংগতি রেখেই এই বিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন। কাজেই এই বিল যা মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কিত বা এলাউন্স সম্পর্কিত এই বিল যুক্তি সংগত। এই কারণেই আমি এটাকে সমর্থন করি। এই যে বিল আনা হয়েছে সেটা যুক্তি সঙ্গত এবং এই জন্যই আমি এই বিলকে সমর্থন করি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই বিলের প্রবল বিরোধিতা করে বলেছেন যে তাঁরা কি অবস্থায় এই বিল আমরা এনেছি অর্থাৎ আমরা নিজেদের বেতন বাড়িয়ে নিচ্ছি কি অবস্থায় সেটা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন চীন সীমান্ত হতে সৈন্য অপসারণ করে নিয়েছে এবং সীমান্তে এখন কোন সংঘর্ষ নাই। ডি, আই, রুল বা ডি, আই, এক্ট এখনও চালু আছে। এটা কি যুক্তিসংগত কথা? সীমান্তে কোন সংঘর্ষ যদিও বর্তমানে নাই কিন্তু সীমান্তে যে প্রস্তুতি চলেছে এটা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? চীনের যে আক্রমনোদ্যত মনোভাব ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে এখনও যে সমরসজ্জা করে রয়েছে তারা সেটা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? যদি তাই হয় চীন যে আমাদের দেশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এটা তো আমরা জানি। সেই অবস্থায় শুধু চীন নয় তার সাম্প্রতিক যে মিতালী হয়েছে পাকিস্তানের সাথে সেই পাকিস্তান এবং চীন যুক্তভাবে যদি ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে সে অবস্থাতে আমাদের দেশে জরুরী অবস্থা থাকবে না, এমারজেন্সী থাকবে না এটা আমরা কি করে ধারণা করতে পারি এটা আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। একটা শত্রু রাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতার উপর আক্রমণের চেষ্টা করছে, আমাদের গণতন্ত্রের উপর আক্রমণের চেষ্টা করছে, যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে সেই অবস্থায় আমাদের দেশে জরুরী অবস্থা থাকবে না ডি, আই, রুল, ডি, আই, এক্ট প্রত্যাহৃত হবে সেটা কি করে সম্ভব সেটা আমি বুঝতে পারি না। তিনি বলেছেন দেশের এই অবস্থায় জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমরা দেশের জনসাধারণের থেকে ট্যাক্স আদায় করছি, ট্যাক্সের বোঝা চাপাচ্ছি। আমি বুঝতে পারলাম না যে ট্যাক্স ছাড়া দেশ কি করে চলতে পারে। ট্যাক্স তো আদায় করতেই হবে। আর যদি আমরা দেশকে রক্ষা করতে চাই তাহলে আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের আরো খরচ

বাড়াতে হবে যে জায়গায় আমাদের ৩০০ কোটি টাকা ছিল প্রতিরক্ষা খাতে প্রথমাবস্থায় সেই জায়গায় আমাদের এক হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। কাজেই এই যে খরচা প্রতিরক্ষা খাতে এই যে ব্যয় বরাদ্দ তার জন্য তো আমাদের ট্যাক্স বাড়াতেই হবে। আমরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ট্যাক্স দেব না, খাজনা দেব না এটা কি করে সম্ভব আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। তাঁরা বিনা ট্যাক্সে কি করে রাজত্ব চালাতে পারেন বলে মনে করেন সেটা আমি ধারণা করতে পারি না।

মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমরা জোর করে খাজনা আদায় করছি। আমরা ঋণের বকেয়া আদায় করছি। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তার ষ্টারড কোশ্চেনের উত্তর-এ বলেছেন যে আমাদের রাজ্যে কি পরিমাণ এগ্রিকালচারেল দাদন ছিল...৪৭ লক্ষ টাকা। সেই জায়গায় মাত্র ২ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। সেটাও যাঁরা দিতে পারেন তাঁরাই দিচ্ছেন। আপনারা বলেছেন যে যে সমস্ত অঞ্চলে বন্যা হয়েছে, সেই বন্যাক্লিষ্ট কৃষক, দরিদ্র কৃষক থেকে আদায় করা হচ্ছে। ৪৭ লক্ষের জায়গায় মাত্র ২ লক্ষ যেখানে আদায় করা হয়েছে সেই জায়গায় কি করে এটা বলা যায় যে জোর জুলুম করে আমরা বকেয়া খাজনা আদায় করছি। যারা দিতে সক্ষম তারাই খাজনা দিয়েছেন এবং দিতেছেন। সমস্ত রাজ্যেই তো আর বন্যা হয়নি, সমস্ত রাজ্যের প্রজারাই খাজনা দিতে অক্ষম নন। বন্যাক্লিষ্ট প্রজাদের থেকে বকেয়া খাজনা বা ঋণের টাকা আদায়ের কোন প্রশ্ন এখানে আসে না। তারপর তিনি প্রসঙ্গত স্বর্ণশিল্পীদের কথা বলেছেন যে গোল্ড কণ্ট্রোল অর্ডার চালু করে রাখা হয়েছে যার ফলে স্বর্ণশিল্পীরা আজকাল বেকার, তাঁরা দুঃখে কষ্টে পড়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে যাঁরা শিল্পী, স্বর্ণশিল্পী, তাঁরা অনেকেই দুঃখ কষ্টে পড়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের স্বার্থে, দেশের দেশের প্রয়োজনে আমাদিগকে গোল্ড কণ্ট্রোল অর্ডারটা চালু করতে হয়েছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। যদিও এ নিয়ে এখনও পার্লামেণ্টে কিছুকাল আগেও গোল্ড কণ্ট্রোল অর্ডার অনেকটা রিলাক্সড করা হয়েছে যার ফলে শিল্পীরা রিলিফ পেয়েছেন এবং আরো যাতে রিলিফ দেওয়া যায় তারজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা আশা করব যে গোল্ড কণ্ট্রোল অর্ডার আরো এমেণ্ডমেণ্ট হবে এবং যার ফলে আমাদের স্বর্ণশিল্পীরা আরো রিলিফ পাবেন। তারপর তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে ওল্ড এজ পেনসন আমরা দিচ্ছি না। অন্য রাজ্যে যেমন বিহার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ ওল্ড এজ পেনসন দেওয়া হচ্ছে। সেটা খুব ভাল কথা। যারা ওল্ড এজ পেনসন দিতে পারেন, যে সমস্ত রাজ্য, যাঁদের ক্ষমতা আছে তারা দিচ্ছেন এবং অন্যরাও হয়ত দিবেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা কি। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের এই সমস্ত পেনসন যেটা এতকাল কেন্দ্রীয় সরকার বহন করছিলেন এখন আমাদিগকে সেই ত্রিপুরা সরকারের তা বহন করতে হবে। আমাদের যে সম্পত্তি, রিসোর্সেস, আমাদের যে ইনকাম সেটা এর দ্বারা আমরা বর্তমানে অল্ড এজ পেনসন চালু করতে পারছি না। যদি ভারত সরকার এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে আমাদের সমস্ত রাজ্যে ওল্ড এজ পেনসন প্রচলন করা প্রয়োজন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যেও হবে। এটা আমি বলতে পারি যে যদি ভারত সরকার এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ওল্ড এজ পেনসন্ সিষ্টেম যেটা অন্যান্য রাজ্যে হচ্ছে সেটা সমস্ত রাজ্যে হওয়া উচিত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যেও হবে এবং সে ক্ষেত্রে আমরাও ওল্ড এজ পেনসান এর ব্যবস্থা এখানে করতে পারব।

তারপরে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে স্পেশাল কমপেনসেটারী এলাউন্স যেটা ছিল সেটা উইথড্রন হয়েছে। তার জন্য আমরা কোন চেষ্টা করছি না। আমরা এই

অধিবেশনেই আমরা বলেছি যে এর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং দি ম্যাটার ইজ ষ্টিল আণ্ডার কনসিডারেশন অব দি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া। যার জন্য আমাদের ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টার নিজে ডি, ও, লেটার লিখেছেন। হোম মিনিষ্টারের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন, দিল্লী গিয়ে চেষ্টাও করা এসেছে। আমরা আশা করি এ বিষয়ে ভারত সরকার আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী হয়ত বা এই স্পেশাল কমপেনসেটারী এলাউন্স যেটা চালু ছিল সেটা এখনও চালু হতে পারে এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন তাদের বলার আমরা কিছুই করিনি। মন্ত্রীরা কেবল দিল্লী দৌড়াচ্ছেন তাদের বেতন বাড়ানোর জন্য। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা এই কথা বলেছেন। মন্ত্রীরা কি শুধু নিজেদের বেতন বাড়ানোর জন্যই দিল্লী যাতায়াত করেছেন? আমি বলেছি যে এটা বাড়ানোর জন্য নয় 'ডিটারমিনেশন অব দি সেলারী এণ্ড এলাউন্সেস অব দি মিনিষ্টারস (ভয়েস:—এতদিন হাওয়া গেয়েছিলো) আমি তো অস্বীকার করিনি যে আমি হাওয়া খেয়েছি। আমি বলেছিলাম যে আমরা বেতন নিয়েছি এটা প্রভিশনাল সটা তো ঠিক। বাকীই এ জাতীয় যে অভিযোগ বিকৃত করে বলা হয়েছে যে মন্ত্রীরা নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করবার জন্য দিল্লীতে দরবার করেছেন আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য কিছু করেন নাই এটা তাদের কষ্টীপাথর হতে পারে, আপনাদের যে কষ্টীপাথর দরদ আপনাদের যেন একচেটিয়া তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য দরদ আপনাদেরই আছে আর কারো যেন নাই। তাদের দুঃখে আপনারাই কেবল অভিভূত হয়ে পড়েছেন, আর যেন কারো দুঃখ নাই। এটা যদি মনে করেন তবে ভুল করবেন। আমরাও তাদের (এটু দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)।

অনারেবল স্পীকার স্যার, আই ওয়াণ্ট ওয়ান মিনিট মোর। এবং ওয়ার্কচার্জড এমপ্লয়িদের কথাও তিনি বলেছেন যে এ পর্যন্ত তাদের রেগুলার করা হয় নি। আমরা এই অধিবেশনেই বলেছি যে ওয়ার্ক-চার্জড এমপ্লয়িজদেরও প্রভিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শীঘ্রই রেগুলার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাকীই মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন এই বিলের প্রস্তাব বিরোধিতা করতে গিয়ে আমি মোটামুটি তার জবাব দিয়েছি। তবে আমার বক্তব্যে এই বিল সমর্থন এর প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে আমরা যে বেতন এই বিলে প্রভিশন করেছি সেই বিল বর্তমান অবস্থায় যুক্তি সংগত এবং অন্যান্য ইউনিয়ন টেরিটরির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই বিল এ বেতন বা এলাউন্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Mr Speaker : I would call on Shri Dinesh Deb Barma. I am to inform the Hon'ble Members that I may allow only 10 minutes' time to each.

শ্রীমাতিকুল ইসলাম :—স্যার আমরাত স্পীকারের বিলে বেশী সময় নেবনা।

Mr. Speaker :— Both cannot be brought together.

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : — মাননীয় স্পীকার স্যার, অবশ্য এই বিলের পক্ষে রুলিং পার্টির যাঁরা মেম্বার তাঁরা যে যুক্তি সেখানে উত্থাপন করেছেন যুক্তির দিক খুব সুন্দর কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের যে ইকনমিক অবস্থা সেইঅবস্থার দিকে যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে পরে আজকে এই বিল এখানে উত্থাপন না করাটাই ভাল। কারণ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক যে অবস্থা সেই অবস্থার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি সেটা শহরাঞ্চলেই হোক, বা গ্রামাঞ্চলেই

হোক আজকে অর্থনৈতিক এমন একটা পর্য্যায়ে উপস্থিত হয়েছে যারা কাজ করে খায়, যারা সরকারের কাছ থেকে বেতন নিয়ে থাকেন তাদের সে অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ আজকে সরকারী কর্ম্মচারী যেমন ক্লাশ থ্রি, ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ী তাদের যে বেতন এ ছাড়া তাদের আর কোন ব্যবসা বাণিজ্য করে সেখান থেকে মুনাফা করে সেখান থেকে লভ্যাংশ করে সেটা নিজে ব্যবহার করবেন সেটার থেকে তাদের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই। আমি একটা ঘটনা এখানে বলতে চাই কারণ এমন অনেক ডাক্তার খানা আছে, কম্পাউণ্ডার আছে, সেই সমস্ত ডাক্তারখানায়, সেই সমস্ত কম্পাউণ্ডার তাদের সেখানে কোন রকমে বাসা ভাড়া সরকার থেকে দেওয়া হয় না। নিজেরাই প্রাইভেটলী সেখানে ১০, ১৫ টাকা করে বাসা ভাড়া করে তারা এ' বেতনের উপরেই বাসা ভাড়া দিয়ে থাকতে হয়। গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুল আছে, প্রাইমারী স্কুলের টিচার তাঁরাও অধিকাংশ স্কুলে নিজেরা বাসার এরেঞ্জমেণ্ট করেন তাঁদের নিজের বেতন থেকে। সেখানে তারা নিজের বেতন থেকে রেণ্টটা দেন কাজেই এই যে অবস্থা দেখা গেছে যে আজকে যদিও এই যে ৬ নম্বর বিলে উনারা যদিও বলে থাকেন, রুলিং পার্টি'র সদস্যরা বলে থাকেন যে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে মিলিয়েই এই বিলটা এইখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাহলে আমি বলব এটা ঠিক কথা নয়। কেননা আমি জানি যে সেই মণিপুর, সেই হিমাচল প্রদেশ, আজকে সেই গোয়া, দমন, দিউ তারা আজকে বিল উত্থাপন করে নাই। বিল উত্থাপন করেছিল গতবৎসর। কাজেই আজকে যদিও আমরা এই বিলের আলোচনা করতে যাচ্ছি, এই আলোচনার মাধ্যমে আমি এই অনুরোধই করব যে আজকে যে ক্লাস থ্রি এবং ক্লাস ফোর নিম্ন কর্ম্মচারী যারা আছে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে অবশ্য অনেক কথা অনেক সময়ে বলা হয়েছে, গত বাজেট মিটিংএও অনেক ডিসকাশন হয়েছে যে রিভাইজড পেস্কেল করা হয়েছে কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে রিভিশান অফ পেস্কেল করে আজকে সত্য সত্য সরকারী কর্ম্মচারী তাব পরিবার'এর ভরণপোষণ করার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেটা জিজ্ঞাসা আমার নিশ্চয়ই থাকবে। কাজেই আজকে শুধু একথাই বলছিনা, আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত সুরু করে বিভিন্ন গ্রামের দিকে লক্ষ্য করে যদি দেখি এই যে পাহাড়ি অঞ্চল, যারা ল্যাণ্ডলেস, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় ৬।৭ বৎসর ধরে আনঅকুপাইড ল্যাণ্ড দখল করে চাষাবাদ করে খেয়ে আছে তাদের নাকি ভূমিহীন পুনর্বাসনের টাকা দেওয়া হবে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে সার্ভেসেটেলমেণ্ট যায়নি, কারণ আমরা আইনের একটা ধারা দিয়ে বুঝাতে চাই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সার্ভেসেটেলমেণ্ট থেকে জমি এলট না করছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়া হবেনা। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে—তারা নিশ্চয়ই আমাকে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিবেন যে আজকে আপনারা এই যে ল্যাণ্ডলেস হাজার হাজার জুমিয়া জমিতে বসে আছে তার জন্য স্পেশাল কোন আর্নিং'এর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কিনা? শুধু তাই নয় আজকে প্রায় ১০।১২ বৎসর যাবৎ এই আঠারমুড়া, লংথাইমুড়া, বড়মুড়া প্রভৃতি সাবডিভিশানের মধ্যে জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে বিভিন্ন টিলাটংকরের মধ্যে জুমিয়া বসে আছে তাদের আজ পর্য্যন্ত জমি এলটমেণ্ট করা হয়নি। কিন্তু তাদের জন্য স্পেশাল আরনিং'এর ব্যবস্থাও করা হচ্ছেনা। কাজেই আজকে যদি এটা এই জায়গাতে সমর্থন'এর চেষ্টা করি তখন সর্বাগ্রে আমি একথা বলব যে আজকে যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে তাদের বিচারটা আগে করা উচিত। আমি জানি যে এখানে যে মন্ত্রী উপমন্ত্রীর বেতন

বৃদ্ধির জন্য, সেলারিস বৃদ্ধির জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছে সেটা আজকে বিবেচনা সাপেক্ষ। আগে কি তাঁরা সাঙ্ঘাতিক কষ্টে চলছে? আমি নিশ্চয় বলব তা নয়। কারণ তাঁরা সরকার থেকে এখানে দালান পাচ্ছেন, ইলেকট্রিক ফ্যান পাচ্ছেন, গাড়ী পাচ্ছেন সমস্ত কিছু তারা পাচ্ছেন, হঠাৎ করে এ কথা চিন্তা করার কি কারণ থাকতে পারে যেখানে আমরা সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোককে উপযুক্তভাবে খানাপিনা দিতে পারছিনা। এই অবস্থায় হঠাৎ করে একটা বিল উত্থাপন করা, এটা নিশ্চয়ই আমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করতে পারিনা। কারণ যদি কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে—আজকে অবশ্য আমরা সমাজতন্ত্র গঠনের দিকে চলছি কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে এই যারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক, এই যে নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাল করা তারপর যারা উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী তাদের রিভাইজ পরবর্তী সময়ে করা। কাজেই আজকে এখানে আমি বার বার একথাই উত্থাপন করব যে যেসমস্ত কর্ম্মচারী দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যারা ১৮ ঘণ্টা কাজ করে তাদের কথা বিচার বিবেচনা সর্বাগ্রে করা উচিত। তার জন্য আজকে—অবশ্য সেই ক্লাসিফিকেশানের জিগির তুলে এই তর্ককে খণ্ডাবার চেষ্টা করবেন কিন্তু বাস্তব অবস্থায় সেটা গ্রহণীয় হবেনা। কারণ যেমন মন্ত্রীদের ক্ষুধা আছে তেমনি একটা ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী, চৌকিদার তারও ক্ষুধা আছে, তাঁর যেমন পরিবার প্রতিপালন করতে হয় তেমনি তারও পরিবার প্রতিপালন করতে হবে। সেদিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে এই বিল'এর বিরোধিতা করি এই কারণে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা এই দেশের এই নিম্ন কর্ম্মচারীদের, এই যারা ভূমিহীন, যারা জুমিয়া, নানারকমে অল্প টাকা উপার্জ্জন করে তাদের প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে শুধু মন্ত্রীদের বেতনের জন্য, ডিপুটি মন্ত্রীদের বেতনের জন্য ওকালতি করি তাহলে অত্যন্ত ইনজাস্টিস করা হবে এই সমস্ত জনসাধারণের প্রতি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Ch Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মন্ত্রীদের বেতনের ও এলাউন্সের যে বিল এখানে উত্থাপন করেছেন তা আমি সমর্থন করি। এই বিল সম্পর্কে, আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তার বক্তব্য পেশ করেছেন এবং যেসব কথা তিনি বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত নই। যেসমস্ত তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন তা বিকৃত সত্য এবং অর্দ্ধসত্য। মাননীয় সদস্য বলেছেন আমরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র টেক্স বাড়িয়ে চলেছি, ত্রিপুরাতেও টেক্স বাড়িয়ে চলেছি এবং জনসাধারণের টেক্স দেওয়ার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে একথা সত্য নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে যে অবস্থা ছিল বর্ত্তমানে সে অবস্থা নেই। আমাদের জীবনের মান উন্নত হয়েছে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে টেক্স বাড়বে এটা স্বতঃসিদ্ধ। একটা কথা মনে পড়ে। একজন মনীষী বলেছিলেন যে একটা জাতীয় সভ্যতা বিবেচনা করা যায় সেই জাতীয় লোকের টেক্স দেওয়ার আগ্রহ দেখে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পুলিশ দিয়ে টেক্স আদায় করা হয়। তারা এত সব কোশ্চেন করেছেন, এত সব কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছেন কিন্তু একটা ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে কোন কোশ্চান এই হাউসে করেন নি। মন্ত্রীদের বেতনের সঙ্গে যুক্ত করে একথাটা বলা এটা বিকৃত কথা। কারণ ত্রিপুরাতে কোথাও পুলিশ দিয়ে ট্যাক্স আদায় করা হয় না। ট্যাক্স আদায় করার আলাদা লোক আছে, তহশীল আছে এবং সার্টিফিকেটের কাজও পুলিশের দ্বারা হয় না,

তহশীল কর্মচারী বা সার্কেল অফিসার আছে তারাই ট্যাক্স আদায় প্রভৃতি করে থাকেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ইমারজেন্সীর সময় জুলুম করে কংগ্রেসের নেতারা চাঁদা আদায় করেছেন এবং বলেছেন যে কংগ্রেস নেতারা চাঁদা আদায় করার সময় হয়ত দু'পয়সা মেরে নিয়েছেন। কিন্তু কোনদিন এইরূপ অভিযোগ এই হাউসে উত্থাপন করেন নি এবং সমগ্র ত্রিপুরাতে কোন জায়গায় বা পত্র পত্রিকায় সরকারের কাজের সম্পর্কে কোন নালিশ হয় নি, কোন কংগ্রেস কর্মীদের সম্পর্কেও কোন নালিশ হয় নি এবং এই ধরণের হীন মন্তব্য একজন মাননীয় সদস্য কি করে এই হাউসের মধ্যে উপস্থিত করলেন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছি। আরেকটা কথা বলেছেন যে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে টীচার্স ডে'তে ভিক্ষাবৃত্তি করান হয়। মাষ্টারদের বেতন কম দেওয়া হয়। টীচার্স ডে-তে যে কালেকশান করা হয় সেটা একটা সৎপ্রচেষ্টা। স্কুলের ছেলেরা বিভিন্ন ব্যাপারে চাঁদা আদায় করে। অনেক সময় নিজেদের মধ্যে কোন দুঃস্থ সহপাঠিদের সাহায্য করার জন্য চাঁদা আদায় করে। শিক্ষক অনেক সময়ে এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গরীব ছেলেদের জন্য চাঁদা আদায় করেন। কোন ছেলে হয়ত বই কিনতে পারে না তাদের জন্য চাঁদা আদায় করেন এবং এটা একটা সৎ প্রচেষ্টা। এটাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলে অভিহিত করা একজন সদস্যের পক্ষে খুব হীন মনের পরিচায়ক। টীচার্স ডে-তে যে টাকা সংগৃহীত হয়, সমগ্র ভারতবর্ষে সেই টাকাটা যারা গরীব দুঃখী, যারা অল্প পেন্সান পান বা এমন শিক্ষক আছেন যারা অল্পদিন সার্ভিসের পর, সার্ভিস থেকে চলে যান অথচ পেন্সান তারা পান না তাদের সাহায্য করার জন্য এই টাকাটা ব্যয়িত হয়। স্কুলের ছেলেরা চাঁদা আদায়, একটা মহৎ কার্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাজটা করে থাকে, এটাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলে উল্লেখ করা এটা আমি মনে করি একটা হীন মনের পরিচায়ক। মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে আর একটা কথা বলেছেন—গান্ধীজীর কথা বলেছেন যে গান্ধীজী কবে বলেছিলেন যে মন্ত্রীদের বেতন ৫০০ টাকার বেশী হওয়া উচিৎ নয়। আমি স্বীকার করি যে গান্ধীজী যেটা বলেছিলেন সেটা ঠিকই বলেছিলেন কিন্তু সেটা আজকের কথা নয় সেটা ১৯৩৭ ইংরেজীতে তিনি বলেছিলেন বিভিন্ন প্রদেশে যখন কংগ্রেস মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করা হয় তখন গান্ধীজী বলেছিলেন যে মন্ত্রীদের বেতন পাঁচশত টাকার বেশী হওয়া উচিত নয় এটা সত্য কথাই বলেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৭ ইংরেজীর প্রাইস ইণ্ডেক্স বিরোধীদের নেতারা যদি না জানেন তাহলে আমি বলব যে তাদের এসেম্বলীতে আসা অসার জানেন না বলেই আপনারা বলতে পারেন। ৫০০ টাকার সময়ের ক্রয় ক্ষমতা যা ছিল আজকে ৫,০০০ টাকায় সে জিনিষ কেনা যায় না। মাননীয় সদস্যের জানা উচিৎ তখনকার দিনে একজন প্রাইমারী টীচার যাদের জন্য আপনারা মায়া কান্না কাঁদছেন যে আপনারা তাদের মাহিনা বাড়াতে পারেন নাই সেই প্রাইমারী টীচার এবং ক্লাস ফোর কর্মচারীর বেতন ছিল কত মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন। তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ ইংরেজীতে একজন ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীর বেতন ছিল ৬/৮/১০ টাকা, একজন প্রাইমারী টীচারের বেতন ছিল ১০/১২ টাকা, একজন এ, এ পাশ মাষ্টারের বেতন ছিল ৩০/৪০ টাকা সে জায়গায় স্বাধীনতা লাভের পর একজন ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীর বেতন হয়েছে ৭০ টাকার উপর, প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার তার বেতন হয়েছে ১২৫ টাকা এবং তখনকার দিনে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আমি বলতে পারি যে তখনকার ১৯৩৭ ইংরেজীতে আসামে যখন প্রথম মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তখনকার বিধান সভার সদস্যদের মাসিক বেতন ছিল ১০০ টাকা। সে দিন যদি একজন বিধানসভার সদস্যের বেতন একশত টাকা হতে পারে তাহলে আজকের দিনে তার বেতন ৫০০ টাকা এবং মন্ত্রীদের বেতন যেখানে ১০০০ টাকা

ছিল সেখানে ৫,০০০ টাকা দেওয়া যদি হয় তাহলেও গান্ধীজীর বাণী মর্যাদা প্রকাশ হবে বলে আমি মনে করি না এবং গান্ধীজী যে জন্য বলেছিলেন সেই গান্ধীজীর আদেশ আমরা পালন করছি বলেই আমরা মনে করব।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার টু লট হিম গো আনডিষ্টার্বড।

শ্রীসুনীল দত্ত :- মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু অনেক সময় দেখা যায় যে গান্ধীজী সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করে থাকেন কোনদিন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন কংগ্রেস নেতাদের তিনি এখনও শ্রদ্ধা করেন, কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মারফত আমি অনুরোধ করব, মাননীয় সদস্য এই কংগ্রেসের আমলের তথ্যগুলিকে বিকৃত করে, অর্দ্ধ সত্যরূপে হাউসের সামনে উপস্থিত না করে যদি কংগ্রেসের উপর তার বিশ্বাস থেকে থাকে তাহলে তিনি আমরা যারা মাননীয় সদস্যের কথা মতে গান্ধীজীর নীতি বর্জিত এবং অসৎ কংগ্রেসকে তিনি নিজে এখানে যা করছি তা কোন সমাজতন্ত্রের কথাও দূরে থাক, গণতান্ত্রিক দেশেও নাই এদেশে আমরা দেখছি এসে জয়েন করে আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে কংগ্রেসকে সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিচালনা করতে পারেন তার প্রতি আমি এই আহ্বান রাখলাম…

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার : ইয়েস, ইয়েস।

শ্রীসুনীল দত্ত :— কাজেই যে বিল এখানে উত্থাপন করা হয়েছে দেশের সর্ব্ব দিকে নজর রেখে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বিল উত্থাপন করা হয়েছে তার অধিক কিছু যার দ্বারা নিন্দনীয় হতে পারে এই ধরণের বেতনের ব্যবস্থা এই বিলে করা হয় নাই এবং এ কথা সত্য, আমাদের মনেও কিছুটা ক্ষোভ আছে যদিও আমি বলেছি যে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে কিন্তু এই বর্দ্ধনের ব্যবস্থা সামগ্রিক ভাবে, সমগ্র ভারতবর্ষে সুষ্ঠু ভাবে হয়নি যার জন্য দেশের অনেক জায়গায় দুঃখ দুর্দ্দশা রয়েছে এবং সেই দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করার জন্য আমাদের কংগ্রেস দলের প্রচেষ্টা রয়েছে এবং চিরদিন আমাদের সে প্রচেষ্টা থাকবে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিককে সুষ্ঠুভাবে বাঁচাবার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমরা চিরদিন সচেষ্ট থাকব একথা বলেই আমি যে বিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে উত্থাপন করেছেন তার সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :—আই উড নাউ কল অন শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বেতন বৃদ্ধির কথা এখানে আনা হয়েছে এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত বলে মনে করি। অসংগত মনে করি এই জন্য যে আমাদের দেশের যখন এই অবস্থা যে আমরা দেশের লোককে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতে পারছি না সে ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বলা অত্যন্ত অন্যায় এবং অনুচিত।

(ইনটারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারএবল মিনিষ্টার নট টু ইনটারাপট হিম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কাজেই এই অনুচিত কাজকে কোন ভাবেই আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমাদের এখানে একথা বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশ চীন আক্রমণ করছে, পাকিস্তান আক্রমন করছে, চীন এবং পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় কি মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করা? মন্ত্রীদের বেতন

বৃদ্ধি করে কি চীন এবং পাকিস্তানের আক্রমণ রোধ করা যাবে? এই সমস্ত কথা আসে কি করে। মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে এটার কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের বেতন বৃদ্ধির কথা যখন আসবে তখন আমাদের দেখতে হবে দেশের অন্যান্য কর্মচারী যারা আছে তাদের মিনিমাম যে নিড্ যেটা তাদের পাওয়া উচিত, সেটা আমরা দিতে পারছি কিনা এবং আমরা যদি সেখানে না দিতে পারি, তাদের অভাব না পূরণ করতে পারি এবং যদি মন্ত্রীরা তাদের বেতন বাড়ান তাহলে একথা আমরা ধরে নেব এব সকলেই একথা স্বীকার করবেন যে মন্ত্রীরা অন্যের কথা মুখেই যত বলুন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা তাদের স্বার্থ দেখেন না, তাদের দুঃখ বুঝেন না আসলে নিজেদের পকেট ভারীর কথা সর্ব্বাগ্রে ভাবেন। কাজেই এই কথাটা আজকের দিনে একটা প্রমাণিত সত্য যে মন্ত্রীরা বা কংগ্রেস দল যাই বলে থাকুক যে আমরা অন্যের কথা ভাবি, যারা খেতে পড়তে পায় না, যে সমস্ত কর্মচারী কম মাহিনা পায় তাদের কথাই ভাবছি এই সমস্ত কথা এখানে টেকে না যখন তাদের বেতন না বাড়িয়ে, তাদের অভাব দূর না করে আগে মন্ত্রীদের বেতন· ... ..

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. The member speaking will have the floor.

Mr. Speaker :—The discussion on consideration of the Bill will continue I would call Shri Atiqul Islam to Continue.

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা বলেন যে আমাদের বেতন বাড়ানো দরকার এবং আমরা যে বেতন পাই তাতে আমাদের চলে না, তখনই বলা হয়ে থাকে যে আমাদের অর্থের অত্যন্ত অভাব, আমরা কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল, আমাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ নাই, কাজেই এখন বেতন বৃদ্ধি করা চলবে না, তোমরা কিছু কষ্ট করে কাজকর্ম কর, দেশের জন্য, দশের জন্য আত্মত্যাগ কর, তোমরা যদি না কর তবে কে করবে? শিক্ষক শিক্ষিকাদের বলা হয় তোমরা দেশ গড়ছ, নূতন নাগরিক সৃষ্টি করছ, তোমরা ত্যাগ স্বীকার করে নাও। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করি, আত্মত্যাগ তারা আর কি করে করবে! আত্মত্যাগ করতে করতে তাদের আর ত্যাগ করবার কিছু বাকী নাই। এখন শুধু প্রাণটা ত্যাগ করার বাকী আছে। যদি সেটুকু ত্যাগ করতে বলা হয়, তা করতে পারে, তাছাড়া আর ত্যাগ করার কিছু নেই। আমি বলতে চাই যে তাদের যা Minimum wage তা তাদের না দিয়ে কোন কারণে বা যুক্তিতে মন্ত্রীদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে, এটা তাদের লজ্জা করা উচিৎ। যখন তাঁরা অন্যকে আত্মত্যাগের পরামর্শ দেন তখন তাঁদের নিজে ত্যাগ স্বীকার করা উচিৎ। আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখাইবে। যারা আপনি ত্যাগ করতে পারেন না, নিজের লাভের জন্য বেতন বাড়াচ্ছেন, নিজের স্বার্থ দেখছেন, তাদের মুখে আত্মত্যাগের কথা মানায় না। তাঁরা গান্ধীজীর বরপুত্র, কথায় কথায় গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করেন। আমি বলতে চাই যে তারা গান্ধীজীর কোন আদর্শ অনুসরণ করেন না। যেখানে গান্ধীজী বলেছেন যে কোন কর্মচারীর বেতন ৫০০৲ টাকার বেশী হওয়া উচিত না, সেখানে তারা পুরাদমে বেতন বাড়িয়ে যাচ্ছেন।

একজন সদস্য বলেছেন Indirect Tax কি বেড়েছে? আমি তার একটা হিসাব দিচ্ছি। ১৯৫৬-৫৭ সালে যেখানে Indirect Tax ছিল ২৫ কোটি টাকা সেখানে ১৯৬৩-৬৪ সালে আমরা Indirect Tax দিচ্ছি ১২৪ কোটি টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে আমাদের Indirect Tax ছিল মাথাপিছু

৯৲ টাকা, আজকে ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে আমরা ৮০৲ টাকার বেশী মাথা পিছু Indirect Tax দিয়ে থাকি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলা হয়ে থাকে এবং বলা হয় যে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে আমরা কি করতে পারি এই বলে চোখের জল ফেলা হয়। দ্রব্যমূল্য কখনো কমানো যাবেনা, যদি না আমরা ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করি। আজকে যে মাহিনাটা তারা বাড়াচ্ছেন তাতে কি যারা বেকার, যারা খেতে পায় না বা low paid employee তাদের প্রতি দরদ দেখানো হচ্ছে? এবং সেই দরদের লক্ষণ এইটুকু যে মরার আগে আমরা আমাদের মাহিনাটুকু বাড়িয়ে নিলাম। কি জানি পরে যদি কোন কারণে না বাড়াতে পারি। কোন গোলমাল হয়ে যায়। চীন আক্রমণ পাকিস্থান আক্রমণ করলে এই কথা বলা হয়েছে, যদি চীন আক্রমণ করে থাকে যদি তার আক্রমণ রোধ করবার জন্য টাকার প্রয়োজন হয়ে থাকে তার অর্থ কি এই যে আমরা সবার আগে আমাদের বেতন বাড়াব, সবার আগে মন্ত্রীদের বেতন বাড়ানো? প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হ'ল কত কম মাহিনা আমরা নেব এবং কত বেশী টাকা দেশরক্ষার খাতে খরচ করা যায়। কাজেই আপনাদের কথায় আজকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে চীন বা পাকিস্থানের আক্রমণ আপনাদের কাছে প্রধান সমস্যা নয়, এটা একটা অজুহাত। যদি আজ বিরোধী পক্ষকে দমন করতে হয়, তাদিগকে আক্রমণ করতে হয়, তাহলে ঐগুলি আপনাদিগকে ব্যবহার করতে হবে। যেমন পাকিস্তান আজ কথায় কথায় কাশ্মীরকে ব্যবহার করে থাকে। পাকিস্থানের জনসাধারণ আন্দোলন ইত্যাদি করে কোন কিছু দাবি করলেই পাকিস্তান সরকার কাশ্মীরের ধুয়া তুলে থাকে। আজকে আমাদের সরকারও সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। কোন কিছু হলে পরে কথায় কথায় চীনা আক্রমণ চীনা আক্রমণ চীৎকার করে এবং এরকম করলে পরে সহজে মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব, একথা বলে গ্রেপ্তার করা সম্ভব, একথা বলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করার জন্য D. I. R. ব্যবহার করা সম্ভব। আর যারা নাকি মুনাফাখোর, অতিলোভী তাদের উপর D. I. R. ব্যবহার করা হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন নাকি Compensatory Allowance-র কথা বলা হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল কথাটা কোথা হতে আসছে, ওরকম কথা তো আইনে কিছু নেই। আমি মাননীয় মন্ত্রীদের জ্ঞান হওয়ার জন্য আইনটা পড়ে দিচ্ছি। So long as such residence is not provided, there shall be paid a Compensatory Allowance of Rs. 150/- P. M. to a minister other than the Dy. minister and sum of Rs. 100/- p. m. to a Dy. Minister আমরা যতক্ষন পর্য্যন্ত একটা মন্ত্রীকে বাড়ী না দিতে পারব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত Compensatory Allowance হিসাবে একজন মন্ত্রী পাবেন ১৫০ টাকা মাসে এবং একজন Dy. মন্ত্রী পাবেন ১০০ টাকা মাসে। কাজেই এখানে Compensatory Allowance আছে যদি কেউ আইনে না পড়ে থাকেন, তার অপরাধটা আমাদের নয়। আইনটা পড়ে আইনের কথা বলা উচিত। কাজেই হাসবার আগে আরও বেশী বুদ্ধি খরচ করে হাসা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যে অবস্থাতে এবং পরিস্থিতিতে মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বিল এখানে আনা হয়েছে, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি। আমি মনে করি এটা জাতির প্রতি একটা criminal offence। যেখানে আমরা সাধারণ মানুষকে খাওয়াতে পারি না, তাদের দুইবেলা অন্ন যোগাতে পারি না তাদের

বাঁচার ব্যবস্থা করার আগে যদি আমরা মন্ত্রীদের বেতন বাড়িয়ে দেই, তাহলে তারমত একটা অপরাধ জনক কাজ আর কিছুই হতে পারে না। আমি যদি ধরেও নি যে একজন মন্ত্রী যে মাহিনা পান তা যথেষ্ট নয়। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে আজকের দিনে মন্ত্রীরা যে মাহিনা পান তার দ্বারা বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের দামের উদ্ধগতিতে তার পরিবারের ভরণ পোষণ হয় কিনা ? যদি আজকে একজন মন্ত্রী যে মাহিনা পান তার দ্বারা তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করা সম্ভব না হয় তাহ'লে আমাদের সর্ব্বাগ্রে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যারা আজকে unpaid, unemployed বা যারা আজকে খুব কম মাহিনা পান. যা দিয়ে তাদের দুই বেলার খোরাক যোগানো সম্ভব নয়, তাদের মাহিনা কতটুকু বাড়ানো যায়, সেটাই আমাদিগকে প্রথমে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি, আমাদের এই Assemblyতে এমন অনেক কর্মচারী আছে, তারা যা মাহিনা পান তার দ্বারা তাদের দুবেলার খোরাক হয় না। তারা একবেলা খেয়ে অফিসে আসেন অথবা একদিন না খেয়েও আসেন। অনেকের rationএর চাউল কেনারও সাধ্য থাকে না। অনেক ধার কর্জ্জ করে তাদের চলতে হয়। এই অবস্থাটা আজকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। Class IV employeeদের কথা না বলাই ভাল, তারা সর্ব্বসাকুল্যে পান মাত্র ৭২ টাকা। যেখানে নাকি 2nd pay commission বলেছেন যে একজন employeeর minimum বেতন হওয়া উচিত ৮০ টাকা সেক্ষেত্রে আমরা এই recommendationটাও follow করতে পারি না। আর সেই ক্ষেত্রে আমরা সর্ব্বসাকুল্যে দেই মাত্র ৭২ টাকা। আর Class III employeeদের কাপড় চোপড়ে ভদ্রলোকের মতই দেখতে মনে হয় কিন্তু তাদের বাড়ীঘরের খবর নিয়ে দেখা যায় যে তাদের অনেকের ২ বেলার আহার জোটে না। তাদের পোষাক পরিচ্ছদে ভদ্রলোকের একটা ছাপ আছে, কিন্তু অনেকের বাড়ীতেই ২ বেলা উনুন জ্বলে না। তারা যে কি অসহনীয় অবস্থায় থাকে, সেটা না বলাই ভাল। আমরা ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ভাবে নিয়েছি তাতে বেকার সমস্যার কোন সমাধা করতে পারি নাই। যখন আমরা ৪র্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করব, তখন এই বেকার সমস্যা আর ৪০ লক্ষ বাড়বে। খুব সম্ভবত আমরা চতুর্থ পরিকল্পনায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ বেকারের বোঝা নিয়ে কাজ আরম্ভ করব। এই অবস্থায় বেতন বৃদ্ধির কথা আসে কোথা হতে। আত্মত্যাগ তো আগে আমাদের করা উচিত, মন্ত্রীদের করা উচিত, তারপরে আমরা দেশের লোককে আত্মত্যাগ করার কথা বলব। তা না করে যদি আমরা নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করি তাহ'লে আমাদের মুখে অন্ততঃ আত্মত্যাগের কথা মানায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা জানি যে আজকে বছর শেষ হয়ে আসছে, এখন ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা দেখা দেবে, আগরতলায় এরকম একটা ভীড় হবে যে সব ছাত্র ভর্ত্তি হতে পারবেনা। তার solution হ'ল আগরতলা সহরে আমাদের আরও বেশী হাইস্কুল করা। যখন নাকি হাইস্কুলের কথা বলব,

Mr. Speaker : There are calling attention notices which have been received.

Shri A. Islam :—"Yes" Sir.

Mr. Speaker : It will be anticipating for discussion.

Shri A. Islam : আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে এমন জায়গা আছে যেখানে ১০।১২ মাইলের মধ্যে কোন Dispensary নেই, মানুষের অসুখের চিকিৎসা করার কোন সুযোগ নেই। যখন Dispensary খোলার কথা বলা হয়, তখন জবাব দেওয়া হয়, "আমাদের হাতে কোন টাকা নেই, এখন কোন Dispensary খুলতে পারব না।" ফলে কি হয়, মানুষ ১০।১২ মাইল পর্য্যন্ত হেঁটে রোগী বহন করে নিয়ে আসে আগরতলা ও Divisional head quarter যে সমস্ত জায়গায় Primary Health Centre আছে, রোগী ভর্ত্তি করার জন্য। আমরা জানি একটা Division এ মাত্র একটি Primary Health Centre ও 20 beded hospital আছে। সেখানে সব শুদ্ধ ২৬ জন রোগী ভর্ত্তি করা হয়। একটা Division যেখানে ৬০।৭০ হাজার লোকের বসবাস সেখানে যদি ২৬ জন রোগীর ভর্ত্তি হওয়ার ব্যবস্থা থাকে তা'হলে যে কি অবস্থা হয় তা আমরা অনুমান করতে পারি। আর যখন সেই প্রশ্ন আসে, তখন আমরা শুনতে পাই যে আমাদের অর্থের অভাব আমরা ঐগুলি করতে পারি না। আমরা যখন, ত্রিপুরার Development এর প্রশ্ন আনি, কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রশ্ন আনি, তখন আমরা শুধু শুনতে পাই, "আমাদের টাকা নেই, অর্থ নেই, আমরা কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল, কেন্দ্র আমাদিগকে টাকা দিচ্ছে না, কাজেই আমরা এগুলি করতে পাচ্ছি না।" আর যখন মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির প্রশ্ন আসে তখন দেখি যে টাকার কোন অভাব হয় না। সেখানে যত চাই তত পাওয়া যায়. এখানে প্রশ্ন হল এই যে আমরা কোনটার উপরে priority দেব। আমাদের approach টা কি হবে। আমাদের problem আছে অনেক। আমাদের বেকার আছে, দরিদ্র আছে, অনাহার আছে, আমরা সেগুলি কি ভাবে সমাধান করব, কোনটার উপর আমরা priority দেব। কাজেই যেটা আজকের দিনে priority দেওয়া উচিত, তাকে যদি সর্ব্বাগ্রে priority না দেই, তা'হলে বুঝতে হবে সমাজতন্ত্রের কথা বলে ধনতন্ত্রের সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজ সমাজতন্ত্রের কথা বলে যেমন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন সম্পদ জমা হচ্ছে, ঠিক একই ভাবে আজকে নীতির ফলে আজকে যারা মন্ত্রী তাদের বেতনের প্রশ্ন সবার আগে আসছে। আমরা জানি যে আজকে সারা ভারতে মোট ১০টি শিল্পপতি আছেন, ২২৯টি কোম্পানি তাদের অধীনে এবং তাদের মোট মূলধন হচ্ছে ২৯১ কোটি টাকা। কাজেই যে রাষ্ট্রনীতির ফলে সমস্ত টাকা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জিভূত হচ্ছে, সেই দৃষ্টিভংগীর ফলেই যারা উপরওয়ালা তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটা আগে আর যারা নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী, অধস্তন ও সাধারণ মানুষ তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরে। কোন এক সদস্য বলেছেন যে আমাদের জাতীয় আয় অনেক বেড়েছে। পণ্ডিত নেহেরু তার জীবিত কালে পার্লামেন্ট বলেছিলেন যে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে, কিন্তু দারিদ্র কমছে না কেন? তার তদন্তের জন্য একটা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই জাতীয় আয় কোথায় গেল। সেই তদন্ত অবশ্য আজ পর্য্যন্ত হয়নি। কিন্তু সমস্যাটা রয়ে গেল যে জাতীয় আয় বাড়ার ফলে দরিদ্রের দারিদ্র্য কমেনি। ধনীর সম্পদ বেড়েছে। কাজেই জাতীয় আয় বেড়েছে বটে কিন্তু দরিদ্রের সমস্যার সমাধান হয়নি, যদিও ধনীর সম্পদ ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। সমাজতন্ত্র বলতে এই বুঝায় না যে দারিদ্র্য বণ্টন করা। সমাজতন্ত্র বলতে এই বুঝায় যে সম্পদ বণ্টন করা এবং সম্পদ বণ্টনের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্র আসে, দারিদ্র্য বণ্টনের মধ্যে দিয়ে নয়। আজকে সরকার যে পথ নিয়েছেন তাতে সমাজতন্ত্র আসবে না এবং দারিদ্রের অভাব মোচন হবে না দরিদ্রের

অভাব মিটানোর কোন পথই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর কোন আগ্রহ সেখানে নেই। তাই আজকে মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন সকলের আগেই দেখা দিয়েছে। আজকে আমাদের দেশে যে মানুষ আছে, যে সমস্ত কর্মচারী আছে তাদের বেতন বাড়ল কি, বাড়ল না সেটা কোন প্রশ্ন নয়। আজকে আরও একটা প্রশ্ন এখানে আসছে—যে আমরা কর্মচারীদের Spl. Compensatory allowance 7½ টাকা দিতাম তা শুধু বন্ধ করে দেয়নি, যেটা পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, তা কেটে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সে টাকা কাটার ফলে তাদের যে কি অসহনীয় অবস্থা হবে, তা দেখার প্রয়োজন আমার নেই, আমার machine চলছে, তার নীচে পড়ে কে বাঁচল বা মরল তা দেখার দরকার আমার নেই। কাজেই সমগ্র প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমরা, দেশের মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য না দেখে, দেশের যারা, জনসাধারণ তারা বাঁচল কি বাঁচল না তা না দেখে, যারা আমাদের কর্মচারী, তাদের অবস্থা না দেখে, যারা মন্ত্রী তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের আরাম— সর্বাগ্রে, দেখতে যাচ্ছি। আর ত্যাগ করবে যারা class IV এবং class III employee, আর সম্পদ ভোগ করবে যারা class I officer, যারা—মন্ত্রী তারা। অতএব মাননীয় স্পীকার আমি এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

Mr. Speaker :—I would call on Dr. B. Das, Dy. Minister.

Shri B. Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বেতনের বিল এখানে এনেছেন Ministers and Deputy Ministers salary bill no. 6 of 1964 তার সমর্থনে Ruling Partyর তরফ থেকে যে সমর্থন জানান হয়েছে তার সাথে সুর মিলিয়ে আমিও এই বিলের সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাতে গিয়ে Ruling Party থেকে বলা হয়েছে যে অন্যান্য Territoryর সাথে সঙ্গতি রেখে এই বিলটি এখানে আনা হয়েছে। কাজেই এই বিলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং এর বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ থেকে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার জবাব আমি না দিয়ে পারছিনা। জবাব দিতে গিয়ে মনে হয় এটি নিউমোনিয়া রোগীর কথা। এটি নিউমোনিয়া রোগীর যখন মুখ দিয়ে নাক দিয়ে রক্ত বের হয় অথবা তার বুকে ভয়ানক ব্যাথা হয়, তখন সেখানে সে প্রলাপ বকতে আরম্ভ করে। কাজেই বিরোধীদলের নেতার বক্তৃতার সাথে একটি নিউমোনিয়া রোগীর তুলনা না দিয়ে পারছি না। আমরা জেনেছি, পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে Communist পার্টির মধ্যে একটা ভাঙ্গন এসেছে। Laftist Party, Rightist Party, Middle Party. আমি শুধু এটা প্রমাণ করতে চাইছি যে এখানে যে বক্তব্যটা রাখা হয়েছে সেটা এখানে আসেনা। মাননীয় সদস্য প্রথমেই বলেছেন যে, চীনের সীমান্ত আক্রান্ত হয়েছে। এটাকে প্রলাপোক্তি ছাড়া কি হতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। তিনি বলেছেন যে স্বর্ণশিল্পী কাংস্য বনিক T. B. রোগে ভুগছে। T. B. রোগ কি বেছে বেছে স্বর্ণশিল্পীর জন্য এসেছিল, আর কি কারও হয়নি। এখানে T. B. রোগী যথেষ্ট আছে। তার জন্য সরকারের তরফ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে। T. B. রোগী যাতে সুস্থ সবলভাবে চলতে পারে সেদিকে সরকারের পরিকল্পনা আছে এবং চেষ্টাও চলছে। তারপর বলা হয়েছে শচীন্দ্র দেব না খেতে পেয়ে হাসপাতালে এসে মারা গিয়েছে। মাননীয় সদস্যকে আমি বলতে চাই উনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কিন্তু না খেতে পেরে কি মারা গিয়েছেন। এই খবরটুকু নিয়ে তারপর উনি একথা বললেই পারতেন। এখানে আমরা Assemblyতে দাঁড়িয়ে কথা

বলছি। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলছি। সুতরাং না জেনেশুনে এখানে কথা বললে আমি এটাকে কি আখ্যা দেব বুঝতে পারছিনা। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে I. T. I র student রা সময়মত stipend পাচ্ছেন। এবং আমার কাছেও কিন্তু তারা এসেছে। আমার কাছে নাকি তারা উত্তর পেয়েছে, যে তোমরা ৬ মাসের আগে stipend পাবেনা। আমার কাছে শুধু I. T I র ছেলেরাই আসেনা। College এর ছেলেরা আসে, যারা stipend নিয়ে বাইরে পড়ে তারা আসে। কিন্তু এই ধরণের কোন উক্তি করেছি বলেত আমার মনে হয়না। কাজেই এই ধরণের উক্তি যারা Assumblyতে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন তাকে আমি অন্যায় উক্তি ছাড়া আর কোনরকম আখ্যা দিতে পারছিনা।

Mr. Speaker :—This is unparliamentary.

Shri B. Das :—Subject to correction Sir, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়...... ...Interruption.

Mr. Speaker :—I will request the Hon'ble members not to interrupt.

Shri B. Das :—এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলা হয়েছে যে মন্ত্রীদের নাকি দালান কোঠা না হলে চলবেনা। উনারাই বলেছেন যে এটা ক্ষুদে রাজ্য এবং সব ক্ষুদে মন্ত্রী। এই ক্ষুদে মন্ত্রীরা কতজন দালান কোঠা নিয়েছেন সে খবরাখবর তারা নিয়েছেন কি? সেই খবরাখবর নিয়ে এ ধরনের উক্তি করলে আমার মনে হয় ভাল হত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলের সমর্থনে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে India Govt. এর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অন্যান্য Territory র সাথে সঙ্গতি রেখে এখানে যে বিল আনা হয়েছে এই বিলের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Hlura Aung Mog.

Shri H. Mog :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে মন্ত্রীদের বেতনের যে বিল আনা হয়েছে সে বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্য লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষের মত। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ইহা অনেক কম। অন্যান্য রাজ্য কলকারখানা অনেক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখানে কোন রকম কলকারখানা নাই। এখনও হয় নাই। বেকার সংখ্যা বাড়ছে। প্রায় হাজার দশের মত। জুমিয়া এবং কৃষক ও অন্যান্য দের প্রতি নজর না দিয়ে মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির দিকে যে নজর দেওয়া হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করতে পারি না। ত্রিপুরা রাজ্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সুতরাং মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির পূর্ব্বে নৈতিক দিকটা বিবেচনা করা দরকার। আমাদের Chief Minister Bachelor মানুষ। তাহার এত হাজার টাকা লাগার কথা না। তা ছাড়া তিনি অন্য দিক দিয়ে T. A. বাবত ২।৩ হাজার টাকা কামাই করছেন। সুতরাং এই বেতন বৃদ্ধি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। মন্ত্রী মহাশয়দের নৈতিক দিক দিয়া বিবেচনা করার জন্য আমি আবেদন করছি। যাহাতে বেতন নেওয়ার আগে তাহারা চিন্তা করেন। জুমিয়াদের অবস্থা খারাপ তাহারা অনাহারে মারা যাচ্ছে। Class IV Class III employee দের কথা চিন্তা করছেন না। তাদের সামান্য বেতন বৃদ্ধি করেছে। তাদের case review করার কথা আমরা বলছি কিন্তু তারা বলছে যে আরও ২।৪ বৎসর লাগবে। মন্ত্রীদের বেলায় দিল্লী গিয়ে টেবিলে বেতন বৃদ্ধির অনুমোদন নিয়ে এলেন।

কিন্তু class IV Employee দের বেলায় সেরকম পারেন না কেন ? আনেন না কেন ? সেইজন্যই আমি এই বিল কিছুতেই সমর্থন করতে পারছি না। আর অন্য দিকে উপমন্ত্রী ডাঃ বি, দাস বলছেন, যে হাসপাতালে মরে যাওয়ার খবরটা যদি আমার কাছে পৌছত তাহলে আমি তাদের কিছু ব্যবস্থা করতাম। প্রতিকারের কিছু ব্যবস্থা হতো। কিন্তু আমি বলতে চাই, বলুন না তিনি একথা, গত বৎসর যখন বিলোনীয়াতে ওয়াইসাং রাতাছড়া এলাকায় বিদ্যালক্ষ্মী ত্রিপুরা অভাবে অনাহারে মারা যায় তখন সেই ঘটনা একটি লিপি সহকারে Chief Ministerকে জানালাম কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এমন কি তিনি সেই দরখাস্তের যে একটা জবাব দিতে হবে তারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। এই হলো আমাদের মন্ত্রীদের অবস্থা। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে তাদের বেশী বেতন পাওয়ার দিকে ঝোঁক। তাঁরা অন্যদিকে কোন প্রকার দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আজকে ত্রিপুরার দৈনন্দিন যে অবস্থা ও বর্ত্তমানের দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের যে অসহনীয় অবস্থা সেটা বিবেচনা না করে মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির যে প্রস্তাব আমরা কেন এই House এর অন্যান্য সদস্য এবং বিবেকবান কোন লোকের পক্ষই সমর্থন করা সম্ভব নয়। এক বৎসর যেতে না যেতেই মন্ত্রীদের বাড়ীঘর বিলাসিতা প্রভৃতি করার জন্য বেতন বৃদ্ধির যদি বিল আসে তা হলে বাইরের লোকে আমাদেরে কি বলবে। এদিকটা বিচার বিবেচনা করার জন্য আমি মন্ত্রীদের অনুরোধ রাখব যাতে ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির হতে পারে, ত্রিপুরার জন সাধারণের অর্থনৈতিক ও জীবন ধারার মান উন্নত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিলোনীয়াতে যে ২০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে তাতে Emergencyতে রোগী নিয়ে যাওয়ার একটা ভ্যান পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি হচ্ছে, এটা কি রকম ব্যাপার তাহলে তো লোকে এটাই ভাববে যে মন্ত্রীরা শুধু বেতন গুণবে অথচ আমাদের সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই ভাববেন না। মন্ত্রীরা যে বেতন নিচ্ছেন, তাহাদের কোন অভাব নেই, তাদের বাড়ীতে তো কেউ বেকার নেই। যারা নাকি Non-Matric তারাও তো Chief Minister এর বাড়ীতে চাকুরী পেয়ে গেছেন। কিন্তু অন্যান্য বাড়ীতে তো Non-Matriculate, Matriculate, Intermediate, under graduate এবং graduate এমন বহু বেকার আছে তাদের সংখ্যা ১০ হাজারেরও উপরে চলে গেছে। সে দিকে লক্ষ্য না রেখে আমাদের বাড়ী ঘর গোছানোর কি প্রয়োজন হয়ে পড়লো ? বিশেষ করে Chief Minister এর তো ১ হাজার টাকা বেতন গোণার কোন প্রয়োজন পরে না। কারণ তিনি নিজে Bachelor মানুষ, কাজেই তার অন্যদিকে তো খরচ করার কোন দরকার নেই। তিনি তো এখন বাড়ীও পেয়ে গেছেন এবং অন্যান্য যারা আছেন তারাও তো চাকুরী পেয়ে গেছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো তার কোন চিন্তাই নেই। অনেক সময় তিনি আদিবাসী এলাকায় গিয়ে বড় বড় সম্মেলন করেন। সেখানে তার খাওয়া দাওয়া বেশ চলছে। সেদিক দিয়েও তার খরচ খুব কম।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to stick to the point.

Shri H. Mog :— সেইজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই কথা রাখব, যে নৈতিক দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে দেখবেন এই বিলটি পাশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker ,— I would now request Shri Karunamoy Nath Choudhury.

Shri K. M. Nath Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে ত্রিপুরার যে ৬নং বিল মন্ত্রী-মহোদয়ের বেতন নির্দ্ধারণের জন্য এসেছে আমি এই বিলকে সমর্থন করি এবং এই বিলের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি আমাদের ত্রিপুরার বিধান সভার প্রবর্ত্তনের প্রথম অধিবেশনে বলেছিলাম যে আমাদের মন্ত্রী ও সদস্যদের বেতন বৃদ্ধি হওয়া দরকার এবং তার যে যুক্তি ছিল সেগুলির পুনরাবৃত্তি করব। আজকে মন্ত্রীদের বেতনের বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মাননীয় বিরোধী-পক্ষের নেতার মধ্যেও যে মনোভাব দেখতে পেয়েছি তাতে আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাই। মন্ত্রী হিসাবে তাদের বেতন কি হওয়া দরকার সেটা আলোচনা না করে, তার প্রধান আলোচনা রেখেছেন ব্যক্তি হিসাবে। এরূপ বিসদৃশ আলোচনা আমি তাদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। তারা অনেক সময় দাবী করে থাকেন Assemblyতে এমন আলোচনা হওয়া দরকার যাতে তার সম্মান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তারা কোন কোন সময় আমাদের মাননীয় মন্ত্রীদের বক্তৃতার মধ্যে এমন সব উক্তি করেন, যেগুলি আপত্তিকর, এবং যেটা তাদের নিজেদের পক্ষে সম্মানজনক নয়। কিন্তু সে ধরণের আলোচনা তারাই আজকে সবচেয়ে বেশী করেছেন। ব্যক্তি হিসাবে কার পরিবারে কতজন employed আছে, কি আছে, সেই সব আলোচনা তারা এখানে করেছেন, কিন্তু মন্ত্রীদের বেতনের বিষয়ে আলোচনা না করে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার তারা করেছেন। এই সব আলোচনা করতে গিয়ে সকলের সহানুভূতি লাভের জন্য, একেবারে দেশরক্ষা ইত্যাদি এনে ছেড়েছেন। এখন আমি দেশরক্ষা সম্পর্কে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৬২ সালে যখন প্রথম [illegible] আমাদের দেশে আরম্ভ হয়, তখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সকল সদস্যের কাছে একটা আবেদন জানিয়েছিলেন যে National Defence fund আমরা যেন আমাদের ক্ষমতা অনুসারে সদস্য হিসাবে কিছু দান করি। আমি কতটুকু জানি আজকে যে আলোচনা তারা এখানে এনেছেন, তাতে আমরা যারা Congress পক্ষের সদস্য আছি, আমরা আমাদের ১ মাসের পুরো টাকাটাই দিয়েছি। তখন আমরা Council এ ছিলাম। কিন্তু আজকে আমরা দুঃখের সাথে এ কথা বলতে চাই যে বিরোধীপক্ষের সদস্যরা সেদিন অতি অল্প পরিমাণ তারা দান করেছিলেন। সুতরাং তাদের দানের ব্যাপার গৌরব করার মত নয়। তারা যে আলোচনা এখানে এনেছেন; সেটা পুরাতন কাশুন্দি ঘাটার মত অবস্থা সৃষ্টি করবে। আমি জানি যে তারা নাকি ১০ টাকার বেশী দান করেননি। তারপরে তারা মন্ত্রীদের বাড়ী, গাড়ী, বেতন সম্পর্কে বলেছেন, ব্যক্তি হিসাবে শুধু তারা বলছেন আজকে ত্রিপুরায় যারা মন্ত্রীবর্গ সমস্ত জীবন তারা ত্যাগই করছেন. এখানে একজন সদস্য এমন কটুক্তি করেছেন যে আমি আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তারা কি ত্যাগ করেছেন! ত্যাগের ইতিহাস যদি দেখা যায় তবে আমাদের মন্ত্রীবর্গ যদিও কষ্ট চটি পায়ে দিয়ে থাকেন. কেউ যদি আরও কিছু ত্যাগ করে থাকেন তাহলে এটা তারা সত্যিই ত্যাগ করেছেন। তাকে প্রশংসা না করে এখানে বেতনের সঙ্গে সম্পর্ক এনে শুধু একটা Personal attack ছাড়া তারা আর কিছুই করেননি। আমরা দেখেছি যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তাদের আমার ভাষায় আমি বলবো যাকে আমরা Social Liabilities বলি, যাতে সামাজিক দায়িত্ব আমাদের এত বেশী

বেড়ে গেছে যে আজকে যারা বিরোধীপক্ষের সদস্য আছেন তাদেরকেও মাসে কিছু না কিছু দান দক্ষিণা করতে হয়। আমি জানি যে তাদের সবাইর মধ্যে সেটুকু আছে কিনা। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীমহোদয়ের যেমন করতে হয়, এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে প্রত্যেক সদস্যকেই তা করতে হয়।

(Interruption)

Mr. Speakar : It is not consistent to the dignity of the House.

Shri K M. Nath Choudhury :—আজ গাড়ীর ব্যাপারটি শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সর্বত্র যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে তার বেশ কিছু আমাদের মন্ত্রীবর্গের বিলে নেই। তারা যদি উল্লেখ করতেন যে অন্য প্রদেশে মন্ত্রীরা একটু কম বেশী পাচ্ছেন তাহলে সেটা আলোচনার বিষয় হতো। কিন্তু তারা এটাকে ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্য্যবসিত করেছেন বাড়ী ভাড়া সম্পর্কে, যারা সরকারী বাড়ীতে থাকবেন তাদের এক রকম আর যারা সরকারী বাড়ী পাবেন না তাদের অন্য রকম। যেমন অন্যান্য রাজ্যে যা ব্যবস্থা আছে ঠিক সেই রকম। আমরা এখানে নূতন কিছু করছিনা, আমাদের সাথে যেমন মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি আছে, তারাও ত্রিপুরা রাজ্যের মত বিধানসভা পেয়েছে। তাদেরসঙ্গে আমাদের মন্ত্রী মহাশয়েরা, আমি বলব, Competition এ হেরে গেছেন। তারা অনেক আগে তাদের বিল পাশ করেছেন। এখানে অন্যান্যদের বেতননের বিল বা সাহায্য ইত্যাদি সম্পর্কে কটাক্ষপাত করা হয়েছে। আমাদের মন্ত্রীমহাশয়েরা তাঁদের বেতন নির্ধারণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কিছু করেননি। অন্যান্য রাজ্যে সদস্যরা তাদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়ার Scope পেয়েছেন। আমরা ত্রিপুরাতে পরে পাচ্ছি। একেত্রে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন উঠে না। তার পরে আর একটি কথাও আমাদের চিন্তা করা দরকার, ব্যক্তি হিসাবে তাঁদের জীবন যখন আরম্ভ হয়েছে তখন তারা যদি সরকারী চাকুরী পেতেন তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ভাল বেতন ৭।৮ শত করে পাচ্ছেন তাদের চাইতে তারাও কম পেতেন না। সুতরাং ব্যক্তি হিসাবে তারা যদি যোগ্যতার চিন্তা করতেন তাহলে তারা একথা বলতেন না।

তারপর এখানে ছাত্রদের ভিক্ষাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য আছে সেই হিসাবে আমরা শিক্ষকদিগকে গুরুদেব বলে থাকি এবং তাদের জন্য আমাদের ছেলেরা যদি কিছু করে থাকে তবে সেটা তাদের কর্ত্তব্য এবং সেটা তাদের মানবতাবোধ আছে বলেই তা করেছে। কিন্তু আমরা যদি এ বিষয়ে নিন্দা করি তাহলে ছাত্রদের ভিতরে যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে মানবতাবোধ জাগবার যে একটা পথ সেটা কি বন্ধ হয়ে যাবে না ? আমি তাদের এই সমালোচনা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেছি। এখানে আমি এই কথাই বলব যে আমাদের মন্ত্রীবর্গের যে বিল আনা হয়েছে, আমার এই বক্তৃতার পর মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা সেই বিল সমর্থন করবেন। কারণ যে দৃষ্টিতে এ বিল অন্যান্য রাজ্যে পাশ হয়েছে সেই দৃষ্টিতে অন্যান্য রাজ্যের সদস্যদের মত তারাও এ বিল সমর্থন করবেন বলে আমি আশা করি। এখানে Bachelor সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমি দেখবো যখন মাননীয় সদস্যদের বিল আসবে তখন মাননীয় বিরোধী পক্ষের Bachelor সদস্যরা অনুগ্রহ করে কম বেতন নেন কিনা আমরা দেখবো। এই বলে মন্ত্রীদের বেতনের বিলের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : — I now call on Shri Sunil Choudhury.

Shri Sunil Choudhury : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে একটা কথা আমি বার বার লক্ষ্য করলাম তা হচ্ছে বেতন নিয় সম্পর্কে এখানে আলোচনা করতে গিয়ে Ruling Party বলেছেন যে ভারতবর্ষের য অবস্থা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সব কিছু করা হয়েছে। আমি দেখাব যে এখানে কোন সঙ্গতি রাখা হচ্ছে না কারণ সারা ভারতবর্ষে আজকে Assurance Committee র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে আর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে Assurance Committee কে abolish করার চিন্তা করছি।

Mr. Speaker :— This is not the point.

Shri Sunil Choudhury :— সঙ্গতি রেখে করা হচ্ছে না এই জন্য বলছি। সমাজতন্ত্রের পথে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হবে কি? কংগ্রেস মহল থেকে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়। সমাজতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হবে আমার মনে হয় যার অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদ অর্থনৈতিক অবস্থা যাদের খারাপ তাদেরটাই আমরা আগে দেখব এটাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এখানে কি দেখতে পাই, এখানে দেখতে পাই যারা পশ্চাদপদ অর্থনৈতিক ভাবে, তাদের কোন ব্যবস্থা রাখেনি ওনারা। প্রথমে কি বেছেছেন? বেছেছেন যে বেতন ওনাদের বাড়াতে হবে। না বাড়ালে চলবে না। কেন? আজকে এই বেতন বাড়াবার প্রশ্ন কেন আসছে? যেখানে আমরা দেখি তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর যে কর্মচারী তাদের দুই বেলা আহার জুটছে না। এই দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির ফলে আজকে তাদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সেখানে আমরা দেখছি মন্ত্রীবাহাদুরদের বেতন বাড়ছে। ভারতবর্ষের এমন যে সঙ্কটজনক অবস্থা সেই অবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব যে education সম্পর্কে বাধানিষেধ limitation, seat limitation সেটা কিন্তু বাড়ানো যাচ্ছে না। যারা জাতির ভবিষ্যৎ হবে তাদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া ওনারা করতে পারেন না। কেন পারেন না? সেটা হচ্ছে টাকার জন্য পারেন না কিন্তু বেতন—ওনাদের বেতন বাড়াবার বেলায় ঠিক পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় flood protection এর সময় শুনতে হয় আমাদের টাকা নাই, কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় কাজেই আমরা ঠিক ঠিক flood protection করতে পারিনা। কিন্তু ত্রিপুরার যে অবস্থা—খাদ্যে আজকে ঘাটতি ত্রিপুরা রাজ্য। সেই খাদ্যকে পূরণ করতে হলে অবিলম্বে যে সব জায়গায় flood protection দরকার সেগুলি সর্বাগ্রে করা দরকার। তাতে কৃষকেরও উপকার হবে। যে কৃষক সমস্ত্রের অন্ন ভারতবর্ষের চাকুরিজীবি, মন্ত্রী প্রত্যেকের খাদ্য জুগিয়ে যাচ্ছে যে কৃষক, সেই কৃষককেও আমরা বাঁচাতে পারব। কাজেই flood protection এর সময় টাকা নাই কিন্তু বেতন বাড়াবার সময় ঠিক টাকা আছে। তখন কোথা থেকে আসে টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা দেখছি tax যে ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে বাড়ছে তার ফলে ত্রিপুরার যে কৃষক তারা দিনের পর দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই দিকে কোন দৃষ্টি নেই। আজকে খাজনা যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে সেটা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। যেখানে আট আনা এক টাকা ছিল সেখানে তিন টাকা ৩।০ টাকা করা হচ্ছে। Minimum ২।০ টাকা। সেখানে তাদের খাজনা কমিয়ে দিয়ে একটা সুব্যবস্থা করতে পারি সেই সুব্যবস্থার কোন চিন্তা নেই। কৃষকের টাকা আমাদের চাই। কিন্তু দরিদ্র কৃষকের কোন সুযোগ সুবিধা করার কোন চিন্তা আমাদের মাথায় নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা কথা বলব সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে এক সময়ে এগার লক্ষ লোক মাত্র ছিল সেটার উপর ভিত্তি করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেই পরিকল্পনার যে সব aspect গুলি আছে তাতে ১১ লক্ষ লোককেই ধরা হয়েছে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সেই অবস্থা নয়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ। কাজেই সেই যে ১৩ লক্ষ লোকের provision-এর কোন ব্যবস্থা আজকে নাই। সেগুলি করার জন্য তাড়াহুড়া নাই কিন্তু বেতন বৃদ্ধির জন্য খুব তাড়াহুড়া লেগে গেছে। এটা করতেই হবে। না করলে হবে না। কাজেই আদর্শের কথা যারা বলবে আমি বলব আগে নিজে আদর্শ রচনা করতে হবে তার পর সেই আদর্শ অন্যকে অনুসরণ করতে বলাই হচ্ছে ঠিক। কিন্তু নিজের পকেট কি ভাবে ভর্ত্তি করব সেই দিকেই যদি কেবল দৃষ্টি থাকে তা হলে বড় বড় ত্যাগের কথা বলে লাভ নেই। এমন অনেক এখানে আছেন, আমি দেখেছি যার জীবনে কোন দিন রাজনীতি করেন নাই আজকে তারা ত্যাগের কথা বলছেন। ত্যাগের কথা বলা সহজ কিন্তু কার্য্যে রূপায়ণ করা বড় শক্তকর। সেই কথাটা চিন্তা করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নানাবিধ সমস্যা, সেই সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে যাতে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারি সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। যাদের বেতন ১০০৲ টাকার কম তাদের বেতন যাতে ১০০৲ করতে পারি, তা দেখা দরকার এবং আমি মনে করি যাদের বেতন ১০০৲ টাকার নীচে তাদের বেতন ১০০৲ টাকা করার জন্য বিল আগে আনা হক। মন্ত্রীদের বেতন বিল আনার পরিবর্ত্তে তাদের বিল আগে আনা হক এবং সেই বিল আগে consider করা হক তার পর মন্ত্রী মহোদয়দের যে Bill সেটা চিন্তা করে দেখব। এই বলে আমি এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

Mr. Speaker : I would now call on the Chief Minister Shri S. L. Singh.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে ভাবে এই মন্ত্রীদের বেতন বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে সকল যুক্তি রেখেছেন তাতে মনে হচ্ছে যে মন্ত্রীরা যদি বৎসরে ৪০,২০০৲ টাকা না নেন তাহলে বন্যা প্রতিরোধ হইতে সুরু করে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি করা যাবে। ঠিক এই রকম যুক্তিই তারা এখানে রেখেছেন। আবার চীনা আক্রমণের কথা বলতে গিয়ে এভাবে কথাটা বলেছেন যেন Defence-এর আর কোন প্রয়োজন নাই, কারণ চীন সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা জানি তারা এখনও প্রায় ৪৫০০০ বর্গমাইল জায়গা দখল করে আছে। যারা দখলকারীকে দখলকারী বলতে ভয় পায়, এই যুক্তি তাদের পক্ষেই সম্ভব, [illegible] হলে ভারতের জায়গা দখল করেই চীন ক্ষান্ত নয়, মাননীয় সদস্যরা হয়ত নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে সম্প্রতি তারা Atom Bomb Burst করেছেন। তাতে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ চীনের এই Aggressive motive বা আক্রমণ সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক রয়েছেন। এটা তারা ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও এশিয়াতে মানুষের Psychological একটা ভীতি সৃষ্টি করার জন্যই করেছেন। সেটার উল্লেখ আজকে উনারা এখানে করছেন না। সেটা উল্লেখ করছেন না এই জন্য যে চীনারা যে জায়গা দখল করে আছে, সেটাও তারা বলতে নারাজ, তার কারণ হল এই যে চীনের আক্রমণে তারা রাজী বলেই মনে হয়। এই জন্য এই কথাটির উল্লেখ করতে

তাঁরা ভীত ও সংকোচিত, অথচ এই জায়গাতে তারা বলে গেছেন যে জরুরী অবস্থার অবসান হয়ে গেছে, কাজেই Defence এর আর কোন দরকার নেই। Defence ভারতবর্ষ করবে, তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ভারত সরকার করছেন। সেই জন্য ভারতের development'ও পিছনে পড়ে নেই। তারা দেখাতে চাচ্ছেন যে মন্ত্রীরা এই ৪০,০০০ টাকা না নিলে ভারতের সব রকম development কাজ হয়ে যাবে, ৪০ ০০০ টাকার জন্যই যেন সব কিছু আটকে আছে, এর জন্যই যেন আর কোন প্রকার উন্নতি হচ্ছে না। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সেটা হচ্ছে এই যে আমার দেশকে অরক্ষিত রাখা, যেখানে আমার দেশের development ও আক্রমণ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণ সজাগ ও সতর্ক সেখানে এটাকে দুর্ব্বল করাই তাদের উদ্দেশ্য। ত্রিপুরার ক্ষুদ্র মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধিকে অবলম্বন করে জনসাধারণের মধ্যে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য এবং চীনা আক্রমণের প্রতিরোধের যে শৈথিল্য আছে সেটার সুযোগ অন্বেষণের জন্য এই ভাবে বেতনের Bill এর ব্যাখ্যা করেছেন। আর ঐ ৪০,০০০ টাকার জন্য এটাকে এমন ভাবে place করছেন যেন ত্রিপুরার সমস্ত লোক না খেয়ে আছেন, তাদের পরনে কোন কাপড় নেই, কোন উন্নতি নেই এবং ঠিক এই ভাবেই তাদের বক্তৃতাদি এখানে রেখেছেন। কিন্তু জনসাধারণ তাদের এই উদ্দেশ্য ভাল করেই বোঝে, জানে, সেই জন্য তারা যাই করুক না কেন জনসাধারণ সক্রিয় আছে এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন এবং তাদের সমস্ত কাজ করে যাচ্ছেন। Defence সম্বন্ধে তারা বলেছেন যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যখন Defence Party গঠন হচ্ছে তখন নাকি অনেক জায়গায় অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা কোন জায়গায় হয়নি, এবং এটা সত্য বিরোধী প্রচার করা হচ্ছে। যারা চীকি আক্রমণ সমর্থন করেছিলেন এবং করছেন এবং rebellion এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্ন করার জন্য চেষ্টা করছিলেন, তাদেরকেই Defence of India Rules-এ আটক করা হয়েছিল।

কংগ্রেস জুলুম করে নানা জায়গা থেকে টাকা আদায় করেছে বলে বলা হয়েছে কিন্তু আমি বলব যে কংগ্রেস কোন সময় কোন স্থান থেকেই জোর জুলুম করে টাকা আদায় করেনি। তবে হয়ত এটা তাদেরই কাজ, কারণ এই কাজ তারা অনবরত করে থাকেন। এই সকল কাজ এখন করতে গেলে বাধা পান, কাজেই কংগ্রেসকেও এই শ্রেণীতে ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করিনা। ট্যাক্স-এর বোঝা বাড়ানো হয়েছে বলে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন ট্যাক্স নেই যেটা আমরা বৃদ্ধি করেছি। Assemblyতে কোন tax bill পাশ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কাজেই তারা যে এটা সত্য বিরোধী বলেছেন তা বলবার প্রয়োজন নেই। তারা ভাল ভাবেই জানেন যে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে গেলে সব সময় সত্য বিরোধী কথা তাদের বলতে হয়। এখানে তারা এরকম কথাও বলেছেন যে চীন ও পাকিস্থান সে রকম কথা বলেন না। এখানকার কংগ্রেসীরা সেই রকম কথা বলেন। একথা বলার কারণ আছে, তাৎপর্য্য আছে। চীনের সঙ্গে পাকিস্থানের মৈত্রী এবং সেই মৈত্রীকে তারা সমর্থন করেন। কাজেই চীন ও পাকিস্থানকে সমর্থন করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই বেতন বিলের মধ্যে একথা বলা হয়েছে। এক জায়গায় বলেছেন যে

কালু বণিক নামে একজনের T. B. হয়েছে. এতে এমন মনে হচ্ছে যে ৪০,২০০৲ টাকার বেতন বৃদ্ধির জন্যই তার T B. হয়েছে। কালু কেন এমন অনেক লোকেরই T B হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে T B হয় না মন কথাও আমরা বলি না। T. B. আছে তারজন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে এবং সেইজন্য একটি হাসপাতাল আছে। মাননীয় সদস্যদিগকে আমি বলতে চাই যে এখানে যে রকম একটি T. B. হাসপাতাল আছে, অন্য কয়টি প্রদেশে এই রকম T. B. হাসপাতাল আছে। এই সব কথা যদি তারা চিন্তা করেন, তা হলে বুঝতে পারবেন যে এখানে T B. চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে—যে ত্রিপুরার অবস্থার প্রতিপ্রেক্ষিতে, যাহাকে বলা হয়েছে যে District Administration-এর চেয়েও ছোট, সেটা অভিনব। তার পর বলা হয়েছে যে এখানে Hospital, Dispensary নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমি বলব প্রতিটি Sub-Division-এ হাসপাতাল, Health Centre ও Dispensary করা হয়েছে। অতএব অন্য কোন State থেকে ত্রিপুরা এই Sanitation ও Health-এর দিক থেকে কোন অংশেই পশ্চাদপদ নয়। তবে তাঁরা যদি চীন দেশকে মনে করে থাকেন, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। চীন দেশে কি হচ্ছে —সে দেশে মেয়েকে দিয়ে গরুর মত হালচাষ করা হয় তা অবশ্য আমরা ভারতবর্ষে করতে পারব না। তাদের সমাজতন্ত্র যদি সেই ধাঁচের হয়ে থাকে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কোন এক মাননীয় বক্তা বলেছেন যে সমাজতন্ত্র নাকি এ ধাঁচের হয় না তবে তিনি কোন ধাঁচের কথা চিন্তা করছেন, সেটা যদি খুলে বলেন, তবে আমরা সন্তুষ্ট হতাম। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে সেটা সমাজতন্ত্র হয় না, তবে কোন দিকে Aggressive part play করলে না পররাজ্য আক্রমণ করলে—এই কি বক্তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল? ভারতের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে তাকে জয়যুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সেই অনুসারেই কাজ অগ্রসর হচ্ছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের যে Chinese planning সেটা Aggressive planning। সেটা ভারতবর্ষ গ্রহণ করতে পারে না। তার সক্রিয় জনমত আছে, তার উপর ভিত্তি করে পার্লামেন্টের মারফতে তার economic planning করেছে। সর্ব্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ technical expert ও শ্রেষ্ঠ মানুষকে নিয়ে ভারতের planning commission গঠিত হয়েছে এবং তারপর তাদের রচিত plan অনুসারেই কাজকর্ম্ম হচ্ছে। তারপর ক্ষুদ্র State হিসাবেই ক্ষুদ্র বেতন ধার্য্য করা হয়েছে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানকার মন্ত্রীদের বেতনও ধার্য্য করা হয়েছে। কাজেই এই ভাবে আবল তাবল বললে পরে আমাকেও আবল তাবল উত্তর দিতে হবে।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Chief Minister to omit these আবল তাবল things.

Shri S L. Singh (Chief Minister) .—Yes, I am subject to correction.

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্কুলের সকেমা যে Recurring grant আছে সেটা দেওয়া হয়নি। মনে হচ্ছে Industry থেকে শুরু করে, Education, Sanitation, Health, Improvement ইত্যাদি সমস্তই যেন ঐ ৪০,০০০৲ টাকার জন্য আটক হয়ে আছে। ঐ ৪০,০০০৲ টাকা হলেই যেন সব কাজ হয়ে যেত।

এখানে বলা হয়েছে যে এখন শান্তি বিরাজমান, Defence এর এখন কোন দরকার নেই। যে কথাগুলো বলা হয়েছে এখন যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ চলছে, সে সমাজবাদ ঝুটা, এর দ্বারা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবে না। তা হ'লে কোন্ ভাবে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবে? সেই Aggressive সমাজ তন্ত্র যদি না আনা যায়, পর রাজ্য যদি আক্রমণ করা না যায় তা হ'লে আমাদের যে Population আছে তা আমরা ঠিক করতে পারব না, আমরা আমাদের দেশে জনসাধারণের সমস্যার সমাধান করতে পারব না। এই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে বেতনকে অবলম্বন করে, ঐ Aggression থেকে শুরু করে Development পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুকেই আক্রমণ করা হয়েছে। তারপর আর একটি কথা বলা হয়েছে যে স্কুলের ছেলেমেয়ে দিগকে দিয়ে ভিক্ষা করানো হচ্ছে। এটা হয়ত মাননীয় সদস্য অবগত আছেন যে আমাদের মাননীয় President রাধাকৃষ্ণাণের appeal অনুসারে ছেলে মেয়েরা শিক্ষকদের সাহায্য করার জন্য। দুঃস্থ শিক্ষক যারা তাদের সাহায্যের জন্য টাকা সংগ্রহ করছে। অতএব এ জায়গাতে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যই হ'ল এই যে আমাদের মাননীয় প্রেসিডেণ্ট রাধাকৃষ্ণাণ যে appeal করেছেন, যে appeal যেন অবৈধ তাদের dictionaryতে। এটাকে প্রমাণ করার জন্যই এখানে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তাদের ইতিহাসে সাহায্য বলে কোন কিছু নেই। কারণ তাদের ইতিহাসই হ'ল এই "Never supply food to the distressed, Cheat away food from them and make them homeless hearthless, then you will be able to guide them, Control them, lead them to aggressive policy" এই যাদের মতবাদ, এই যাদের ধর্ম্ম তাদের পক্ষে দুঃস্থ লোকের সাহায্যের জন্য। ছেলে মেয়েরা তাদেরই শিক্ষক যাদের কাছে যাদের পায়ে বসে শিক্ষা লাভ করেছে তাদের জন্য যদি তারা সেখানে যায় তাদের সাহায্য করতে, তাদের dictionary অনুযায়ী সেটা বিরাট অপরাধ। কিন্তু আমরা সেটা করছি আমাদের ভারতবর্ষের মাননীয় প্রেসিডেণ্ট রাধাকৃষ্ণাণের অনুমোদন অনুসারে, তাঁরই appeal অনুসারে। তারা যদি মস্কো এবং পিকিংএ appeal না দেয় মাও সেতুং এর appeal না আসে তবে তারা করতে চান না। আমরা অপারক, আমরা সেই ভাবে জনসাধারণকে পরিচালিত করতে পারব না. চিৎকার দিতে পারেন কিন্তু আমাদের বক্তব্য থেকে আমাকে চ্যুত করবার শক্তি আপনাদের কারো নেই। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে Development Minister খোয়াই গিয়েছিলেন। তাঁর সামনে জনসাধারণ আবেদন করেছে। আবেদন ত করেছেই। আবেদন করেছে কারণ খোয়াই এর জনসাধারণ যে সন্ত্রাসের রাজত্বে বাস করছে, কমিউনিষ্টের দ্বারা যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তারা, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিপন্ন করছে যারা, যারা হত্যা করছে, লুণ্ঠন করছে তাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আবেদন করেছে। অতএব সেই আবেদন তারা করবেই। শান্তি প্রিয় নাগরিক যারা, সে শান্তিকে সংরক্ষণের জন্য যদি তারা আবেদন করে তাহলে সেটাতে অপরাধ কি আছে তা আমি খুঁজে পেলাম না। এই যে বেতন বৃদ্ধি, মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির জনাই যেন সেটাও হচ্ছে। তাই এটাই হ'ল যেন তাদের বক্তব্য এবং প্রতিবাদের ব্যাপার। তার পরে বলা হয়েছে মহাত্মা গান্ধী ত্যাগী হ'তে বলেছেন। তা সত্য কথা, ত্যাগী হ'তে প্রত্যেকটি মানুষকেই তিনি বলেছেন। আমরা সেই ভাবে আমাদের জীবন যাত্রাকে হুবহু তাঁরই অনুসরণ করব। যে বক্তা একথা বলেছেন সেভাবে জীবন যাত্রা করেন কিনা তিনি নিজের দিকে চেয়ে সে কথাটি বললে পরে অত্যন্ত ভাল হ'ত কারণ বলা হয়েছে "নিজে আচরে ধর্ম্ম পরেরে শিখায়" উনি যে কি আচরণ নিজে করছেন, এবং পরকে শিখাতে যাচ্ছেন।

Voices. "আপনারা করছেন ত।

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :–আমরা ত বলছি যে মহামূল্য উপদেশকে আমরা মাথায় রেখে আমাদের যথা কর্ত্তব্য আমরা সমাপন করতে যাচ্ছি। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসারে জীবন যাত্রা করছি এই আত্মম্ভরিতা ত আমার নই। আমাদের তা নেই কিন্তু সেটাকে সামনে রেখে যারা aggressive moodকে সমর্থন করে সেই দিকেও আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্য বৃন্দকে দৃষ্টি রাখতে। অনেক সময় উনি বলেছেন আমরা যাতে non-violance wayতে চলি, সেই non-violenceকে observe করে যদি উনি চলেন তাহলে তার একটা অমূল্য মতবাদকে উনি অনুসরণ করতে পারবেন এবং দেশের শান্তি শৃঙ্খলাকে আমরা শক্তিশালী করতে পারব। তারপর work charged সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং Special Compensatory allowance সম্বন্ধে বলা হয়েছে, gold expansion সম্বন্ধে বলা হয়েছে। Special Compensatory allowance এর কথা এই House এ আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, workcharged employeesদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে তাদের ব্যাপার সরকার দেখছেন এবং সেই ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। স্বর্ণ শিল্পীদের জন্য যে ব্যবস্থা করা সেইটিও সরকার গ্রহণ করছেন। অতএব আমরা ত্রিপুরা রাজ্য কোন Planএ বা কোন দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ হয়ে আছি তা নয়। আমি আগেই বলেছি যে ক্ষুদ্র Territory, ক্ষুদ্র বেতন, ক্ষুদ্র আমাদের Finance, সেই অনুসারেই সেই বেতন করা হয়েছে। অতএব Territory-র যা uniformity, এবং তার যা অর্থ বরাদ্দ সেই অনুসারেই সেটাকে করা হয়েছে। অন্য State এর সাথে তাকে রাখা হয়নি। ক্ষুদ্র State অনুসারে ক্ষুদ্র বেতন ধার্য্য হইয়াছে এবং ভাতা বৃদ্ধি বাবত হল ৪২,২০০ টাকা। অতএব এই ৪২,২০০ টাকাকে এমন ভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে যে Industry, State, Commerce, পাজানা সমস্ত কিছু আটকিয়ে আছে। সেটা হলেই সমস্ত ব্যর্থ হয়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল, এমন কি Indian defence পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই রকম মনোভাব নিয়েই এখানে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। তার মানেই হল একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এটা বলা হয়েছে। তার আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করি না।

Mr. Speaker :—I think that there is enough of discussion. I would now put this to vote. The question before the House is the motion moved by the Chief Minister that the Salaries and allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 6 of 1964) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—As many as are of same opinion will please say "Ayes", voice "Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes", voice "Noes".

Am I to take the vote again ? No need. All right then I would say that "Ayes" have it.

Now I put the bill to vote clause by clause. Clause 2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes", voice "Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" voice "Noes".

"Ayes" have it. "Ayes" have it.

Mr. Speaker :—Clause No 3 do stand part of the Bill. As many as are of that opinion will please say "Ayes" voice "Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"—voice—"Noes".

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

Mr. Speaker :—Clause 4 do stand part of the Bill. As many as are of that opinion will please "Ayes" voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"—Voice— "Noes".

"Ayes" have it, 'Ayes' have it.

Mr. Speaker :— Clause 5 do stand part of the Bill. As many as are of that opinion will please "Ayes", voice- "Ayes".

As many as are of contrary opinion will say "Noes", voice "Noes",

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

Clause 6 do stand part of the bill. As many as are of that opinion will please say "Ayes", voices "Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" voices "Noes".

"Ayes" have it, "Ayes" have it,

Mr. Speaker :—Clause 7 do stand part of the bill As many as are of that opinion will please say "Ayes" voice "Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes", voices "Noes".

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

Clause 8 do stand part of the bill. As many as are of that opinion will please "Ayes", voices 'Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes", voice "Noes".

"Ayes" have it, 'Ayes" have it.

Clause 9 do stand part of the bill. As many as are of that opinion will please say "Ayes", voice 'Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" voice "Noes".

'Ayes' have it, Ayes have it.

Clause 10 do stand part of the bill. As many as are of that opinion will please say "Ayes" voice "Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" voice "Noes".

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

Mr. Speaker :—Schedule do stand part of the Bill. As many as are of that opinion will please say "Ayes" voices "Ayes"

As many as are of contrary opinion w'll please say "Noes" voices "Noes".
"Ayes" have it, "Ayes" have it.

Mr. Speaker :—Clause I do stand part of the Bill. As many as are of that opinicn will please say "Ayes" voices "Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" voices "Noes".
"Ayes" have it, "Ayes" have it.

Mr. Speaker :—The Title do stand part of the Bill. As many as are of that opinion will please say "Ayes" voice "Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" voices "Noes".
"Ayes" have it, "Ayes" have it.

Mr. Speaker ;—Next business before the House is passing of the salaries & allowances of Ministers (Ttipura) Bill, 1964 (Bill No 6 of 1964) I shall now request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for passing of the bill

Sri S. L. Singh :—Mr Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that the salaries and allowances of Minister (Tripura), Bill 1964. (Bill No. 6 of 1964) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—I shall now put this to vote The question before the House is that the salary and allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1964 Bill No. 6 of 1964) as settled in the Assembly be passed. As many as of that opinion will please say 'Ayes'—Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'—Voices 'Noes'.
'Ayes' have it, 'Ayes' have it. The salaries & allowances of Ministers (Tripura), Bill 1964 (Bill No. 6 of 1964) is passed.

(The Bill is passed)

Mr. Speaker :—Now we pass on to the next item. The consideration & passing of the salaries & allowances of the Speaker & Dy. Speaker of Legisative Assembly (Tripura), Bill 1964. (Bill No. 7 of 1964). I make an arrangement here. I announce the following change in the salaries & allowances of the Speaker & Dy. Speaker, Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964, the salaries and allowances of Members of Tripura Legislative Assembly Bill, 1964. The salaries and allowances of Speaker & Dy. Speaker will be the Bill No. 7 while the salaries and allowances bill of members will be Bill No 8. Next business before the house the salaries & allowences of the Speaker and Dy. Speaker of Legislative Assembly (Tripura), Bill, 1964 (Bill No 7 of 1964) is to be taken into consideration. I would call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion for consideration of the salaries & allowances of Speaker & Dy. Speaker of Legislative Assembly (Tripura) Bill 1964 (Bill No 7 of 1964)

Chief Minister :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that the salaries & allowances of the Speaker and the Dy. Speaker, Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. [illegible] of 1964) be taken into consideration at once. মাননীয় speaker মহোদয়ের মারফতে House এর সামনে আমি আবেদন করছি যে অন্যান্য state এর Speaker এবং Dy. Speaker দের বেতনের Bill অনুসারে ত্রিপুরাতেও Speaker এবং Dy. Speaker মহোদয়ের বেতনের বিল রাখা হয়েছে এবং অনেক চিন্তা করে অন্যান্য state এ যা হয়েছে সেটা দেখে তারপর আমরা এটা করেছি। আমি আশা করব House unanimously সমর্থন করে এই Bill কে জয়যুক্ত করবেন। এই ভরসাই আমি House এর কাছে রাখছি।

Shri N. Chakraborty :—মাননীয় Speaker, Sir, যে Bill টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী House এর সামনে রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করতে গিয়ে খুব বেশী সময় আমি নেব না। আমি শুধু দুই একটি কথা বলব। প্রথমতঃ আমি জানি যে এই বিল উপস্থিত করার পিছনে যে যুক্তি ওরা দিয়ে থাকেন তার একটা যুক্তি হচ্ছে যে অন্যান্য state এ মন্ত্রীদের Speaker এবং Dy. Speaker সবাইএর বেতন বাড়ছে। কাজেই আমরা কেন পিছনে পড়ে থাকি। আমরাও কিছু কিছু পাই, সবাই যেমন পাচ্ছে। এই একটা যুক্তি ওঁরা দিয়ে থাকেন। এটা কোন যুক্তি হয় না। যুক্তি হয় না এই জন্য যে আমরা জানি যে অনেক সুযোগ সুবিধা Ruling party বিশেষ করে যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা পান এবং যেহেতু তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ দল কাজেই তাদের ক্ষমতা আছে তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি বাড়াবার। শুধু সেই ক্ষেত্রে নয়, চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসা বানিজ্য contract, licence ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত দিক থেকে নিজের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং আমাদের মুখ্য মন্ত্রী যখনই কোন দুর্নীতিপরায়ণ লোককে তার বন্ধু বলা হয় তখন তিনি বলেন আমার বন্ধুর কোন অভাব নাই। ব্যবসায়ীর circle এ বলুন, contractor দের circleএই বলুন। সেটা ওঁরা বলে থাকেন। সেই যে তাদের সুযোগ সুবিধা মুষ্টিমেয় লোককে দেওয়া সেটা ওরা সংখ্যার জোরে পাশ করিয়ে নিচ্ছেন। বিভিন্ন রাজ্যেও নিচ্ছেন। কিন্তু আমি একথা কিছুইতেই বুঝতে পারি না যে এই যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা সেটা old age pension এর ক্ষেত্রেতে কেন ওরা ব্যবহার করেন না। সেখানে কেন এই নজির টি দেখান হয় না যে পশ্চিম বাংলা যখন এটা করেছে এখানেও আমরা করব। ৬৫ বৎসর বয়স হলে যদি মানুষ কর্ম-দক্ষতা হারায় তা বলে না খেয়ে তার মরবার কোন কারন নেই। কারন ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন, স্বাধীন ভারতবর্ষে একটা লোক বার্দ্ধক্যে গিয়ে না খেয়ে মরে যাবে আমাদের চোখের সামনে এটা আমরা দেখতে পারব না। কাজেই সেই লোকটাকে বাঁচানো দরকার। যার বয়স হয়ত ষাট বৎসর হয়ে গেছে, যার আর কোন লোক নাই যার উপর নির্ভর করতে পারেন সেই রকম লোককে একটা old age pension দেওয়ার কথা যখন বলি তখন ওরা এই কথা বলেন যে দুই একটা রাজ্যে হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এখন এটা করতে পারবনা। দেখা যায় যদি অন্য রাজ্যে ছোট খাট কর্মচারীর ক্ষেত্রে অথবা বৃদ্ধ লোকদের ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রেও, যেমন আমি বলছি pension এর পরিমান বাড়াবার ক্ষেত্রেতে, সেটাও আমি দেখিয়েছি যে Bihar Govt. সেটা করেছে, সেখানে আমরা একথা বলছি কেন না

বিহার যখন এটা করল তখন আমরা এখানেও এ কাজটা করব। কারণ বিহার যখন করেছে আমরা ও সেটা করতে পারি। আমি জানি যে সে কাজটি তারা করবেন না। এমন কি আমাদের এখানকার কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও তাই। আমি আগেও সেটা বলেছি যে একথা নয় যে শুধু কেটে নেওয়ার আদেশ জারি হয়েছে। এই হাউসের সামনে এই তথ্য ওরা দিয়েছেন যে যারা গ্রামের চৌকিদার ছিলেন তারা এখন ৭॥ টাকা করে কম পান। কেন না তাদের compensatory allowance টা দেওয়া হয় না। অর্থাৎ ওরা সেটা বন্ধ করতে আরম্ভ করেছেন এবং এই হাউস এর সামনে সে তথ্য দিয়েছেন। কাজেই দেখা যায় যে কিছু লোকের বেতন কমানো হচ্ছে আর কিছু লোকের বেতন বাড়ানো হচ্ছে যাদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে তারা হচ্ছেন উপরতলার লোক এবং আমি মনে করি যে Speaker এবং Dy. Speaker এর যে বেতন সেই বেতন বাড়াবার আগে আমাদের দেখা দরকার যে চৌকিদার যিনি গ্রামে কাজ করছেন তার compensatory allowanceটা তিনি যাতে পেতে পারেন এবং Class IV employee তাদের বেতনটা বাড়তে পারে। এই যে old age pension এর কথা বলেছি তাদের pension টা যাতে বাড়ে। এই যে আমি বলেছি যে P. L Camp এর মেয়েরা যারা ১৫ টাকায় এখন সংসার চালাচ্ছেন। সেই মেয়েদের কথা Public Accounts Committee পর্যন্ত বলেছে তাদের পয়সাটা যাতে বাড়তে পারে। আমার মনে হয় যে হয়ত এখন হিসেব দেওয়াটা ও খুব বেশী নয় যে আমরা মন্ত্রীরা ৪০।৫০ হাজার টাকা বাড়াচ্ছি এখানে আরও কম হয়ত বাড়াচ্ছি। কাজেই আমাদেরটা Dy Speaker এর টা এবং মাননীয় Speaker Sir, এর পরে যাদের আসবে সব মিলে আমরা দেখতে পাব যে লাখ খানেক বা দেড় লাখ টাকা আমরা বেশী দিচ্ছি। এই টাকাটা যদি বিলি করে দেওয়া যায় তা হলে ঐ Class IV employee দের ১০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি করা যায়। সেটা অবশ্য মুখ্য মন্ত্রীর কাছে কিছু নয় কারণ ১০ টাকা সে ত ওরা এক মিনিটে খরচ করেন। কিন্তু আজকের বাজারে, এই আগরতলার বাজারে ৩৪ টাকা চালের দাম হয়েছে এবং এই ৩৪ টাকা যে চালের দর সেই ৩৪ টাকায় চাউল ক্রয় করে আগরতলা বাজারে ওদের খেতে হচ্ছে এই মুখ্য মন্ত্রীর খামখেয়ালীতে কারণ তিনি মনে করেছেন যে আগরতলার সমস্ত লোক এই ৩৪ টাকা দরে চাউল কিনিবার উপযুক্ত হয়েছেন। কাজেই তিনি রেশনের চাউল বন্ধ করে তাদের এই শাস্তিটি দিচ্ছেন। ৬০।৭০ টাকা যাদের বেতন তারা আগরতলা সহরে ৩৪ টাকা দরে চাউল খাচ্ছেন। এই যে punishment তিনি ওদেরে দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার নিজের জন্যও রাখছেন এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের জন্যও রাখছেন। কাজেই একদিকে দেখা যাচ্ছে শাস্তি আর এক দিকে দেখা যাচ্ছে পুরস্কার। এটার নাম হচ্ছে সমাজতন্ত্র। তারা সবকে এমনকি আমার মনে হচ্ছে শিশুদের পাঠ্য পুস্তকেও এই ধরণের সমাজতন্ত্রের কথা শিক্ষা দিবেন। যেখানে যার টাকা আছে তার আরও টাকা বাড়াও এবং যার নাই তাকে শাস্তি দাও তার চাউলের ration কমিয়ে তার বেতন কেটে তাকে শাস্তি দাও। কাজেই যার পকেটে পয়সা আছে তার পয়সা আরো বাড়াও এবং সেটা করতে হবে গণতন্ত্রের নাম দিয়ে, সমাজতন্ত্রের নামাবলি পরিয়ে এবং গান্ধীজীর নাম করে। এই সব নামাবলি পরিয়ে এই সমস্ত কাজগুলো করতে হবে। ওরা গঙ্গায় স্নান করতে যায়। কিছু লোক সমস্ত দিন পাপ করে এবং তারপরে সকালে গঙ্গায় স্নান করে সেই থেকে মুক্ত হতে চায়। সেই গঙ্গায় স্নান করার যে Professional লোক, সেই Professional লোকদের মধ্যে এ ভদ্র লোকেরা পড়েন যারা সমস্ত রকমের দুষ্কৃতি করে তারা গঙ্গায় স্নান করে সেই পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছেন এবং সেই গঙ্গার স্নান হিসেবে গান্ধীজীর নাম, ঐ সমস্ত বড় বড় নাম তারা করে থাকেন।

আমরা জানি যে পিকিং-এর সঙ্গে আমাদের যত কলহই থাকুক না কেন আমাদের এখানকার সরকারও এই কথাই বলেছেন যে আমরা সীমান্তের যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চাই এবং তারা এই কথাই বলেছেন যে আমাদের দেশের মর্যাদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই আমাদের বিরোধ মীমাংসা করতে চাই। আমি জানি যে কোন fascist এখানকার এই কংগ্রেসের নেতাদের মত যদি দিল্লি গদিতে থাকত তাহলে এ সব কথা বলা হত না। কারণ ওরা কখনও একটা প্রতিবেশীর সঙ্গে কি রকম মনোভাব গ্রহণ করতে হয় সেই কথা জানেননি, ওরা শেখেন নি, ওরা সেই fascists, দলের মধ্যে যারা পণ্ডিত নেহেরুকেও এই ধরণের উস্কানী দিয়েছেন, এখানেও আমি দেখছি যারা প্রতিবেশীর সম্পর্কে এই সমস্ত মন্তব্য করে থাকেন। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী হয়ত জানেন না যে চীনই সমাজতন্ত্রের একমাত্র দেশ নয় এবং এমন সমাজতান্ত্রিক দেশও আছে যেখানে ওদের নেতারা তীর্থ যাত্রা করে থাকেন। আমি জানি যে Soviet Unionএ যখন ওদের নেতারা তীর্থ যাত্রা করেন এমন কি যখন পণ্ডিত নেহরু জীবিত ছিলেন তিনি নিজেও সেখানে তীর্থ যাত্রা করেছিলেন এবং সেখান থেকে এসে তিনি এই কথাই বলেছেন যে এই সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যারা নিঃস্ব গরীব তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজে এবং সমস্ত দিক থেকে তারা অগ্রগতির সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। আমি জানি যে সোভিয়েট দেশ আমাদের মিত্র রাষ্ট্র এবং সোভিয়েট সম্পর্কে আমাদের এখানকার Ruling Party র মধ্যেও বহুলোক আছেন যারা শ্রদ্ধাশীল। সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা দেখে আমাদের দেশের মনীষীরা. রবীন্দ্রনাথ থেকে জহরলাল পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়ে এসে বলেছিলেন যে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভবিষ্যত হচ্ছে উজ্জল এবং আমি জানি যে তাদের সঙ্গে এখানকার যারা রয়েছেন নেতা তাদের তুলনা করা যায় না। তাদের কাছ থেকে আমি আশাও করি না যে মিত্র রাষ্ট্রের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল হবেন, তাদের সমাজ ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র, কি সেটা বুঝবার চেষ্টা করবেন। মাননীয় Speaker Sir, আমি এই কথা এইজন্য বলছি যে সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আজকে একজন মানুষ যে ভাবে নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ সুবিধা সমস্ত দিক থেকে পায় সেটা দেখে সমস্ত পৃথিবীর লোক মুগ্ধ হয়ে গেছে এবং তার জন্য আজকে সমস্ত পৃথিবী এই সমাজতন্ত্রের যে আদর্শ তাকে গ্রহণ করেছে এবং একটা ideal যেটা grip করছে সমস্ত মানুষের মনকে, চেতনাকে,—যার প্রভাব ভারতবর্ষের মধ্যে পর্য্যন্ত আমরা দেখছি যে সমাজতন্ত্রের আকাঙ্খা আজ আর মুষ্টিমেয় Communist দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেইটা আজকে সব জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে ধারণ করেছে এবং সেই সমাজতন্ত্রের যদি কেউ শত্রু থাকে তা হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশ যাদের চেহারা আমি এখানে দেখছি, যারা সমাজতন্ত্রকে বুঝবার চেষ্টা করেন না। যারা কায়েমী স্বার্থ মুনাফাখোর, আমলাতন্ত্র এবং বড় বড় ধনী চোরা কারবারীদের সঙ্গে গাঁট বেঁধে শাসন চালাতে চান, পুলিশের সাহায্য নিয়ে। পুলিশি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble member to go on undistrubed.

Shri N. Chakravorti :- মাননীয় স্পীকার Sir, আমি এত distrubed হচ্ছি যে আমার পক্ষে বলা অসুবিধা হচ্ছে। আমি আশা করব যে আমার বক্তব্য আমি যাদের জন্য বলছি তাদের মনে

দাগ কাটবে। অবশ্য যাদের মনে দাগ কাটবার নয় তাদের কাছে আমি কোন আশা রাখছি না। আমরা এখানে যা করছি তা কোন সমাজতন্ত্রের কথাত দূরে থাক কোন গণতান্ত্রিক দেশেও নাই। আজকে আমরা দেখছি যে পৃথিবীর মধ্যে বহু দেশ আছে Afro Asian countries সেখানে নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হচ্ছে সেই সমস্ত দেশেও এই ধরণের ঘটনা ঘটেনি যে এদেশে মানুষ ক্রমশঃ গরীব হয়ে শতকরা ৬০জন লোক বা আচার্য্য বিনোভাবের হিসাবমত ৯কোটি মানুষ একবেলা খেতে পায় একবেলা পায় না। এটা আমার হিসাব নয় এটা আচার্য বিনোভাবের হিসাব। যে দেশের ৯ কোটি লোক একবেলা খেয়ে থাকে সে দেশের মন্ত্রীরা কিনা সাহস করে বলেন যে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছি, আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছি, আমরা এখানে গরীবের জন্য করছি। এতবড় একটা বিভ্রান্তিক কথা আমি ধারণা করতে পারি না এবং সেকথায় আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ, ত্রিপুরার মানুষ একথা কোনদিন বিশ্বাস করবে না। মাননীয় স্পীকার Sir, একথা বলে আমি এই যে বিলটা এসেছে সেই বিলটার আমি প্রবল বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker :-I would request the Hon'ble Deputy minister Shri M.L. Bhowmik.

Shri M L. Bhowmik (Deputy Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী House এ যে বিলটী উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করি। আমাদের এই বিলে মাননীয় স্পীকার এবং ডেপুটী স্পীকারের বেতনের যে হার এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা অন্যান্য Union Territory র সাথে সঙ্গতি রেখে করা হয়েছে এবং ওটা সঙ্গত। এইজন্যই আমি এই বিলের সমর্থন করছি। বিরোধী-দলের মাননীয় নেতা এই বিলের বিরোধিতা করতে গিয়ে পূর্ব্বে মন্ত্রীদের বেতনের বিলের বিরোধিতা করতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন প্রায় সবগুলি যুক্তি তিনি এক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশে দারিদ্র্য রয়েছে, অনাহার রয়েছে, আমাদের অনেক লোক এখনও খেতে পারছেনা, তিনি বলছেন বিনোবাজীর মতেই ৯ কোটি লোক খেতে পারছেনা। তা ঠিক। আমাদের দেশে দারিদ্র্য রয়েছে। আমাদের দেশে দুঃখ কষ্ট রয়েছে এটা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমরা এদেশের দারিদ্র্য, বেকারী, দুঃখকষ্ট দূর করতে চেষ্টা করছি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে in a democratic process, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা এদেশের এই জাতীয় যে সমস্যা রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা আমরা করছি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে উন্নয়ন সেটা সময়সাপেক্ষ। রাতারাতি কোন দেশ এতবড় একটা বিষয় দেশের যে দারিদ্র্য নিরক্ষরতা, বেকারী ইত্যাদি সমস্যা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয় এবং কোন দেশ পেরেছে বলে আমি মনে করি না। যে দেশের কথা তিনি প্রশংসা করেছেন সেটা আমরাও প্রশংসা করি। যেমন রুশ দেশের কথা তিনি বলেছেন, সে দেশেও বর্ত্তমান সে পর্য্যায় এসেছে আজ ৪০ বৎসর পরে। কাজেই আমাদের দেশ মাত্র ১৭ বৎসর হল স্বাধীনতা লাভ করেছে (এটা বিরাট দেশ, বিরাট জনসংখ্যা) এদেশের অবস্থা কি ছিল স্বাধীনতার পরে তা সকলেই আমরা জানি। কাজেই এই সমস্ত সমস্যা দূর করতে আমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছি democratic planning করে তাতে একটু সময় লাগবে। তবে বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে আমাদের এই

রাজ্যে আমরা এখনও old age pension প্রথা প্রবর্ত্তন করিনি। সত্যি কথা আমরা করিনি। আমাদের কয়েকটা রাজ্যে যেমন তিনি বলেছেন বিহারে old age pension প্রথা প্রবর্ত্তন করেছে। ভাল কথা, এবং সম্ভবতঃ যুক্তপ্রদেশেও হয়েছে। পাঞ্জাবেও বোধহয় হয়েছে। সেটা খুব ভাল কথা। আমরাও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চেষ্টা করব। আমি এই জন্য বলছি আমরা যদি দিতে পারতাম দেওয়ার ক্ষমতা যদি আমাদের থাকত তাহলে এটা খুব ভাল হত। আমাদের দিতে হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য আমাদের নিতে হবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে old age pension প্রথা চালু করার জন্য অর্থ না দেবেন অথবা এই সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ না করবেন সে সমস্ত রাজ্যে, Union Territory তে এই প্রথা চালু করতে হবে এই সিদ্ধান্ত যদি তারা গ্রহণ করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব।

Shri A Islam : চেয়েছেন ?

Shri M. L. Bhowmik : চেয়েছি কিনা তা আমি মাননীয় সদস্যকে এখনি বলব না সেটা আমাদের বিবেচনাধীন রয়েছে। যখন সময় হবে তখন চাইব। তিনি বলছেন আমাদের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের জন্য বার্ষিক খরচ হবে ১৬,২০০ টাকা। এই টাকা যদি আমরা না খরচ করি, অর্থাৎ স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন যদি আমরা না দেই আমরা মন্ত্রীদের সে ৪২,০০০ টাকা এবং মাননীয় সদস্যদের বেতনের টাকা যদি আমরা খরচ না করি, আমরা যদি অবৈতনিক কাজ করি তাহলে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ১০৲ টাকা করে বেতন বাড়িয়ে দিতে পারব। সেটা কি হিসাব নিয়ে তিনি একথা বললেন তা আমার জানা নেই। তবে আমরা হিসাব করে দেখব সেটা সম্ভব কিনা। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা যদি বর্দ্ধিত বেতন গ্রহণ না করেন, if they assure যে ওটা তারা গ্রহণ করবেন না তবে আমরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখব। আপনারা যদি বর্দ্ধিত বেতন গ্রহণ না করেন in the interest of the country তখন আমরা বিবেচনা করে দেখব। এ বিষয়ে আমরা আশ্বাস দিতে পারি। মাননীয় নেতা বলেছেন যে Chief Minister Ration এর বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ এই কমিয়ে দেওয়ার কারণ কি সেটা আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। ... ...Interruption.

বর্ত্তমানে যে আমাদের ফসল হয়েছে, চাউল হয়েছে এখন যদি পুরাপুরি রেশন আমরা দিতে থাকি তাহলে যারা বৎসরব্যাপী আমাদের চাউলের যে যোগান আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাই তা দেওয়া কি সম্ভব হবে ? কারণ ভারত সরকার যে চাউল আনছেন তা বাহিরের বিভিন্ন দেশ থেকে।

Voices— লজ্জা নাই, লজ্জা নাই।

Shri M. L. Bhowmik : লজ্জা শুধু আপনাদেরই আছে, আমাদের লজ্জা নেই সেটা স্বীকার করি। একথা বিবেচনা করতে হবে যে আমাদের দেশে যে চাউল উৎপন্ন হচ্ছে তা দিয়ে সমগ্র দেশের চাহিদা

মিটছে না। ভারত সরকার বাহির থেকে চাউল আনছেন। সে চাউল এনে তারা বিভিন্ন রাজ্যে দিচ্ছেন, কাজেই আমাদের যে চাহিদা তা যদি বৎসরের প্রথমেই দিতে আরম্ভ করে তাহলে কি তাদের পক্ষে আমাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব ?

Vocies— ১৭ বৎসর কি করেছেন ?

Shri M. L. Bhowmik : ১৭ বৎসর যা করেছি তা আপনারাও দেখছেন, আমরাও দেখছি। আপনারা যদি শাসন ক্ষমতায় আসেন এবং ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা, বেকারী দূর করতে পারেন তাহলে আমরা খুসী হব এবং জনতা যদি সেই ক্ষমতায় আপনাদের বসায় তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। যদি এ দেশের মানুষ আপনাদের শাসন ক্ষমতায় বসায় এবং আপনারা যদি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন তাহলে আমরাও সুখী হব। আপনারা মনে করবেন না যে, দেশের মানুষ দারিদ্র্যে, বেকারীতে কষ্ট পাবে আর আমরা সুখে থাকব। একথা যদি মনে করে থাকেন তাহলে ভুল করেছেন বলে আমরা মনে করব। যদি জনসাধারণ মনে করে যে আপনাদের শাসন ক্ষমতায় বসালে দেশের সমস্ত সমস্যা রাতারাতি মিটে যাবে তাহলে সেদিন আসুক, আপনারা ক্ষমতায় আসুন এবং দেশের সমস্যার সমাধান করুন।

Mr. Speaker :—Shri G. R. Deb

Shri G. R. Deb : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের সামনে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের যে বিল এসেছে তা আমি সমর্থন করি। আমি এতক্ষণ বক্তৃতা শুনে মনে করেছি বিরোধী দলের যে ক্ষোভ সেটা আন্তরিক নয়। সেটা বাহ্যিক ক্ষোভ। তাদেরও এই বিলের প্রতি সমর্থন আছে।

সেটা আমি কি করে বুঝলাম তার কারণ বলছি। উনারা বলেছেন যে আমরা একসঙ্গে খালি পায়ে হেঁটেছি, খদ্দর পরেছি আর উনারা মন্ত্রী, স্পীকার হয়ে গেল। আমরা কিছুই হতে পারলাম না। এই তাদের ক্ষোভ হয়েছিল। পাশাপাশি আমরা আর একটা benefit পাব। জনসাধারণকে বুঝাবে যে আমরা তোমাদের প্রতি খুব দরদী। মন্ত্রীদের বলবে। কিন্তু স্পীকার এবং মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির বিলের প্রতি তাদের সমর্থন আছে বলেই আমি মনে করি এবং আমিও সেই দিক দিয়ে আবার সমর্থন জানাই।

Mr. Speaker : As there are no other members to come forward I would request the Chief Minister.

Shri S.L. Singh : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আশা করি House এর প্রত্যেকেই সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে এই বিলকে সমর্থন জানাবেন। এইজন্য যে এই বিল আনা হয়েছে কোন state এর সাথে equate করে এই বিল আনা হয়নি। এটা বিরোধীদলের সদস্যরা ভালভাবেই জানেন। তবু বক্তৃতায় প্রতিবাদ করিতে হবে বলে প্রতিবাদ জানালেন। এটা equate করা হয়েছে Union Territory, যে যে state তার উপর নির্ভর করে তাদের সাথে সঙ্গতি রেখেই এই বিল এখানে আনা হয়েছে। অতএব

এই জায়গাতে অন্য State এর মন্ত্রী, স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তার সাথে equate করে এই বিল আনা হয়নি। যদিও reference দেওয়ার সময় মাননীয় সদস্যরা তার উল্লেখ করেছেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে Old age pension দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি তারা একটা sch'me করেছেন। তবে মাননীয় সদস্য আগেই বলেছেন যে এটা state না এটা একটা Territory. আবার Territory ও ক্ষুদে, একটা District এর মত। অতএব সেইদিকে লক্ষ্য রাখা ও জানাও দরকার। জানেনও হয়ত সে old age pension টা পশ্চিমবঙ্গেই সেভাবে গ্রহণ করবে, পশ্চিমবঙ্গে এটা একটা আলাদা state plan, সেই অনুসারে তাদের একটা state fund আছে। সেই অনুসারে তারা করছে। আমাদের কোন state p'an নেই। আমাদের সমস্তটাই Centre থেকে আসছে। সুতরাং এই ক্ষুদে state ও অন্যান্য Territoryতে যদি এই plan আসে তবে আমরা সেই অনুসারে চেষ্টা করব। একথা আগেই বলা হয়েছে। অতএব এটা আনা হয়েছে এইজন্য যে বলতে হবে একদিকে ক্ষুদে state খুদে তার শাসন। আবার কথা বলার সময় লম্বা চওড়া কথা বলব যে পশ্চিমবঙ্গের মত কর, বিহারের মত কর কিন্তু সমস্তটা যে Union Territory র মতই করা হউক একথা বলার ক্ষমতাও নেই যে আমরা অন্যান্য Union Territory র মত চলছি কিনা না পশ্চাৎপদ হয়ে আছি।

অতএব সেই দিক দিয়েই চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে এবং সেই অনুসারেই অর্থের বরাদ্দ করা হবে। Uniformity দিয়েই ভারত সরকার বজায় রাখবে। তার পরে বলা হয়েছে Compensatory allowance যদি ১০৲ টাকা করে প্রত্যেক কর্মচারীকে দেওয়া হয় তাহলে আমরা যে ৪২,০০০ টাকা দিচ্ছি সেটা দিয়েই তার ব্যবস্থা হয়। তবে সেটা মাননীয় বন্ধুর মস্তিষ্ক-প্রসূত হতে পারে। আগেই উনি বলেছেন যে ১৭০০০ হাজারের মত কর্মচারী। অতএব ১৭০০০ হাজার কর্মচারীকে যদি ১০৲ টাকা করে Compensatory allowance দিতে হয় তাহলে Class IV, III employeeদেরও সম্ভব হবেনা এই ৪২০০০ হাজার টাকা থেকে দেওয়া। তবে তাদের কথা বলার যুক্তি আছে এবং কথা বলা দরকার, opposition দেওয়া দরকার। আমি আগেই বলেছি হিটলারাইজ এবং গিকিনাইজ Policy নেওয়া হয়েছে যে অনবরত একটা সত্যের বিকৃতি যদি জনসাধারণের কানের কাছে বলা হয় তাহলে জনসাধারণ সেটা সত্য বলে গ্রহণ করে নিতে পারে। যদি মধুর ও সুন্দর করে বলা যায়। ঐ tactics থেকে করা যেতে পারে। এভাবেই করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

Mr Speaker :—বিকৃতি also should not be uttered.

Shri S. L. Singh :—I am subject to correction. আপনারাই শিখিয়েছেন যেজন্য আমাদের শিখতে হল। কারণ আপনারা না শেখালে ত আর শিখতে পারব না। সমাজবাদের নমুনা পিকিং যা শিখিয়েছে তাই আমরা শিখেছি। Aggressive সমাজবাদ। তারপরে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ভারতসরকার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সমান ব্যবহার করছেনা এবং মাননীয় সদস্য হয়ত অবগত আছেন এবং জানেনও যে ত্রিপুরা ষ্টেট একটা independent state না। এটা একটা Territory. ভারত সরকারের যে Plan এবং programme তাকে সেটা follow করতে হয় এবং সেই অনুসারেই তারা চলে এবং আমরা সবসময়ই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সদ্ব্যবহারে চলছি। অতএব এখানে একথাটা বলার মানেই হল এই যে আমরা

পিকিং এর বিরোধিতা করছি পাকিস্থানের বিরোধিতা করছি। আমরা বিরোধিতা করব। পাকিস্থানের এবং চায়নার যে aggressive নীতি তার বিরোধিতা করব এবং সেই অনুসারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলব। তাতে যদি মাননীয় সদস্যদের বুকে ব্যাথা লাগে তাহলে আমরা নাচার। তারপরে বলেছেন এই যে আমরা আকাম কুকাম করি আর গঙ্গায় স্নান করি। গঙ্গা স্নান করে শুদ্ধ হই।

Mr. Speaker :—Not আকাম—কুকাম, দুষ্কৃতি।

Shri S. L. Singh : —তারা বলেছিলেন, তাই বলছি।

Mr Speaker :—দুষ্কৃতি was the word.

'দুষ্কৃতির কোন কার্য্য আমরা করি এবং সেটাকে ক্ষালনের জন্য নাকি গঙ্গায় স্নান করি। গঙ্গা স্নান করি ঠিকই গঙ্গা স্নান সব সময়ই করি। চন্দ্র যখন রাহু গ্রস্থ হয় তখন করি আর সূর্য্যগ্রহণের সময় করি। সুতরাং পিকিং রূপ রাহু এখানে যেভাবে খেলা করছেন তাদের এই রাহু থেকে গঙ্গায় স্নান করে পবিত্রীকৃত হয়ে তাদের আক্রমণকে প্রতিরোধের জন্য তা করি। এবং সেটাকে করে আমরা গর্ববোধ করি। তবে এখন আবার দেখছি যে মাননীয় সদস্য—মস্কোর খুব প্রশংসা করছেন, মস্কোর প্রশংসা করার সাথে সাথে এতদিন আগে সেই পিকিংয়ের কথা ছাড়া কোন কথা মুখ থেকে বের হত না। তবে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে নর্মদা ও তাপ্তির জলে ধৌত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা তারা করছেন। যাই হউক Moscowwise Communist না হয়ে এখন Taptuwise Communist, Narmadawise Communist যদি হন তাহলে আরও আনন্দিত হব। আর যা হউক মাননীয় সদস্যরা এর বেশী কিছু বলেননি। তবে একটি কথা বার বার বলেছেন—গণতন্ত্র আর সমাজবাদের কথা। অতএব গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ভারতবর্ষ নূতন এক পদ্ধতি নিয়ে, ভারতবর্ষ সমাজবাদকে প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন। মাননীয় বন্ধু সেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রশংসা করেছেন এই দিককে প্রতিরোধ করতে গিয়ে। অতএব সেই দিকে আমি মাননীয় সদস্যকে প্রশংসা করব এই জন্যই যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দিকে দৃষ্টি এসেছে। তবে এই জায়গাতে এটা বলতে গিয়ে কতকগুলো কথা বলা হয়েছে যে, যারা ব্যবসায়ী Contractor, তাদিগকে আমরা সুবিধা দেই। মাননীয় সদস্য হয়ত অবগত আছেন যে তাদের Punishment এর জন্য Parliament থেকে কত আইন পাশ হয়েছে এবং তাদের জন্য সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব ভারতবর্ষ তাদের unaccounted money এবং black marketing যা চলছে তাকে বন্ধ করার জন্যই সক্রিয়ভাবে কাজ চালাচ্ছেন। তবে মাননীয় সদস্য যখন black marketing এর কথা বলছেন, unaccounted money র কথা বলেছেন, hidden money র কথা বলছেন

তখন মাননীয় সদস্য এই House এ বলেছিলেন এই যে উনারা নাকি পঁচিশ হাজার টাকা পাকিস্থান থেকে এনেছেন এবং এর সাথে সাথে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো যে সেই পঁচিশ হাজার টাকাকে ব্যাঙ্কে সংরক্ষণ করেছেন কি না, account দিয়েছেন কিনা এবং সেই দিক দিয়ে সেটাকে শুদ্ধ করে যেন তাহলে আরো সন্তুষ্ট হব black markating কে আমরা বন্ধ করতে পারবো, unaccounted money trace out করতে পারবো।

Mr. Speaker :— This matter is past.

Shri S. L. Singh : হ্যাঁ।

Mr. Speaker : No, No, the tmie is not over I mean this is irrelavent.

Shri S. L. Singh : I am speaking কারণ এই জায়গাতে মাননীয় সদস্য ব্যবসায়ী contractor যারা অসাধু ব্যবসা করেন তাদের প্রতিরোধ না করে আমরা এই বিলকে এনেছি এটা উল্লেখ করার জন্যই মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছিলেন, unaccounted money উনি এনেছিলেন। সে unaccounted money যদি রাখা হয়, তাহলে পরে অসাধু ব্যবসায়ীকে বন্ধ করা চলে, "নিজে আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়" তাহলে সেইটি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করে তুলতে পারবো এব তার সাথে সাথে আমার মনে হয় শ্রীমাননীয় সদস্য বলেছিলেন এই যে হাজার টাকা loan নিয়েছেন construction of House এর জন্য আমার মনে হয় সেই পঁচিশ হাজার টাকার Income Tax দেন নি এবং সেটার থেকে বাঁচার জন্য উনারা সরকার থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন যাহাতে Income Tax এর প্রক্রিয়ার মধ্যে উনাদের না আনা যায়। অতএব যদি Assess করা হয় তবে দেখা যাবে বাড়ীর valuation সেই টাকার চেয়ে অনেক বেশী হবে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা দেখছি, দুই দিক দিয়েই প্রতারণা চ ছে তবে এই ভাবে যদি black marketing এবং unaccounted money কে বন্ধ করে একটা সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাই তাহলে পরে আমাদের নিজেদের যে চরিত্র আছে, সেই চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে, নিজেদের unaccounted যে money আছে সেইগুলোকে সরকারের নিকট দাখিল করে দিয়ে যদি আমরা ঠিক ঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমরা প্রতিবারের unaccounted hidden money বের করে আমরা দেশের আবহাওয়াকে সুস্থ করতে পারবো অতএব আমি আবেদন করবো যাতে আমরা ঐ দিকে দৃষ্টি রেখে এই কাজে যদি তৎপর হই তাহলে unaccounted money কে বন্ধ করে দিয়ে Imitationকে Check করতে পারবো, এবং দেশের সুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারবো, এই বলেই আমি বিলের সমর্থনে এবং House এর কাছে আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি Speaker এর মাধ্যমে যে এই বিলকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই House গ্রহণ করবেন।

Shri Nripendra Chakraborty—Mr. Speaker Sir, আমার বক্তৃতাকে উনি refer করেছেন। আমি একটা Personal Explanation দিতে চাই। সেটা হচ্ছে এই, যে আমার কোন বাড়ী আগরতলাতে নেই। এবং আমার বাড়ী সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেটা ঠিক না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে পঁচিশ হাজার টাকা পাকিস্থান থেকে আনা হয়েছে একথা আমি বলিনি এবং এটা Irrelavent এবং contrary to facts তৃতীয় কথা হয়েছে যে পনর হাজার টাকা বাড়ী ocntructionএর জন্য Loan নেওয়া হয়েছে একথা আমি এখানে বলিনি কাজেই This is also contrary to facts. আমি যে কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে, যে বাড়ীতে আমি থাকি সে বাড়ী কি করে তৈরী হয়েছে সে প্রশ্ন তুলেছিলেন আমি সেই কথা বলেছিলাম কারণ সবাই জানেন যে যার বাড়ী তিনি উদ্বাস্তু এবং পাকিস্থান থেকে তাঁর যে বাড়ী বিক্রয় ইত্যাদির টাকা বা নগদ টাকা সেটা পাকিস্থান থেকে কি করে এনেছেন বা না এনেছেন, সেটা তিনিই বলতে পারবেন এবং সেই সম্পর্কে যদি ওরা তদন্ত করতে চান তবে তদন্ত করতে পারেন এবং টাকা দিয়ে তিনি ব্যবসা করেছেন কি না এবং ব্যবসায় তার আয় আছে কি না, বাড়ী তৈরীর কাজে সে টাকা কিছু ব্যবহৃত হয়েছে কি না সে সম্পর্কে যদি ওরা তদন্ত করতে চান, তদন্ত করতে পারেন এবং আমি মনে করি সেখানে যদি কোন দুর্নীতি থাকে তাহলে সেই দুর্নীতি তদন্ত করার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা Government এর আছে। কাজেই এই সম্পর্কে আমাকে জড়িত করে যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে, These are all contrary to facts.

Mr. Speaker :—Discussion is over I would now put the question to vote. The question before the House is the motion moved by the Chief Minister that The Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of Legislative Assembly (Tripura) Bill, 196 ; (Bill No 7 of 1964) be taken into consideration at once.

As many as are of the same opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES' have it.

I would now put the clauses of the Bill to vote one by one.

Clause 2. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES have it.

Clause 3. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

The point is not clear to me. Therefore I am putting the question to vote again.

As many as are of that opinion will please say AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it 'AYES' have it.

Clause 4 Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES' have it.

Clause 5. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES' have it.

Clause 6 Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES' have it

Clause 7. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES' have it.

Clause 8, Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES' have it.

Clause 1. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it, 'AYES' have it.

Mr. Speaker :—The Title stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'YES'

As many are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES' have it.

Next we come to the motion for passing of the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 7 of 1964). I shall now request the Chief Minister to move his motion for passing of the Bill.

Chief Minister :- Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 7 of 1964) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—I am putting this motion to vote.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Bill of the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 7 of 1964 is passed.

The List of business fixed for today is exhausted. So the House is adjourned till 11 A. M. on Tuesday, the 29th December, 1964.

APPENDIX 'A'

Papers laid on the table

Unstarred Question No. 320—by Shri Nripendra Chakraborty

Question	**Reply**
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state—	

1. Amount of money spent for maintenance and running of Jeeps mentioned below during 1961–62, 1962–63 and 1963-64 (upto November) :

TRA—124	TRA—248
TRA—184	TRA—293
TRA-185	TRA—301
TRA—201	TRA—318
TRA—247	TRA—474

A statement is laid on the table of the house.

2. Names of the officers who used the TRA—124 and TRA-247 during 1961–62 and 1962-63 ?

TRA-124 was used by the Dairy Development Officer and the Veterinary Asst. Surgeon of Mobile Veterinary Unit, Sadar and TRA-247 was used in the Key Village Block at Belonia by the Veterinary Asst. Surgeon in Charge of the block.

A Statement showing the amount of money spent for maintenance and running of the Jeeps during 1961-62, 1962-63 and 1963-64 upto November is placed on the table of the house.

MAINTENANCE AND RUNNING OF THE JEEPS

Number of Vehicles	1961-62	1962-63	1963-64(upto November)
TRA—124	Rs. 2,068·87	5 030·69	7,944·74
TRA—184	Rs. 1,491·56	4,187·01	3,800·85
TRA—185	Rs. 2,494·14	2.477·36	2,918·09
TRA—201	Rs. 3,978·80	1,933·14	3,871·36
TRA—247	Rs. 1,714·36	847·01	2,959·65
TRA—248	Rs. 1,428·79	2,162·95	3,388·63
TRA—293	Rs. 1,88·17	5,514·47	959·30
TRA—301	Rs. 953·82	3,897·76	486·86
TRA—318	Rs. 627·03	2.650·64	2,604·14
TRA—474	—	—	—

Such Jeep was not registered in Tripura.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

29th December, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Tuesday, the 29th December, 1964,

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty-five Members.

Mr. Speaker :- First item to-day in the list of Business is Question. Starred Question; I would call on Shri Dinesh Deb Barma, to give the Number of Question.

Shri Dinesh Deb Barma :- 313

Shri B. Das :- Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 313 by Shri Dinesh Deb Barma.

Question	Answer
1) Whether there is any Scheduled bus service between Khowai and Agartala and Khowai and Teliamura.	1) Between Khowai & Agartala only.
2) If not, whether the Govt. proposed to introduce it as early as possible ?	2) This is under consideration.

Mr. Speaker :- No supplementary ?

Shri Nripendra Chakraborty :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে খোয়াই থেকে আগরতলা কি কারণে এখনও এটা ইন্‌ট্রোডিউসড হচ্ছে না এই বাস সার্ভিসটা ?

শ্রীবি, দাস :- খোয়াই টু আগরতলা আছে আমি বলেছি। বিটুইন খোয়াই এণ্ড আগরতলা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ভায়া তেলিয়ামুড়া—খোয়াই টু আগরতলা কোন বাস সার্ভিস আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :- না, নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কি খোয়াই কালাছড়া দিয়ে যে বাস সার্ভিস সেটা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় ?

শ্রীবি. দাস :- এটা আমি বলেছি আণ্ডার কন্সিডারেশান। সেটা আমরা দেখছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ভায়া তেলিয়ামুড়া বাস সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করতে চেষ্টা করবেন কি ?

শ্রীবি, দাস :- খোয়াই টু তেলিয়ামুড়া আমরা বাস সার্ভিস ইন্‌ট্রডিউস করতে চেষ্টা করছি। আণ্ডার কন্সিডারেশান আমি বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- প্রশ্ন হচ্ছে খোয়াই টু আগরতলা ভায়া তেলিয়ামুড়া কোন খ্রো বাস সার্ভিস করার বিবেচনা আছে কিনা ? আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নাই।

মিঃ স্পীকার :- হোয়াট ওয়াজ ইওর কোশ্চান ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- মাই কোশ্চান ওয়াজ-দেট আগরতলা টু খোয়াই ভায়া তেলিয়ামুড়া খ্রো বাস সার্ভিস করার কোন কন্টামপ্লেশান আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :- না, নাই।

Mr. Speaker :- I would now call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :- 312.

Shri B. Das :- Mr. Speaker Sir, Question No 312 by Shri Nripendra Chakraborty.

Question	Answer
1) Whether the Government has provided any amenities for the travelling public for the bus terminals and stoppages on the main Roads of Tripura ;	1) No.
2) if so, the names of the places where such amenities have been provided ?	2) Does not arise.

Shri Nripendra Chakraborty :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই যে এ. এ, রোড যেটাকে বলা হয় আগরতলা-আসাম রোড তার অনেকগুলি ওয়ে সাইড ষ্টেশান আছে যেখানে যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় ?

শ্রীবি, দাস :- সেটা আছে। এখানে আমাদের একটা স্কীম আছে ফর সেটিং আপ অব রোড, ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ফর ত্রিপুরা এটা থার্ড ফাইভ ইয়ার প্লেনে ছিল। এখন সেটা হতে পারে নি উয়িং টু দি প্রেজেন্ট নেশ্যানেল ইমারজেন্সী। কাজেই সেটা এখন আমরা সেখানে করেছি কি যারা ট্রেন্সপোর্ট অপারেটরস এখানে যারা আছে তারা যাতে, যারা ডিরাইভিং বেনিফিট্‌স ফ্রম দি ট্রেভেলিং পাবলিক ইন ট্রেন্সপোর্ট বিজনেস তারা সেখানে ষ্টেট্‌ ট্রান্সপোর্ট অথরিটি থেকে তাদের এমিনিটিজ টু দি ট্রেভেলিং পাবলিক সেখানে দেওয়ার জন্য তাদের আমরা বলেছি এবং তার রিএকশান আমরা এখন পর্য্যন্ত জানি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ট্রেন্সপোর্ট ডেভলাপমেন্ট কাউন্সিল তারা ত্রিপুরা এডমিনিষ্ট্রেশনকে বহু আগে এই এমিনিটিজ দেওয়ার কথা বলেছেন। অল ইণ্ডিয়ার যে বডি আছে, ট্রেন্সপোর্ট ডেভলাপমেন্ট কাউন্সিল, এটা দেওয়ার কথা বলেছেন।

শ্রীবি, দাস :- আমাদের রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ফর ত্রিপুরা, থার্ড ফাইভ ইয়ার প্লেনে একটা স্কীম ছিল সেই স্কীমটা আমরা এখনও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি সে জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন আগরতলায় বটতলায় যাত্রীদের জন্য কোন ঘর তৈরী করবার পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- এটাত বলাই হ'ল যে যাত্রীদের সুখ সুবিধার জন্য যে বিধান করা সেটা আণ্ডার গভর্ণমেন্ট কন্টামপ্লেশান। গভর্ণমেন্টের-এর বিবেচনাধীন-এ আছে। অতএব প্রত্যেক জায়গার কথাই সেটাতে ইনক্লুডেড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- আমি একটা পার্টিকুলার জায়গার নাম বললাম সেটা সম্পর্কে আপনাদের ইমিডিয়েট কোন প্লেন আছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :-প্রত্যেক যায়গাতেই। প্রশ্নটা হল যে বাসে যারা চলেন তাদের সুবিধার্থে আমাদের কোন প্লেন স্কীম আছে কিনা? এবং সেই অনুসারে বলা হ'ল যে ইমারজেন্সীর জন্য আপাততঃ সেটা স্থগিত রাখা হয়েছে এবং সেই অনুসারে বলা হয়েছে যে বাস কর্তৃপক্ষ যারা তাদের কাছে আমরা বলেছি যে তোমরা এমিনিটিজগুলি দাও এবং সেটা গভর্ণমেন্টের আওতায় কনসিডারেশনে আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বাস কর্তৃপক্ষ কোথায় কোথায় ষ্টেশন করা হবে তার কোন প্লেন দাখিল করেছেন কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- বাস কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি তারা এখন পর্যন্ত সেটা দেয়নি। কোন্ কোন্ জায়গায় করবে সেটা আমরা তাদের বলেছি যে প্রত্যেক জায়গাতে যেখানে যেখানে বাস ষ্ট্যাণ্ড থাকবে সে সমস্ত জায়গাতে যাত্রীদের যাতে সুবিধা হয় সেরকম বিধান করতে [illegible] সেই অনুসারে তাদের কাজ করতে বলেছি। এখন পর্যন্ত তার রিএকশান আমরা পাইনি। পেলে পরেই সেটাকে আমরা জানাব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- গভর্ণমেন্ট যে বাস কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন সেটা কবে জানিয়েছেন সেটা জানতে পারি কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- এক্জাক্ট ডেট বলা সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- মাস খানেক না বছর খানেক হবে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :- বছর ত নয়ই। মাসও নয়, এর মধ্যেই আমরা জানিয়ে দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :-- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়টি প্যাসেঞ্জার শেড তৈরী করার কথা ছিল?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে যে এই পরিকল্পনা ইমারজেন্সীর জন্য স্থগিত আছে। অতএব যে কয়টাই থাকুক তিনটাই থাকুক, দুটাই থাকুক, পাঁচটাই থাকুক কোন কিছুই আমরা করতে পারিনি, আমরা বন্ধ রেখেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কি যে তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৫টি শেড তৈরীর জন্য ১৬, ৭৮, ০০০ টাকা খরচ করার কথা ছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এটা কনসোলেশন হলে পরে তো করাই যাবে। সেটাতো ছবিতেই আছে এখন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি আশা করছেন যে প্রাইভেট বাস ওনার্স যারা ত্রিপুরায় অধিকাংশ উদ্বাস্তু থেকে এসেছেন তাঁরা ১৬, ৭৮, ০০০ টাকা খরচ করবেন এই বাস সেড তৈরীর জন্য ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— হোয়াটেভার দে আর, রিফিউজী হোন, যাই হোন, তাঁরা বিজনেসম্যান, তাঁরা বাস সার্ভিসের বিজনেস করছেন। অতএব বিজনেস করলে পরে তাঁরা যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে তাঁদের দৃষ্টি রাখতেই হবে এবং সেজন্যই তাদিগকে বলা হয়েছে এটা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য বাসের যারা বিজনেস করবে, ব্যবসা বানিজ্য করবে তারা যাতে যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখতেই হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :-- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তাদের কয় লক্ষ টাকা করে ইনকাম হয় এই সমস্ত বাস ওনারদের ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এটা ইনকাম টেক্স অফিস থেকে জেনে বলতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— খবর নিয়ে জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ : আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— ইনকাম ট্যাক্স অফিস যে ১২ লক্ষ টাকার ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স এসেসড্ করছেন সে খবর রাখেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এটা কি প্রশ্ন করেছেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— প্রশ্ন ছাড়া কি আলাপ আলোচনা এখানে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আলাপ আলোচনা বলেইতো মনে হয়। কারণ সার্টেড টক যেগুলি হয় আলাপ আলোচনা বলেই মনে হয়, তারপর বলা হয় আমি বলিনি। সেইজন্যই বলছি আর কি। সেটা মাননীয় সদস্য এর কাছ থেকে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে মোটর ট্যাকস্ হিসাবে এই গভর্ণমেন্ট বছরে কত টাকা করে নেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ : - আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেন কিনা যে গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানতঃ এই প্যাসেঞ্জার শেড করা এবং টেকনো ইকনমিক সার্ভে তাঁরা এটা অত্যন্ত জরুরী বলে বলেছেন যে এই প্যাসেঞ্জার শেড না হওয়াতে যাত্রীদের খুবই অসুবিধা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমাদের মনে হয় মাননীয় সদস্য এর উত্তর প্রথমেই দেওয়া হয়েছে তারপরে দেওয়া হয়েছে যে যারা বাস করেন তাঁরা যাত্রীদের সুখসুবিধার জন্য দৃষ্টি দিবেন সেজন্য তাদিগকে বলা হয়েছে, এটা বলা হয়েছে। আর ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশন যতদিন পর্য্যন্ত না হয় সেটা দেওয়া যাবেনা। আগে এটা বলা হয়েছে। তারপর আবার এই কথাটা বলার অর্থ আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।

Mr. Speaker :— Next question by Hlura Aung Mog and Dinesh Deb Barma braketted.
Hlura Aung Mog.

Shri Dinesh Deb Barma :— 243

Shri B. Das :— Starred question No. 243.

Question :	Reply :
1. What are the powers and functions transferred to the Gaon Panchayats elected during 1962, 1963 & 1964.	Transfer of powers and functions to the Panchayats is under active consideration of the Govt.
2. Whether any budget has been transferred.	No.
3. If so, details thereof.	Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ত্রিপুরার যে পঞ্চায়েৎ আইন সেই পঞ্চায়েৎ আইন অনুসারে পাবলিক প্রোপারটিজ পঞ্চায়েতের এলাকা সেটা ভেষ্ট করে পঞ্চায়েতে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি বুঝতে পারলাম না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আই কেন রিপিট দি কোশ্চেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে ত্রিপুরার পঞ্চায়েৎ আইনে পঞ্চায়েৎ এলাকার মধ্যে যে সমস্ত পাবলিক প্রোপারটিজ আছে সেগুলি ৩৪(১), অব দ্যাট এক্ট সেগুলি পঞ্চায়েতের সম্পত্তি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যতক্ষণ পর্যন্ত এক্যোয়ার করা না হয়, পঞ্চায়েতকে হ্যাণ্ডওভার করলে পরে তারা সেই সম্পত্তির মালিক হতে পারেন, অধিকারী হতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আইনে এই প্রভিশন যেটা আপনি বলছেন, সেটা নাই। এটা জেনে নেবেন কি ? আইনে এই কথাই বলা হয়েছে যে পাবলিক প্রোপারটিজগুলি ভেষ্ট ইন এণ্ড বিলং টু দেম। পাঁচসভাতে ভেষ্ট করে এবং তাতে বিলং করে এবং এটার জন্য কোন ডিসিশন গভর্ণমেন্ট থেকে নেওয়া হয়নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—পাবলিক প্রোপারটি বলতে কি বুঝা যায় সেটা ক্লীয়ার করে দিন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে এই পাবলিক প্রোপারটির মধ্যে যে সমস্ত সরকারী বাজার আছে সেই বাজারগুলি পড়ে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই কথা আগেই বলা হয়েছে যে বাজার প্রোপারটি যে পাবলিক প্রোপারটি— দেওয়া দরকার হবে পঞ্চায়েতের হাতে সেটার একটা নোটিফিকেশন দরকার পড়ে। আচ্ছা এটা আপনাকে জানাব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় দেখে নেবেন কি যে সেকশান ৩৪(২)তে এই কথা বলা হয়েছে যে সমস্ত মার্কেট এবং ফেয়ার যেগুলো পাবলিক ল্যাণ্ডে আছে কোন পঞ্চায়েৎ এলাকার মধ্যে সেগুলি [illegible]

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যকে আগেই বলা হয়েছে যে যেগুলি পাবলিক মার্কেট আছে, কবর আছে, শ্মশান আছে সে সমস্ত রেভিনিউতে আছে। রেভিনিউ যতক্ষন পর্যন্ত তাদের হাতে ট্রান্সফার করে না দেবে ততক্ষন পর্যন্ত পঞ্চায়েৎ সেটা পেতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এইগুলি যদি পঞ্চায়েৎ আইন অনুসারে পঞ্চায়েৎ ভেষ্ট করে তাহলে এর যা কিছু রেভিনিউ হয় সেগুলি পঞ্চায়েতকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই জায়গাতেই বলা হয়েছে যে 'অল দিস আর রেভিনিউ প্রোপারটিজ'। রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট যতক্ষন পর্যন্ত তাদেরকে না দেবে ততক্ষন পর্যন্ত তারা পেতে পারেনা। অতএব সেটা আগেই বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দিবেন কি যে এই পাবলিক প্রোপারটি হিসাবে পঞ্চায়েৎ এলাকায় যে সমস্ত ফিসারীজ আছে সরকারী, যেসমস্ত বাজার আছে, যেসমস্ত ঘাট আছে, যে সমস্ত খোঁয়াড় আছে সেগুলি পঞ্চায়েতের বলে সমস্তগুলি রেভিনিউ পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিবেন কিনা আইন মতে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই ব্যাপারটা আগেই বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি রেভিনিউ ল্যাণ্ড রেভিনিউতে পড়েছে, খাস যত ল্যাণ্ড আছে। ফিসারীজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ফিসারি ডিপার্টমেণ্ট এর অধীনে। অতএব প্রত্যেকটা ডিপার্টমেণ্ট এর কনসেণ্ট এটেইন্ করে কার কোথায় কি দেওয়া হবে কি না সেটা আণ্ডার কন্সিডারেশন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে স্কুল, হসপিটাল এবং ডিসপেন্সারীতে গ্রাণ্ট দেওয়ার কম্পিটেণ্ট অথরিটি কে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট। ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট এটার অথরিটি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে ত্রিপুরা পঞ্চায়েৎ আইনে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ এবং চীফ কমিশনার তারা হচ্ছেন কম্পিটেণ্ট অথরিটি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আঞ্চলিক পরিষদে যখন আইন ছিল তখন আঞ্চলিক পরিষদের অথরিটি নিয়েই আমরা গ্রেণ্ট করতাম। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সেই গ্রেণ্ট বাজেট মত সেই বাজেট অনুসারে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টকে দিতেন, ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সেটা আমাদিগকে দিতেন। অতএব ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট হলেন কম্পিটেণ্ট অথরিটি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি মনে করেন যে পঞ্চায়েৎ আইনের যেখানে যেখানে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ আছে সেখানে সেখানে এটা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট বা চীফ কমিশনার যেখানে আছে সেখানে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট করে সংশোধন করা প্রয়োজন আছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আইন যেখানেই থাকে সেখানেই মানুষের প্রয়োজন এ সেই আইনকে নিতে হয় এবং নেয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই আইনটা কার্যকরী করার জন্য অতিক্রত এই এক্ট এবং রুলসের সংশোধনের জন্য তৈরী হচ্ছেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে যেখানে যেখানে আইনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা দরকার, কেবল পরিবর্ত্তন নয় পরিবর্দ্ধনও করা দরকার সেই অনুসারেই সরকার তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি সব সময় রাখবে এবং রাখছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে এই পঞ্চায়েৎ আইনে রিলিফ দেওয়ার যে ক্ষমতা সেটা তাকে দেওয়ার কথা আছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে তাদের হাতে যে সমস্ত ব্যাপার ট্রেন্সফার করবে তারা সেটা করবে এবং তারা একরডিং টু বাজেট সেটা দেবে। অতএব পুনঃ পুনঃ একই কথা বলার তো কোন কারণ নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে কৃষি ঋণ এবং সমস্ত ক্রেডিট সিষ্টেম এই পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়ার কথা আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রত্যেকটি ব্যাপার আগেই বলা হয়েছে পঞ্চায়েৎ আইন অনুসারে যে যে ক্ষমতা তাদের হাতে দেওয়ার কথা সেইটা গভর্ণমেণ্ট কন্সিডার করছেন। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। যত ঋণই আছে সেই কৃষি ঋণই হোক, শিক্ষা হোক, স্বাস্থ্য হোক, রাস্তাই হোক, পানীয় জলের ব্যবস্থাই হোক সেই ডিসপেনসারী হোক সে সমস্ত কিছু সরকারের চিন্তায় আছে, বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একথা স্বীকার করবেন কি যে সেকশান ৬০ সাব সেকশন এইচ এবং কিউ অনুসারে যদি আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রভিশান আছে সেই প্রভিশান যদি ভুলে না দেওয়া হয়, তাহলে কোন রিপ্রেজেনটেশনই পঞ্চায়েতগুলি করতে পারে না ? ফর প্রেণ্টস ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে এমেণ্ডমেণ্ট করা অথবা তাকে পরিবর্দ্ধন করার ব্যাপার সরকারের চিন্তাধীন আছে, সরকার তা করছেন, চিন্তা করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একথা স্বীকার করবেন কি যে তারা গণতন্ত্রের যে ক্ষমতা সেটা পঞ্চায়েতকে দিতে চান না আমলাতান্ত্রিকভাবে ধরে শাসন করতে চান, কর্মচারীদের দিয়ে, ভি, এল, ডব্লিউদের দিয়ে এবং এই কারণেই তাঁরা পঞ্চায়েতকে এই যে কৃষি ঋণ, রিলিফ ইত্যাদি ক্ষমতাগুলি দিচ্ছেন না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে পঞ্চায়েতকে আমরা স্থাপন করেছি এবং সেই অনুসারে প্রতিটি ইউমিট ধরে পঞ্চায়েৎ গঠিত হতে পারে তাদের সেই অধিকার থাকে সেই অনুসারেই পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। অতএব এটা গণতন্ত্রের পদ্ধতি। এখন এ পদ্ধতি যদি মহাশয়ের চিন্তাতে গণতন্ত্রের পদ্ধতি মনে না করেন, অন্য রকম গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করেন, রাশিয়া বা চাইনীজ গণতন্ত্রের কথা সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে আমরা দিতে পারব না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে গত তিন বছরে, তিন বছর আগে যে পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন হয়েছে সেই তিন বছরের মধ্যে সেই যে সিংহ মার্কা গণতন্ত্র সেটা কি কারণে চালু হল না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে ভারতবর্ষের যে গণতন্ত্র এটা ভারতবর্ষের জনসাধারণ···

Mr. Speaker : - I would request the Hon'ble Members of both the sides, they will not allow this trend of discussion in this line.

Shri Bir Chandra Deb Barma : This kind of replies should not be allowed.

Mr. Speaker :— I have appealed to the members of both the sides.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে আমরা এমেণ্ড করব, পরিবর্দ্ধন করব সেটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং সরকার সেটা বিবেচনা করছেন। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা গণতন্ত্রের কার্পণ্য করছিনা এবং করার কোন কারণ নাই।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—পঞ্চায়েৎ প্রধানদের ক্ষমতাকে খর্ব করে কোন কোন ক্ষেত্রে ভি, এল, ডব্লিউরা কাজ করছেন কিনা, সেই রকম কোন তথ্য আপনারা জানেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ভি, এল, ডব্লিউরা আছে এইখানে পঞ্চায়েতকে সাহায্য করার জন্য, খর্ব করার তো কোন কথাই উঠেনা।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— 273

Shri B Das :—Question No. 273 by Shri Atiqul Islam.

STARRED QUESTION NO. 273—BY SHRI ATIQUL ISLAM.

Question :	**Reply** :
1. The number of motor transport undertakings employing five or more motor transport workers and addresses.	1. The number of motor transport undertakings, so far registered, is 3. Their names and addresses are given below :— (a) M/S. Air Link (P) Ltd., Agartala, Tripura. (b) M/S. Sky Marine, Motor Stand, Road, Agartala, Tripura. (c) M/S. Saha Brothers, Hariganga Basak Road, Agartala, Tripura.
2. Whether the motor workers of such undertakings enjoy the benefit in accordance with the Motor Transport Workers' Act and Rules.	2. The Motor Workers are entitled to the benifits in accordance with the Motor Transport Workers' Act and Rules and may avail themselves of same.
3. if, not, the reasons thereof ?	3. Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি যে মটর ট্রেন্সপোর্ট এক্টস এণ্ড রুলস অনুযায়ী একজন ওয়ার্কারস্ আট ঘণ্টা কাজ করতে হয় কিন্তু মালিকরা তাকে ১২ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করান ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এটা—ঠিক এই ধরণের ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবগত নহেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি যে আইন অনুযায়ী তাদের এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেওয়ার কথা আছে কিন্তু এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার তাদের দেওয়া হয়না ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এই সম্বন্ধে কোনরকম ডিসপিউট গভর্ণমেণ্ট পায় নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি ত্রিপুরা সরকার যে আইন করেছেন যে ৫ জন বা তার বেশী যদি কর্ম্মচারী থাকে তাহলে আইন অনুযায়ী তারা সুযোগ সুবিধা পাবে এবং তার ফলে মালীকরা বিভিন্ন নামে গাড়ীগুলির মালিকানা দেখানোর ফলেতে কোন কর্ম্মচারী সেই আইনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা।

শ্রীবিনোদ দাস :—এটা হচ্ছে আমরা তো এখানে ৩টি মাত্র রেজিষ্ট্রি করেছি, কিন্তু সেই আইনগুলি তারা মানছে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ত্রিপুরা সরকার যে রুলস করেছেন সেই রুলসের ফলে অধিকাংশ মটর ওয়ার্কারসরা কোন রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না ?

শ্রীবিনোদ দাস :— এটা সম্বন্ধে কোন রকম ডিসপিউট গভর্ণমেণ্ট পায় নি। পেলে পরে সেটা দেখা যাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে ত্রিপুরা সরকার যে রুলস করেছেন সেই রুলসটাকে সংশোধন করা প্রয়োজন।

শ্রীবিনোদ দাস :—যতক্ষন পর্য্যন্ত আমরা ডিসপিউট না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা তা বুঝতে পারছি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মটর ওয়ার্কাস এসোসিয়েশান থেকে তারা কোন চার্জ্জ অফ ডিমাণ্ড পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে রেজিষ্টার্ড এমপ্লয়াররা নোটিশ অফ পিরিয়ড অফ এমপ্লয়মেণ্ট ইন ফর্ম্ম নাম্বার ৫ তারা রাখেন কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :—আইন অনুযায়ীত রাখা উচিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সেটা কন্সপিকিউয়াস প্লেসে রাখা হয় কিনা যাতে সব শ্রমিকরা দেখতে পায়।

শ্রীবিনোদ দাস :—সেটা আগেই বলা হয়েছে যে আইন অনুযায়ী রাখা উচিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—উচিতের প্রশ্ন হচ্ছে না, সেটা রাখা হয় কিনা ? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি এটা ভেরি ইমপরটেণ্ট, ওয়ার্কারসদের দেখবার মত জায়গাতে সেই নোটিশ অফ এমপ্লয়মেণ্ট সেটা রাখা হয় কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস : এই পর্য্যন্ত সরকার এই সম্বন্ধে কোন রকম কমপেলইন পায় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি মটর ট্রেনসপোর্ট ওয়ার্কাসরা উইকলি রেষ্ট এবং কমপেনসেটারী হোলিডেস এজ পার রুলস সেটা পাচ্ছেন কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :—রুলস অনুযায়ী তো সব কিছুই পাওয়া উচিৎ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা বলবেন রেজিষ্টার অফ কমপেনসেটারি হোলিডেস যেটা ফর্ম্ম নং ৬ রাখার কথা সেটা রাখা হচ্ছে ?

শ্রীবিনোদ দাস :— একথা আমি আগেই বলেছি যে আইন অনুযায়ী সবই রাখা উচিত তাদের ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আইন অনুযায়ী মটর ওয়ার্কার্সরা ইউনিফর্ম্ম পাওয়ার কথা তারা সেটা পায় কিনা ? মালিকরা সেই ইউনিফর্ম্ম কোন শ্রমিককে দেয় কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এই সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত সরকার কোন কমপেলইন পান নি কিংবা কোন ডিসপিউট কোন কিছু উঠেনি, কাজেই এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে চীফ কমিশনার অফিসিয়েল গেজেটে কয়দিন হোলিডেইজ বলে ডিক্লেয়ার করেছেন ফর মটর ট্রেনসপোর্ট ওয়াকাস একরুডি টু সেকশান ৩২ অফ দি রুলস ?

শ্রীবিনোদ দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে লিভ বুক এটা দেওয়া হয় কিনা শ্রমিকদের ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এই সম্বন্ধে কোন রকম ডিসপিউট তো আসে নি সরকারের কাছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—না, না, সে কথা বলা হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, দে হেভ গট ইনসপেকটাস এণ্ড চীফ ইনসপেকটাস হু ইজ টু লুক আফটার অল দিজ থিংগস, দে কেন প্রভাইড দিজ ইনফর্মেশান হোয়েদার দি লিভ বুকস আর গিভেন টু আওয়ার মটর ওয়ার্কাস দেট ইজ দি কোশ্চেন।

শ্রীবিনোদ দাস :—এই কথার উত্তরে আমি আগেই বলেছি যে যেখানে আইন অনুযায়ী থাকা উচিত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডিসপিউট আমরা না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কিছু বলতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—দি মিনিষ্টার, মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা বলতে পারেন যে প্রত্যেক ওয়াকার যখন মটরে থাকেন তখন তার হাতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কণ্ট্রোল বুক যেটাকে বলা হয় সেটা তাদের দেওয়া হয়, মালিকরা তাদের সেটা দেন এজ পার রুলস একথা কি বলতে পারেন যে এটা দেওয়া হয় প্রত্যেক ওয়াকারকে ?

শ্রীবিনোদ দাস :—আমিত আগেই বলেছি যে আইন অনুযায়ী সব কিছুই দেওয়া উচিত। যদি আমরা কোন কিছু ডিসপিউট আমরা না পাই তাহলে আমরা কি করে বলব ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এটা ডিসপিউটের কোশ্চান হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের এই যে ইনসপেকসান ষ্টাফ তাতে চীফ ইনসপেকটার যিনি তাকে নিয়ে কজন আছে—হাউ মেনি ইনসপেকসান ষ্টাফ ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এটা তিনজন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে তাদের ইনসপেকসন যে ষ্টাফ কোন কেস, দিয়েছে কিনা কোন এমপলয়ারের এগেনষ্টে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। তবে প্রথম কথা হচ্ছে যে ট্রেনস্পোর্ট ওয়ারকারদের সম্বন্ধে যে কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে ৫ জন ওয়ারকার্স'এর বেশী যে জায়গাতে থাকে সেখানে রেজিষ্ট্রি করা হয় এবং আমরা যখন গেজেটে প্রথম প্রকাশ করলাম এই সম্পর্কে আইনটা তখন দেখা গেল কোন এমপলয়ার সেখানে কোন রকম রেজিষ্ট্রি করার জন্য এগিয়ে আসেন নি। আমাদের ইনস্পেক্টাররা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে খবর নিয়ে এ পর্যন্ত তিন জন মালিককে বাধ্য করেছেন যাতে তারা রেজিষ্ট্রি করে। কাজেই রেজিষ্ট্রী করার পরে যে এমিনিটিজ'এর কথা বলা হয়েছে সেগুলি অটমেটিক্যালি আসে, যদি না আসে, মালিকরা যদি তা পালন না করেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কমপ্লেইন এলে পরে গভর্ণমেণ্ট সেটা দেখেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এমপ্লয়ারদের ভয় করে বলে শ্রমিকরা নালিশ করেন না এবং এটা শ্রমিকদের নালিশ করার কথা নয় এটা চীফ ইনস্পেক্টার এবং ইনস্পেক্টারদের দেখার কথা যে তাদের ইনটারেসটা রক্ষা হচ্ছে কিনা সেটা গভর্ণমেণ্ট থেকে দেখার কথা, এটা শ্রমিকদের দেখার কথা নয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : শ্রমিকদের এই কথাটা আমি ঠিক স্বীকার করে নিতে পারছি না। কারণ শ্রমিকদের ইউনয়ান যে কথা মাননীয় সদস্যরা নিজেরা বলেছেন যে তাদের ইউনিয়ান রয়েছে কাজেই ইউনিয়ান যেখানে রয়েছে সেখানে তারাই এই সমস্ত কালেকশান করলে, আইনের বিপক্ষে কিছু গেলে পরে তারা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে শ্রমিকরা একরডিং টু রুলস ওভার টাইম পান কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটাত আগেই বলা হয়েছে যে এই ধরণের কোন কমপ্লেইন এলে পরে আমরা সেটা দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কমপ্লেইনের কথা হচ্ছেনা, ওভার টাইম পান কিনা ? হোয়েদার ইট ইজ আণ্ডার ইনফরমেশান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : যদি ওভার টাইম করান হয় তাহলে ওভার টাইম বোধহয় তারা পেয়ে থাকেন নয়ত কমপ্লেইন নেই বলে ? নিশ্চয়ই পান নয়ত কমপ্লেইন থাকত।

Mr. Speaker : Next I would call on Shri Hlura Aung Mag,

Shri Hlura Aung Mag : - 337,

Shri B. Das : Starred Question No, 337,

Question	Answer
1) Whether the present Jail Code in Tripura is outmoded'	1) No.
2) Whether the Home Ministry suggested modification of the present Jail code ;	2) Yes

3) If so, what steps have been taken in the matter?

3) The modifications suggested are of general nature applicable to all the states. In Tripura we have adopted the Bengal Jail Code and have referred to West Bengal to let us know how the position obtains there and to make available to us correction or modification if they have made any by now or to let us know when this may be completed and available.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে জেইল কোডটা ফ্রম টাইম টু টাইম তার মডিফিকেশান ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস :—সেটা আমরা বলেছি যে তার মডিফিকেশান এবং কারেক্‌শান যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল'এ হচ্ছে টাইম টু টাইম এবং আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে লিখে দিয়েছি এখন তাদের পজিশান জানাবার জন্য তারা যে মডিফিকেশান করেছেন তার রেজাল্‌ট কি এবং সেটা যখন কমপ্লিটেড হবে এবং এভেইলএবল্‌ হবে তখনই জানান হবে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে আমরা সব সময়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গল'এর কোড ফলো করি কেন ? আমরা নিজেরা একটা কোড তৈরী করি না কেন ?

শ্রীবি, দাস : প্রশ্নটা ভাল বুঝা গেল না।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—আবার বলব ? আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জেইল কোড নিজেরা করি না কেন ? সব সময়েই ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে ধার করে কেন আনতে হয় ?

শ্রীবি, দাস :—যে মডিফিকেশান এখানে সাজেস্‌ট করেছি এটা জেনারেল নেচারের এবং এপ্লিকেব্‌ল টু অল্‌ ডিষ্ট্রিক্টস্‌। কাজেই ওয়েষ্ট বেঙ্গলের যে জেইল কোডটা আমাদের এখানে নেওয়া হয়েছে এবং সেটাই আমরা ফলো করছি।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের নিজস্ব কোন জেইল কোড করার কোন রকম কনটেমপ্লেশান আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—যে জেইল কোডটা ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে আমরা এনেছি সেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলের যে কতকগুলি মডিফিকেশান এবং কারেক্‌শান করা হয়েছে সেটা আমরা জেনে নিচ্ছি এবং তাছাড়া আমরা নিজেরাও কতকগুলি মডিফিকেশান এবং কারেক্‌শান করছি। যেমন এখানে আমরা—

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মডিফিকেশান আমরা চাচ্ছি না, আমাদের নিজেদের কোন কোড হবে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—হ্যাঁ নিজেরাও আমরা করছি।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—আর কতকাল করবেন ?

শ্রীবি. দাস :—কতকাল এ সব করছি না এখনই আছে। সেগুলি যেমন এখানে আমরা কতকগুলি স্কীম নিয়োছ একটা হল ওয়েজ স্কীম, পঞ্চায়েত সিস্টেম, গান্ধি স্কীম, কম্‌পালসারী এডুকেশান স্কীম, গেম্‌, স্পোর্টস, কেন্টিন এবং ক্লাসিফিকেশন প্রভৃতি এই সবগুলি আমরা করছি। এই ছাড়াও মেলাতে পার্টিসিপেট করতে এবং প্রদর্শনীতে যেতে আমরা তাদের এলাও করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যারা জুবিনাইল তাদের সবাইকে স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—আমরাত সে কথা আগেই বলেছি যে আমরা সে স্কীমটা আমরা নিয়েছি...কম্‌পালসারী এডুকেশান স্কীম এবং সেখানে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ডি, আই, রুলে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় তারা কি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, আমাদের এখানে কোন রুলস আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস—আমরা ত বরাবর ওয়েষ্ট বেঙ্গলের জেইল কোডকে ফলো করে আসছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম —জেইল কোডের কথা হচ্ছে না, ডি, আই, রুল সেকশান ৩২ যাদের গ্রেপ্তার করা হয় তারা জেইল রুলস অনুসারে কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন ?

শ্রী বি, দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এক্টে যাদের রাখা হয় তাদের জন্য আলাদা কোন কোড বা রুলস আছে কিনা—জেইল রুলসে।

শ্রী বি, দাস :—এটা আমরা পরে জেনে বলব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এখানকার আই, জি, (ইনস্‌পেক্টার জেনারেল) অফ্‌ জেইল তিনি কোন রিকমেণ্ডেশান করেছেন কিনা ফর সার্টেইন মডিফিকেশান ?

শ্রী বি, দাস :—এটার উত্তর আমি আগেই বলেছি যে এখানে আমরা কতকগুলি মডিফিকেশান করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে আই, জি, কোন রিকমেণ্ডেশান দিয়েছেন কিনা গভর্ণমেণ্টের কাছে, সাবমিট করেছেন কিনা ফর সার্টেইন মডিফিকেশান অফ দি জেইল কোড ?

শ্রী বি, দাস :—এটা ত টাইম টু টাইম মডিফিকেশান এবং কারেকশান হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আই, জি, এইরকম কোন রিকমেনডেশান করেছেন কিনা ? গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রেস করেছেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস :—আমি আগেই বলেছি যে কতকগুলি স্কীম আমরা এখানে ইনট্রডিউস করেছি (ইনটেরাপশান) কথাটা আমি বলে নেই যে স্কীমগুলি করেছি সেটা আণ্ডার আই, জি, রিকমেণ্ড করেছেন কিম্বা আমাদের গভর্ণমেণ্ট সেখানে কন্সিডার করেছেন কাজেই টাইম টু টাইম আই, জির কাছ থেকে রিকমেনডেশান আসছে।

Mr. Speaker :—Next I would call on Shri Atiqual Islam.

Shri Atiqual Islam—316.

Shri B. Das :—Question No. 316 by Shri Atiqual Islam.

Question	Answer
1) Whether there is any proposal of the Government to set up a workshop cum training centre to provide repair facilities for the motor vehicles and training facilities for motor workers.	1) No.
2) if so, steps taken for the implementation of that scheme ?	2) Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তিনটি পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে কোন টাকা ধরা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ওয়ার্কসপ কাম ট্রেইনিং সেণ্টার বলে কিছু আমাদের ধরা হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে টেকনো ইকোনমি সার্ভেতে একথা বলা হয়েছে যে ১৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা এই কাজের জন্য ধরা হয়েছে যেখানে ১০০টি ট্রেনস পোর্ট মেরামত ইত্যাদি করা যায় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা যেটা আমাদের স্কীম ছিল ট্রনসপোর্ট ওয়ার্কসপ করার জন্য সেটা ট্রেনসপোর্ট কর্পোরেশানের সঙ্গে লিঙ্কআপ ছিল। যেহেতু ট্রনসপোর্ট কর্পোরেশান করা হয়নি, সেজন্য ওয়াকসপও করা হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন এখানে যে ২ হাজারএর উপর আমাদের মটর ট্রেনসপোর্ট রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ট্রাক, বাস ইত্যাদি তারজন্য এই ধরণের ফেকটরি বা ওয়ার্কসপ দরকার।

শ্রী বি, দাস :—আমাদের মটর ব্ল্যাকস্মিথ ইউনিট দুইটি আছে। একটি হচ্ছে উদয়পুরের এবং অপরটি ধর্মনগর এর সেখানে এই দুইটি ব্ল্যাকস্মিথ ইউনিট যে আছে সেখানে ভেহিকেল ওনারস যারা তাদের বাসগুলি সেখানে নিয়ে আসে। সেখানে আমাদের ট্রেইনিং সেণ্টারও আছে। সেই ট্রেইনিং সেণ্টারে বাসগুলি রিপেয়ার করে দেওয়া হয়। তাতে হয় কি ট্রেইনি যারা তারা সেখানে ট্রেইনিং রিকোয়ারমেণ্ট যেগুলি আছে সেগুলি পাচ্ছে এগেইনষ্ট পেমেণ্ট অফ চার্জেস। এ ছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট যে কৈলাশহরে আছে সেখানে টিগার্ডেনে মেশিনারী পার্টস আছে অথবা মটর ওনার্স যারা তাদের যে জিনিষগুলি আছে সেগুলির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে এবং রিপেয়ার করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর এখানে রুরেল ইণ্ডাষ্ট্রি প্রজেক্টে আমাদের একটা স্কীম আছে সেখানে আমাদের একটা রিকমেনডেশান আছে···

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মোট্টই ইরিলিভেণ্ট।

শ্রী বি, দাস :—ইরিলিভেণ্ট মোটেই নয়, সেটা পরে বলবেন। আমাদের স্মল ওয়ার্কসপ যে দুইটি খোলার কথা সেখানে পাবলিক সেকটারে কথাবার্তা হচ্ছে এবং সেটা আণ্ডার কনসিডারেশান অফ দি গভর্ণমেণ্ট আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে একটা সেনট্রাল মোটর ওয়াক-শপ এবং দুটো বাগপাশাতে এবং শান্তির বাজারে এই তিনটি ওয়ার্কশপ করার কথা ছিল। আমাদের যে মোটর ট্রেনসপোর্ট সেগুলি মেরামতের জন্য সেই সম্পর্কে আপনারা বিবেচনা করতে রাজী আছেন কিনা ? আমার এখানে কোন ব্ল্যাকস্মিথ বা গোল্ডস্মিথের কথা হচ্ছে না এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কশপের কথা।

শ্রীবি, দাস :— ব্ল্যাকস্মিথের কথাও আসছে, ওয়ার্কশপের কথাও বলছি, চা বাগানের কথাও আসছে, আমাদের ওয়ার্কশপের কথাও আসছে সেগুলি তো আমাদের 'ট্রনি' কাম প্রডাকসন সেণ্টার করা হয়েছে তো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমার কথাটার জবাব পেলাম না whether there is any proposal or they will adopt any proposal in future for setting up such workshop for maintenance and repair of the motors.

শ্রীবি, দাস :— এটার উত্তরে আমি বলেছি যে আমাদের রুরেল ইনডাষ্ট্রীজ প্রজেক্ট আণ্ডার কনসিডারেশন অব দি গভর্ণমেণ্ট।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Nripendra Chakraborty

Shri N. Chakraborty :—322.

Shri B. Das :—Mr. Speaker, Sir, Starred question No. 322 by Shri Nripendra Chakraborty.

Question	Reply
(1) Whether an Drug Control Act or Order is in operation in Tripura :	The provisions of the Drugs Act, 1940 and Drugs Rules, 1945 are in force in Tripura since 1953.
(2) Whether the maximum price of all standard drugs has been fixed by the Government	No. The maximum price of drugs is fixed by the Manufacturing Firms concerned.
(3) If so, what administrative machinery has been set-up for enforcing that maximum price ?	Does not arise in view of (2) above.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীগুলি যে ম্যাক্সিমাম প্রাইসটা ফিক্স আপ করে দেয় সেটাকে এনফোরস করার কোন আইনগত ক্ষমতা এই গভর্ণমেন্টের নাই বলে কি সেটা এনফোর্স করছেন না।

শ্রীবি, দাস :—এখানে গভর্ণমেণ্টের আইনগত ক্ষমতা আছে। এইখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬২তে, ড্রাগস অর্ডার ১৯৬২—ডিসপ্লে অব প্রাইসেস, এই এক্টটা চালু হয়েছে এবং এখানে লাইসেন্সিং অথরিটি হচ্ছেন দি সুপারিনণ্টেডেণ্ট অব দি ভি, এম, হসপিটাল, আগরতলা। এ ছাড়া আমাদের আছে টেন মেডিকেল অফিসারস ইন দি সাবডিভিশনস ইনক্লুডিং দি স্কুল হেলথ অফিসার, সদর এণ্ড অলসো মেডিকেল অফিসার ফর হুয়িচ টু সারটেন প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারস তারা সেখানে এক্স অফিসিও ইনস্পেক্টার হিসাবে কাজ করছেন এবং সেইগুলি প্রাইস লিষ্ট যেটা টাংগিয়ে দেওয়া হয় সেগুলি ফ্রম টাইম টু টাইম ইনস্পেক্ট করবার জন্য তাদের ডিরেক্শন দেওয়া আছে এবং তারা তাই করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন অধিকাংশ দোকানে এই ধরণের কোন প্রাইস লিষ্ট টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় না ?

শ্রীবি, দাস :—আমরা যতটুকু খবর রাখি অধিকাংশ দোকানেই সেগুলি টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইনস্পেক্টার সেখানে আছে সেগুলি ফ্রম টাইম টু টাইম ইনস্পেকশন হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে যেসব জায়গাতে খাতাপত্রের মধ্যে প্রাইস লিষ্ট আছে সেখানে সেগুলি ইংরাজীতে থাকার ফলে অধিকাংশ যারা গ্রামের লোক তারা বুঝতে পাবে না ?

শ্রীবি, দাস :—তারা যা কিছু অসুবিধা হয় সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করলেই সেটা বুঝে নিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি প্রতিশ্রুতি দিবেন যে কেউ যদি এই প্রাইস লিষ্ট এর বাইরে জিনিষপত্রের বেশী দামে কিনেন তাহলে আইন অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

শ্রীবি, দাস :—যদি কেউ, এতো বিধি ব্যবস্থা আছেই। যদি সেই রকমের কিছু করে তা হলে নিশ্চয়ই বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আইন অনুসারে।

Mr. Speaker :—There is no other supplementary on this. Then I would call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma :—326

Shri B. Das : - Starred question No 326 by Shri Dinesh Deb Barma.

Question	Reply
Will the Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—	
1. How the State Transport Authority has been composed	The composition of the State Transport Authority as follows— 1) Judicial Secretary—Chairman 2) Supdt. of Police — Member. 3) Superintending Engineer — Member. 4) Umesh Lal Singh — Member. 5) Krishnadas Battacharjee — Member. 6) Rajmohan Saha — Member. 7) District Magistrate—Member Secy.

Question	Reply
2 Whether any member of the public has been associated with it ;	Yes.
. If so, how they have been selected ?	The non-official members have been selected from among public of standing.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে কি কি গুণ থাকলে পরে একজন মানুষ ট্রেন্সপোর্ট অথরিটির মেম্বার হতে পারে ?

শ্রীবি, দাস :— আমি এটার উত্তর আগেই বলেছি যে অন পাবলিক আউটষ্টেণ্ডি.।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা স্বীকার করবেন যে এই ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটিতে ট্রেন্সপোর্ট ওয়ারকার্সদের একজন প্রতিনিধি থাকা দরকার ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আইনে কোন এই রকম প্রভিশন নাই যে ওয়ার্কারসদের কাছ থেকে নিতে হবে বা ওনারসদের মধ্য থেকে নিতে হবে। সেটা সিলেকশানের সময় যদিও দেখা যায় যে ওয়ার্কারসদের যদি কোন ডিমাণ্ড থাকে কিম্বা পারমিট সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে এস, টি, এ, -এর মেম্বার না হলেও তাদের রিপ্রেজেনটেশানের উপর এস, টি, এ, মিটিং-এর সময় তাদের আনতে দেওয়া হয় এবং তাদের বক্তব্য বলতে দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এখানে ১২ জন এম, এল, এ অপোজিশনের থাকা সত্ত্বেও তাদের একজনও এই বডিতে নেওয়া হয়নি কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : এখানে অপোজিশন রুলিং পার্টির বলে কোন কথা নাই। পাবলিক আণ্ডার-ষ্ট্যাণ্ডি এ তাদের নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বডিটাকে রি-কনষ্টিটিউট করবেন কি এবং করার সময়েতে অপোজিশন এম, এল, এ, দের মধ্য থেকে একজন নেবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রত্যেক বছরেই নন অফিসিয়ালদের বদলানোর নিয়ম আছে। প্রত্যেক বছরেই এটা রি-কনষ্টিটিউট হচ্ছে, রি-কনষ্টিটিউশনের সময় সমস্ত দিক বিবেচনা করা হয়।

Mr. Speaker :- I think there is no other supplementary. Then Starred Questions are over. There are 3 unstarred questions— one No. 311 asked by Shri Nripendra Chakraborty, another No. 346 asked by Shri Monohor Ali and another 327 asked by Shri Dinesh Deb Barma. The Ministers may lay on the Table of the House replies to these unstarred questions.

(The replies to the unstarred questions were laid on the Table)

Unstarred Question No. 311 by Shri Nripendra Chakraborty M. L. A

Question	Reply
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—	

Question	Reply	
1. The present scheduled rates of fare for motor services in different Government recognised routes of Tripura.	(a) On Hills roads	7(seven) paise per passenger per mile.
	In plane areas.	
	(b) Black topped roads	5(five) paise per passenger per mile.
	(c) Metalled roads	6(six) paise per passenger per mile
	(d) Kutchha roads	10(ten) paise per passenger per mile.
		In respect of Contract Carriages the scheduled fare is 62 paise per passenger per mile for all categories of roads
2. Whether the rates are reasonable	Yes.	
3. If not, steps taken retension of these rates of fares ?	Does not arise.	

Unstarred Question No. 327 by Shri Dinesh Deb Barma M. L. A

Question	Reply
1. Whether the Government has any proposal for the establishment of a State-Owned Transport undertaking for goods and passenger transport in Tripura	The Government has no proposal for establishment of State Transport undertaking or carrying of goods. But a Scheme for setting up of a State Transport Corporation for passenger transport was included in the Third Five year Plan. The implementation of the said scheme has been deferred until further orders owing to the national emergency.
2. if so, what step has been taken to give effect to that proposal ?	Does not arise.

Unstarred Question No. 345—by Shri Monchor Ali, Member.

Question	Answer
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industries Department be pleased to state :—	
1. amount of money paid as Industrial loan to each individual during 1951-64 and its Division-wise break up :—	1. Total amount of Industrial load paid Rs. 17,61,643·00 from 1954 to 1964 (no loan paid up-to 1953). Name of individual & Division-wise break up shown in Annexure-'A'.
2. how many Industries which have been granted loan are still in running condition :—	2. 207.
3. total number of individual or institution who have failed to start Industries for which loans were taken :—	3. 101.
4. what steps have been taken by the Government for realisation of the loan from those who failed to start Industries :—	4. 75 Nos. of Certificate Cases as per terms and conditions of the bond between loanee and Government have been filed and preliminaries are being done for the rest.
5. total amount of unrealised loan and their Division-wise break up :—	5. Total amount of unrealised loan is Rs. 2,90,259·18 P. Division wise break up shown in the Annexure- B'

ANNEXURE—'A' (1)

INDUSTRIAL LOAN PAID UNDER REHABILITATION SCHEME DIVISION-WISE.

Sl No.	Name & address of the loanees.	Amount paid	Year of payment	Remarks.
1	2	3	4	5
	SADAR SUB-DIVISION.			
1.	Small Industries Handicrafts Centre Banamalipur, Agartala.	26,000/-	1959-60	
2.	Tripura Ply Wood Corporation Ltd., Agartala.	3,443/-	-do-	
3.	Star Soap & Candle Worker's Co-op, Society Ltd., Agartala.	7,500/-	-do-	
4.	Biswakarma Mrit Silpa S. S. Ltd., Golbazar, Agartala.	3,500/-	-do-	
5.	Jampuijala S. S S. S. Ltd.	12,500/-	-do-	
6.	Nehalchandranagar S. S. S. S. Ltd., P. O. Bishalgarh.	7,000/-	-do-	
7.	Shri Rabindra Deb Barma, Jirania, Tripura.	7,000/-	-do-	

1	2	3	4	5
8.	Shri Harinarayan Banik, Municipal Road. Agartala.	7,000/-	1959–60	
9.	Shri Sunil Kumar Ghatak, Ramnagar Road No. 1, Agartala.	5,000/-	-do-	
10.	Shri Chittaranjan Bhowmik, Town Pratapgarh, Agartala.	5,000/-	-do-	
11.	Shri Arjun Deb, Bordwali, Agartala.	2.500/-	-do-	
12.	Shri Santiranjan Ghosh, Ramnagar Road No. 1, Agartala,	5,000/-	-do0	
13.	Gopalnagar S. S. S. S. Ltd., Fatikchhara, Tripura-	7,000/-	-do-	
14.	Shri Dhirendra Chandra Sutradhar Laxminarayan Bari Road, Agartala.	2,000/-	-do-	
15.	Shri Rabin Sen Gupta, Agartala.	5,000/-	-do-	
16.	Shri Subodh Majumder, Agartala.	3,000/-	-do-	
17.	Shri Sushil Deb, Agartala.	4,000/-	-do-	
18	Shri Benoy Bhusan Bardhan Roy, Math Chowmuhani, Agartala.	5,000/-	-do-	
19.	Shri Nandalal Majumder, Malaynagar - Agartala	7,500/-	-do-	
20.	Shri Bhagaban Chandra Debnath, Krishnanagar, Agartala.	5,000/-	-do-	
21.	Shri Madhan Dey, Sibnagar Agartala.	4,000/-	-do-	
22.	Shri Samarendra Deb, Gandhigram. Tripura.	2,000/-	-do-	
23.	Nripendranagar S S. S. S. Ltd.	7,500/-	-do-	
24.	Shri Hem Chandra Podder, Melarmath, Agartala.	7,500/-	-do-	
25	Shri Bidhu Bhusan Bhowmik, Mogra Road, Agartala.	4,250/-	1960-61	
26.	Shri Deba Prasad Ganguly, College Tilla, Agartala.	6,000/-	-do-	
27.	Shri Bhuban Chandra Dey, Mogra Road, Agartala.	5,000/-	-do-	
28.	Shri Nripendra Kumar Chanda, Agartala.	7,500/-	-do-	
29.	Shri Indra Kumar Nath, Golbazar, Agartala.	7,500/-	-do-	
30.	Shri Satish Chandra Debnath, Jogendranagar, Agartala.	3,000/-	-do-	
31.	Shri Sudhir Bhattacharjee, Krishnanagar, Agartala.	3,000/-	-do-	

1	2	3	4	5
32.	Shri Sunil Gon, Surja Road, Agartata.	7,500/-	1960–61	
33.	Shri Niranjan Roy, Banamalipur, Agartala.	7,500/-	-do-	
34	Shri Ajit Choudhury, Sibnagar, Agartala.	7,500/-	-do-	
35.	Shri Karunamoy Goswami, Abhoy-nagar, Agartala.	4,000/-	-do-	
36.	Shri Biswanath Bhattacharjee, Motorstand, Agartala.	4,000/-	-do-	
37.	Shri Suresh Bhattacharjee, Jogendra-nagar. Agartala.	4,000/-	-do-	
38·	Shri Gouranga Paul, Gangail Road, Agartala.	2,000/-	-do-	
39	Shri Mandusudan Dutta, Golbazar, Agartala.	2.000/-	-do-	
40.	Shri Sukumar Deb, West Bhubanban, Tripura.	1,000/-	-do-	
41.	Shri Abinash Das, Arundhatinagar, Agartala.	7,500/-	-do-	
42.	Shri Rajendra Chakraborty, Akhaura Road, Agartala.	5,000/-	-do-	
43.	Shri Nibaran Sutradhar, Hospital, Road, Agartala.	7,500/-	-do-	
44.	Md. Kanu Mia, Mazid Patti, Agartala.	4 000/-	-do-	
45.	Shri Sakesh Dey Agartala.	7,500/-	-do-	
46.	Shri Debendra Sarkar, Anandanagar, Agartala.	3,000/-	-do-	
47.	Shri Indu Bhusan Roy, Shibnagar, Agartala.	5,000/-	-do-	
48.	Shri Chandra Mohan Ghosh, Krishnanagar, Agartala.	3,000/-	-do-	
49.	Shri Kamini Kr. Roy. Old Melarmath, Agartala	3,000/-	-do-	
50.	Shri Jatindra Pattary. Krishnanagar, Agartala.	7,500/-	-do-	
51.	Shri Birendra Kr. Chanda, Bordwali, Agartala.	7,500/-	-do-	
52.	Shri Anil Chandra Roy, H. G. Basak Road, Agartala.	7,500/-	-do-	

1	2	3	4	5
53.	Shri Ganesh Karmakar, Abhoynagar, Agartala.	4,000/-	1960-61	
54.	Shri Biswambar Das, Abhoynagar, Agartala.	1,000/-	-do-	
55.	Shri Sudhir Dey, old Melarmath, Agartala.	4,000/-	-do-	
56.	Shri Jitendra Debnath, Mogra Road, Agartala	7,500/-	-do-	
57.	Shri Suresh Karmakar, N. S. Road, Agartala	4,500/-	-do-	
58.	Shri Harendra Deb Barma, Old Guest House, Agartala.	5,000/-	-do-	
59.	Sri Gouranga Ballav Dalal, Town Pratapgarh, Agartala.	7,500/-	-do-	
60.	Shri Jitendra Saha, Radhanagar, Agartala.	7,500/-	-do-	
61.	Mukta Chemical Works, Agartala.	5,000/-	-do-	
62.	Shri Monoranjan Sen. Mantribari Road, Agartala.	5,000/-	-do-	
63.	Shri Suresh Ch. Dhar, Madhyapara, Tripura,	5,000/-	-do-	
64.	Shri pranánath Sarkar, Ramnagar Road, No. 1, Agartala.	5,000/-	-do-	
65.	Shri Kshitish Ch. Sutradhar Bordwali, Agartala.	5,000/-	-do-	
66.	Shri Nalini Biswas, Mogra Road, Agartala.	5,000/-	-do-	
67.	Shri Naider Chand Das, Ananganagar, Tripura.	5,000/-	-do-	
68.	Shri Chintaharan Chekraborty, Ananganagar, Tripura.	5,000/-	-do-	
69.	Shri Tripuresh Majumder, Banamalipur, Agartala.	5,000/-	-do-	
70.	Shri Chintaharan Bhattacharjee, Krishnanagar, Agartala.	6,000/-	-do-	
71.	Shri Nanigopal Modak, Motor Stand, Agartala.	7,500/-	-do-	
72.	Shri Pyari Mohan Sutradhar Mogra Road, Agartala.	3,000/-	-do-	
73.	Shri Narendra Chandra Das, Agartala, (Shibnagar).	3,500/-	-do-	
74	Shri Barindra Deb Barma, Mogra Road, Agartala.	2,000/-	-do-	

1	2	3	4	5
75.	Shri Amar Chand Das, Abhoynagar, Agartala.	1,500/-	1960–61	
76.	Shri Jogesh Chandra Saha, N. S Road, Agartala.	5,000/-	-do-	
77.	Shri Rashik Lal Karmakar, Bottala, Agartala.	4,500/-	-do-	
78.	Shri Benoy Bhusan Bardhan Roy, Agartala.	3,000/-	-do-	
79.	Shri Krishnadhan Karmakar, Agartala.	4,500/-	-do-	
80.	Madhuban S. S. S. Ltd., Madhuban, Tripura.	3,000/-	-do-	
81.	Star Soap & Candle Works Co-op. Society, Agartala.	7,500 -	-do-	
82.	Carpenters' Co-op. Society, Gandhigram, Tripura.	7,500/-	-do-	
83.	Shri Dhirendra Chandra Sutradhar, Laxminarayan Bari Road, Agt.	2.000/-	-do-	
84.	Siban Silpa Co-op. Society, Gandhigram, Tripura.	7,500/-	-do-	
85.	Karu Silpa S. S. Ltd., College Tilla, Agartala.	4,000/-	-do-	
86.	Shri Haridas Chandra Roy, Hospital Road, Agartala.	3.000/-	1961-62	
87.	Shri Amar Chand Das, Chakbasta. Ranirbazar, Tripura.	3,000/-	-do-	
88	Shri Profulla Das, Jirania, Tripura.	3,500/-	-do-	
89.	Shri Aswani Deb Nath, Gangail Road, Agartala.	7,500/-	-do-	
90.	Shri Akhil Chandra Roy, Agartala.	7,500/-	-do-	
91.	Shri Monomohan Bhowmik, Dhaleswar Tripura.	4,000/-	-do-	
92.	Shri Debi Dutta, Joynagar, Agartala.	7,500/-	-do-	
93.	George Kutty, Akhaura Road, Agartala.	6,500/-	-do-	
94.	Shri Dhirendra Chandra Dutta, Joynagar, Agartala.	5,000/-	-do-	
95.	Shri Sadesh Bhowmik, H.G. Basak Road, Agartala.	7,000/-	-do-	

1	2	3	4	5
96.	Shri Radha Ch ran Bhowmik, Surja Road, Agartala.	7,500/-	1961-62	
97.	Shri Sunil Kumar Mukherjee H. G. Basak Road, Agartala.	7,500/-	-do-	
98.	Shri Monomohan Bhowmik, Nischintapur, Tripura.	1,000/-	-do-	
99.	Tripura Ranjan Talapatra, Krishnanagar, Agartala.	7,500/-	-do-	
100.	Shri Dwijendra Choudhury, Agartala.	5,000/-	-do-	
101.	Shri Suresh Chakraborty, Kamanchowmohini, Agartala.	5,000/-	-do-	
102.	Shri Santosh Roy, Jaharia, Akhaura Road, Agartala.	7,500 -	-do-	
103.	Shri Sailen Saha, Filler House, Agartala.	5,000/-	-do-	
104.	Shri Debendra Kr. Mukherjee. Agartala	7,500/-	1962-63	
105.	Shri Sudarsan Saha. Central Road, Agartala.	7,500/-	-do-	
106.	Shri Rajballav Saha, Banamalipur, Agartala.	1,500/-	-do-	
107.	Shri Brajalal Banik, Sakuntala Road, Agartala.	7,500/-	-do-	
108.	Shri Gopal Chandra Lodh, Pratapgarh, Agartala.	2,500/-	-do-	
109.	Jatiya Mrit Silpa S. S. Ltd., Sekharkote, Tripura.	5,000/-	-do-	
110.	Golaghati Jatiya Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd., Golaghati, Tripura.	5,000/-	-do-	
111.	Shri Gouranga Chandra Dey, Mogra Road, Agartala.	5,000/-	-do-	
112.	Shri Rajendra Ch. Chakraborty, Akhaura Road, Agsrtala.	2,500/-	-do-	
113.	Shri Anil Chandra Roy, Mogra Road, Agartala.	7,500/-	-do-	
114.	Shri Gopal Chandra Deb, Agartala.	6,000/-	1963-64	
115.	Shri Pramatha Nath Chakravorty, Bishalgarh, Tripura.	7,500/-	-do-	
116.	Shri Dhirendra Chandra Dey, Jirania.	3,000/-	-do-	
117.	Shri Narendra Chandra Das, H. G. Basak Road, Agartala.	3,000/-	do-	

2	2	3	4	5
118.	Shri Bidyadhar Das, Ranirbazar, Tripura.	7,500/-	1963-64	
119.	Shri Laxmi Narayan Banik, Agartala.	2,000/-	—do—	
		6,32,693·00		
	KHOWAI SUB-DIVISION.			
120.	Shri Baikuntha Kumar Das, Teliamura, Tripura.	7,500/-	1959-60	
121.	Khowai S. S. S. Ltd, Khowai, Tripura.	5,000/-	1960-61	
122	Shri Sachindra Biswas, Khowai, Tripura.	3,000/-	1961-62	
		15,500/-		
	UDAIPUR SUB-DIVISION.			
123.	Shri Monoranjan Chakraborty, Udaipur, Tripura.	5,000/-	1959-60	
124.	Shri Swaraj Ranjan Sen Gupta, Udaipur, Tripura.	7,500/-	—do—	
125.	Shri Chintaharan Karmakar, Udaipur, Tripura.	500/-	1961-62	
126.	Shri Mati Lal Sarkar, Udaipur, Tripura.	500/-	—do—	
		13,500/-		
	BELONIA SUB-DIVISION.			
127.	Jyotish Majumder, Belonia, Tripura.	5,000/-	1959-60	
128.	Jolaibari S. S. S. S. Ltd., Jolaibari, Tripura.	7,500/-	—do—	
129.	Muhuripur Forest Labour's Co-op Society Ltd., Muhuripur, Tripura.	7,500/-	1960-61	
130.	M/S. Bhowmik & Sarkar, Belonia, Tripura.	7,500/-	1960-61	
131.	Shri Surendra Bhowmik, Bolonia, Tripura.	7,500/-	-do-	
132.	Shri Sudhamay Das, Belonia, Tripura.	7,500/-	-do-	
133.	Shri Bhagaban Ch. Sutradhar, Santirbazar, Tripura.	1,500/-	1961-62-63	
134.	Shri Gouranga Sutradhar, Jolaibari Tripura.	3,000/-	-do-	

1	2	3	4	5
135.	Shri Harinarayan Deb Nath, Jolaibari, Tripura.	2,000/-	1961-62-63	
		49,000·00		
	KAMALPUR SUB-DIVISION.			
136.	Pragati S. S. S. S. Ltd., Kamalpur, Tripura.	3,000/-	1959-60	
137.	Kshirode Mohan Sutradhar, Kulai, Tripura.	2,500/-	1961-62	
138.	Shri Hemanta Lal Deb, Manikbhander, Tripura.	2,000/-	-do-	
139.	Shri Kshirode Mohan Sutradhar,	2,000/-	1963-64	
		9,500/-		
	KAILASHAHAR SUB-DIVISION.			
140.	Shri Sushil Deb Choudhury,	7,500 -	1959-60	
141.	Shri Gopesh Dutta,	3,500/-	1960-61	
142.	Shri Indra Mohan Dutta.	4,250/-	-do-	
143.	Shri Sew Ram Harijan.	2,500/-	1963-64	
		17,750·00		
	DHARMANAGAR SUB-DIVISION.			
144.	Shri Gopal Chandra Sutradhar,, Dharmanagar, Tripura.	5,000/-	1961-62	
145.	Shri Bidesh Lohar.	5,000/-	-do-	
146.	Bas Bet Silpa Samabaya Samity Ltd.. Dharmanagar, Tripura.	5,000/-	-do-	
147.	Shri Nagendra Nath Dey, Office Tilla, Tripura.	6,000/-	1963-64	
148.	Astadhar Rishidas. Panisagar, Tripura.	2,500/-	-do-	
		23,500		
	SABROOM SUB-DIVISION.			
149.	Shri Ashutosh Nandi-Kabiraj, Sabroom, Tripura.	7,500/-	1961-62	
	SONAMURA SUB-DIVISION.			
150.	Melaghar Sutradhar S. S. Ltd., Melaghar, Tripura.	7,500 -	1963-54	

ANNEXURE—A.

INDUSTRIAL LOAN PAID UNDER STATE AID TO INDUSTRIES RUEES, DIVISION WISE.

Sl. No.	Name & address of the loanee.	Amount of loan paid	Year of payment.	Remarks.
1	2	3	4	5
1.	Smti. Dulali Devi, C/o. Ajit Deb Barma, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 500/	1954-55	
2.	Sri Matilal Das, Krishnanagar, Agartala. Tripura.	Rs. 500/-	-do-	
3.	Smti. Umarani Das Gupta, C o. Indu Bhusan Das Gupta. Ramnagar, Agartala, Tripura.	Rs. 500/-	-do-	
4.	Kumari Arati Paul, C/o., Jagatbandhu Paul. Krishnanagar, Agartala.	Rs. 500/-	-do-	
5.	Smti. Lila Rani Paul, C/o. Sadhucharan Paul, Joynagar (East of Payari Babu Bagan), Agartala.	Rs. 500/	-do-	
6.	Sri Kumud Behari Das. S/o. Prakash Ch. Das. Dhaleswar, Agartala, Ward No. 6 Tripura.	Rs. 500/	-do-	
7.	Sri Kumud Behari Das, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 1,000/	-do-	
8.	Sri Dudu Singh, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 1,000/-	-do-	
9.	Sri Nidhubundh Singh. Chandrapur, Agartala.	Rs. 1,000/-	-do-	
10.	Sri Dhananjoy Kr. Kar. Dhaleswar, Agartala.	Rs. 500/	-do-	
11.	Sri Akshoy Kr. Karmaker. S/o. Late Ganga Charan Karmakar, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 500/-	-do-	
12.	Sri Pyari Mohan Karmakar. S/o. Late Umacharan Karmakar, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 500/-	-do-	

1	2	3	4	5
13.	Sri Sital Ch. Karmakar, S/o. Late Ishan Ch. Karmaker, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 500/-	1954-55	
14.	Sri Rramesh Ch. Karmakar, S/o. Late Nabin Ch. Karmakar, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 500/-	-do-	
15.	Sri Balai Ch. Karmakar. S/o. Late Ramkumar Karmaker Old Agartala, Tripura.	Rs. 500/-	-do-	
16.	Sri Nani Gopal Karmakar, C/o. Surjya Kanta Karmakar, Majlishpur. Jerani, Tripura.	Rs. 500/-	-do-	
17.	Sri Manindra Ch. Das, S/o. Late Rajrni Kanta Das, Shibnagar, Agartala.	Rs. 500/-	-do-	
18.	Sri Chauba Singh, S/o. Late Iswar Singh, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 500/-	-do	
19.	Sri Brajakrishna Karmakar, S/o. Late Ratan Ch. Karmakar, Dhaleswar, Agartala, Ward No. 6.	Rs. 500/-	-do-	
20.	Sri Thombu Singh, C/o. Late Kharan Singh Dhaleswar, Agartala.	Rs. 500/-	-do-	
21.	Sri Jitendra Kishore Chakraborty, S/o. L- Kalachand Chakraborty, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 500/-	1956-57	
22.	Sri Anil Kanta Biswas, S/o. L. Nishikanta Biswas, Krishnanagar. Agartala.	Rs. 2,000/-	-do-	
23.	Sri Charu Chandra Singha, S/o. L. Patan Singh, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 2,000/-	-do-	
24.	Sri Bikramendra Kishore Dev Barma, S/o. Late Maharaj Kr. Narendra Kishore Dev Barma, Agartala.	Rs. 10,000/-	1956-57	
25.	Sri Gunendu Bikash Roy, S/o. Nagendra Ch. Roy, Mogra Road, Agartala.	Rs. 7,000/.	-do-	
26.	Sri Brajendra Ch. Roy. S/o. L. Prakash Ch. Roy, Ramnagar Road No. 1, Agartala.	Rs. 6,000/-	-do-	

1	2	3	4	5
27.	Sri Bhairab Dev Barma, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 6,000/-	1956-57	
28.	Sri Jyotormoy Mazumder, S/o. Satish Ch. Mazumder, Banamalipur, Agartala.	Rs. 10,000/-	-do-	
29.	Sri Satish Ch. Ghosh, S/o. Birchandra Ghosh, Central Road, Agartala.	Rs. 7,000/-	-do-	
30.	Sri Anath Deb Barma, S/o. Dhirendra Ch. Dev Barma, Colonel Bari, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 4,000/-	-do-	
31.	Sri Sudhindra Mohan Ganguly, S/o. Indra Mohan Ganguly, Madhyapara, Agartala.	Rs. 7,000/-	-do-	
32.	Sri Bhupendra Bhusan Ghosh, S/o. Kshirode Behari Ghosh, Mechanical House, Motor Stand, Agartala.	Rs. 7,000/-	-do-	
33.	Sri Gouranga Banerji, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 10,000/-	-do-	
34.	M/s. Radhamadhab Umbrella Stick Mfg. Coop. Ltd., Krishnanagar, Agartala.	Rs. 500/-	-do-	
35.	M/s. Jharjharia Upajati Chatra Silpa S. S. Ltd., P. O. Madhuban, Tripura.	Rs. 5,000/-	-do-	
36.	Shri Priyadas Chakraborty, Ranaldshay Road, Agartala.	Rs. 10,000/-	1957-58	
37.	Shri Haralal Sutradhar, Prop. Ratan Cabinet House, 60, H. G. Basak Road, Agt.	Rs. 5,000/-	-do-	
38.	Sirajul Islam, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 5,000/-	-do-	
39.	Shri Rati Ranjan Ghosh, Bordwali, Agartala.	Rs. 7,000/-	-do-	
40.	Shri Harendra Kr. Choudhury, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 10,000/-	—do—	
41.	Shri Bhuban Ch. Dey, 72, Mogra Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—	
42.	Shri Ramendra Kr. Bhowmik, Post Office Chowmuhani, Agt.	Rs. 5,000/-	do—	

1	2	3	4	5
43.	Shri Gopi Deb Barma, Banamalipur, Agartala.	Rs. 7,000/-	1957-58	
44.	Shri Ananta Kr. Samajpati, Sakuntala Road, Agt.	Rs. 5,000/-	—do—	
45.	Shri Prafulla Ranjan Sarkar. Mohanpur Bazar, Tripura.	Rs. 5,000/-	—do—	
46	Shri Jogendra Ch. Sutradhar, Jail Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—	
47.	Shri Barin Chatterji, Bordwali, Agartala.	Rs. 5,000/-	1958-59	
48.	Shri Sudhangshu Kr. Bhowmik, College Tilla, Agartala.	Rs. 7,000/-	—do—	
49.	M/s. Praktan Chatra S. S. S. Ltd. Arundhutinagar, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—	
50.	Shri Ananta Kr. Samajpati, Sakuntala Road, Agartala	Rs. 5,000/-	—do—	
51.	Shri Haralal Sutradhar, C/o. Ratan Cabinet House, Agartala.	Rs. 10,000/-	—do—	
52.	Shri Bhupendra Bhusan Ghosh, Mechanical House, Thakurpalli Road, Agartala.	Rs. 7,000/-	—do—	
53.	Shri Hari Mohan Sutradhar, Debi Cabinet House, H. G. Basak Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—	
54.	Charma Silpa, S. S. S. Ltd., Akhaura Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—	
55.	Shri Harendra Ch. Roy Karmakar, Municipal Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	1959—60	
56.	Shri Gouranga Ballav Dalal, Town Pratapgarh, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—	
57.	Shri Harish Ch. Sutradhar. Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—	
58.	Shri Jamini Kanta Sil. Joynagar, Agartala.	Rs. 10,000/-	—do—	
59.	Shri Adhar Ch. Sutradhar, Arun Cabinet House, Mantribari Road. Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—	
60.	Abdul Hanan Mia, Mazid Patti, Agartala.	Rs. 3,000/-	1960—61	

1	2	3	4
61.	Smti. Renuka Rani Chakraborty. Ramnagar, Agartala.	Rs. 10,000/-	1960-61
62.	Shri Gopal Chandra Choudhury, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 10,000 -	—do—
63.	Shri Chaitanya Deb Barma, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—
64.	Shri Nityananda Saha, College Road, Agartala.	Rs. 6,000/-	—do—
65.	Shri Charu Chandra Singh, Math Chowmuhani. Agartala.	Rs, 5,000/-	—do—
66.	Shri Nikhil Bhusan Das, Assam Agartala Road, Banamalipur. Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—
67.	Shri Hari Mohan Sutradhar, Debi Cabinet House, Agartala,	Rs. 10,000/-	—do—
68.	Shri Braja Ballav Saha & Others. Mogra Road, Agartala.	Rs. 10,000/-	1959–60
69.	Milan Sangha, Bordwali, Agartala,	Rs. 5,000/-	1960–61
70.	Shri Jitendra Chandra Dutta. Joynagar, Agartala.	Rs. 5,000/-	1959–60
71.	Shri Hari Mohan Sutradhar, Debi Cabinet House, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—
72.	Shri Chittaranjan Das Gupta. Hospital Lane, Agartala.	Rs. 5,000/-	1661—32
73.	Village Blacksmithy Co-operative Service Unit Ltd., Industrial Estate, Arundhutinagar, Agartala.	Rs. 10,000/-	—do—
74.	Tanning Co-operative Service Unit Ltd., Industrial Estate, Arundhuti-nagar, Agartala.	Rs. 10,000/-	—do—
75.	Footwear & other Leather Goods Making Industry Co-operative Society Ltd., Industrial Estate, Agartala.	Rs. 10,000/-	—do—
76.	Board Paper & Pulp making Industry Co-operative Service Ltd., Arundhutinagar Agartala.	Rs. 10,000.-	1961—62
77.	Soap Making Industry Co-operative Service Unit Ltd., Arundhutinagar. Agartala.	Rs. 10,000/-	—do—

1	2	3	4
78.	Model Carpentary Co-operative Service Unit Ltd., Arundhuti-nagar, Agartala.	Rs. 10,000/-	1961-62
79.	Shri Monomohan Saha, Bishal-garh, Tripura.	Rs. 7,0C0/-	do—
80.	Shri Rai Mohan Saha & Shri Jatindra Chandra Roy, Bishalgarh, Tripura.	Rs. 10,000/-	—do-
81.	National Mechanical Works Prop. Was Deb, Municipal Road, Agartala.	Rs. 10,000/-	do--
82.	Shri Krishna Kanta Deb, Deb Cabinet House, Akhaura Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	do
83.	Shri Lalit Mohan Sutradhar, Biswakarma Cabinet House, Surja Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	-do-
84.	Shri Prithwish Dey, Thakurpalli Road, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 5,000/	-do -
85.	Shri Narendra Chandra Sutradhar Thakurpalli Road, Agartala.	Rs. 5,C00/	do
86.	Shri Aswini Kumar Sutradhar. Nalgharia, Ranirbazar, Tripura.	Rs. 5,000/-	do
87.	Shri Prakash Roy, Dhaleswar, New Palli, Agartala.	Rs. 3,000/-	do---
88.	Shri Monomohan Sutradhar, Hospital Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	do
89.	Shri Banamali Saha, Motor Stand, Agartala	Rs. 5,000/-	-do—
90.	Shri Gobinda Das, College Road, Sibnagar, Agartala.	Rs 5,0.0/	--do-
91.	Shri Haridas Saha, N. S. Road, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do
92.	Shri Haridhan Saha, Sibnagar, Agartala.	Rs. 5,C00/-	--do--
93.	Sanmilita Nari Silpa . S. Ltd., Indranagar, Agartala.	Rs. 2,000/-	--do—
94.	Shri Sadhan Sutradhar, Town Pratapgarh, Agartala.	Rs. 2,000/-	—do—
95.	Shri Rai Chand Sutradhar, Town Pratapgarh, Agartala.	Rs. 2,000/-	—do—

1	2	3	4
96.	Shri Monoranjan Choudhury, Office Lane, Agartala.	Rs. 8,000/-	1961-62
97.	Shri Aswini Sutradhar, Ramnagar Road No. 7, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—
98.	Shri Srish Chandra Choudhury, Town Bordwali, Agartala.	Rs. 8,000/-	1962-63
99.	Shri Manindra Chandra Bhowmik, 17/1, Banamalipur North, Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—
100.	Shri Jogendra Chandra Basak. Town Pratapgarh, Agartala.	Rs. 10,000/-	—do—
101.	Shri Prafulla Chandra Bhowmik. Sibnagar, Agartala.	Rs. 3,500/	do —
102	Shri Promode Ranjan Dhar, & Shri Gopal Chandra Deb 33/11, Mogra Road, Agartala	Rs. 10,000/	do
103.	Shri Nikhil Chandra Dey, New Biswakarma Cycle Stores, Akhaura Road. Agartala.	Rs. 2,500 -	—do
104	Shri Khagendra Chandra Sutradhar, Khagen & Co, H. G. Basak Road, Agartala.	Rs 2,000/	do
105	Shri Maghal Chandra Paul, Mantribari Road, Laxminarayan Studio, Agartala	Rs 1,500/	—do
106.	Shri Kartik Kumar Bhattacharji Motor Stand Road, Agartala.	Rs. 10,000/-	do —
107	Shri Balai Bhadra, Nabanagar, Sidhai, Tripura.	Rs. 5,000	—do —
108.	Shri Gopal Chandra Das, Asam Para, Ranirbazar. Tripura	Rs 3,000/-	—do
109.	Shri Harinarayan Banik, Municipal Road Agartala.	Rs. 10,000/	—do—
110.	Shri Basudeb Sarma, Agartala.	Rs 25,000/-	1963-64
111.	Shri Madan Dey. Agartala.	Rs. 1,000/-	—do—
112.	Shri Surendra Kumar Sarkar, Agartata.	Rs. 10,000/-	—do—
113.	Shri Krishna Gopal Roy, Agartala.	Rs 10,000/-	—do—
114.	Shri Sunil Chakraborty. Agartala.	Rs. 5,000/-	—do—

1	2	3	4	5
115.	Shri Rajendra Kr. Choudhury, Agartala.	Rs. 5,000/-	1963-64	
116.	Shri Rakhal Ch. Bhattacherji, Agartala.	22,000/-	-do-	
		6,37,500/-		
	KHOWAI SUB-DIVISION.			
117.	Shri Suresh Ch. Bhattacherji, S/o. Late Nilmadhab Bhattacherji, Khowai, Tripura.	500/-	1954-55	
118.	Shri Chandradhar Paul, Khowai, Tripura	500/-	-do-	
119.	Shri Birendra Chandra Bhattacherji, Lalcharra, Khowai, Tripura.	500/-	-do-	
120.	Shri Makhan Ch. Acherji, Singichera, Khowai, Tripura.	500/-	-do-	
121.	Shri Monoranjan Gupta, Khowai, Tripura.	1,000/-	-do-	
122.	Shri Chandicharan Nath Sarma, Durganagar. Khowai, Tripura.	500/-	-do-	
123.	Shri Banamali Roy Sutradhar, Ganki, Khowai, Tripura.	600/-	-do-	
124.	Shri Sanatan Karmakar, Singichara, Khowai, Tripura.	700/-	-do-	
125.	Shri Amiya Ranjan Paul, Khowai Town, Tripura.	1,000/-	1955-56	
126.	Shri Santi Ranjan Singha Choudhury. Khowai Town, Tripura.	1,700/-	-do-	
127.	Shri Lalit Mohan Saha, Singichara, Khowai.	1,700/-	-do-	
128.	Shri Harendra Narayan Dutta, Khowai Town, Tripura.	1,000/-	-do-	
129.	Shri Basanta Kumar Barman, Singichara, Khowai.	200/-	-do-	
130.	Shri Kunja Behari Das, Singichara, Khowai.	200/-	-do-	
131.	Shri Sajani Ch. Rudra Paul, Chebri, Khowai.	500/-	-do-	
132.	Shri Jagat Paul, Sonatala, Khowai.	500/-	-do-	
133.	Shri Prafulla Ch. Deb, Lalcherra, Khowai.	500/-	-do-	
134.	Shri Satish Ch. Paul, Durganagar, Khowai.	600/-	-do-	
135.	Shri Narayan Ch. Paul, Khowai Town, Tripura.	500/-	-do-	

1	2	3	4	5
136.	Shri Amoba Singha, Dwarikapur, Khowai, Tripura.	500/-	1955-56	
137.	Shri Babu Singh, Kunjaban, Khowai, Tripura.	500/-	-do-	
138.	Shri Rajbehari Paul, Sonatala, Khowai, Tripura.	300/-	-do-	
139.	Shri Dhananjoy Singh, Dwarikapur, Khowai, Tripura.	600/-	-do-	
139A	Shri Jatindra Mohan Choudhury	5,000/-	1957-58	
140.	M/s. Battali S. S. S. S. Ltd.	10,000/-	1958-59	
141.	Khowai Charma S. S. S. Ltd.	5,000/-	1958-59	
142.	Shri Priya Nath Choudhury, Teliamura, Tripura.	3,000/-	1961-62	
143.	Shri Bisweswar Sutradhar, Teliamura, Tripura.	2,000/-	-do-	
144.	Shri Prafulla Ranjan Banik, Khowai, Tripura.	4,000/-	1962-63	
145.	Shri Sumanta Kumar Mandal.	2,000/-	-do-	
146.	Shri Suresh Das Choudhury, Kalyanpur, Khowai, Tripura.	1,000/-	-do-	
147.	Shri Sarat Ch. Deb Barma, Teliamura, Tripura.	7,500/-	1963-64	
		60,100/-		
	UDAIPUR SUB-DIVISION.			
148.	Shri Suresh Mistri,	500/-	1954-55	
149.	Shri Ram Deb Bapri,	500/-	-do-	
150.	Shri Thakurdas Mandal	500/	-do-	
151.	Shri Surendra Kr. Majumder	500 -	-do-	
152.	Shri Judhisthir Sutradhar	250/-	-do-	
153.	Shri Khagendra Ch. Biswas	550/	-do-	
154.	Shri Ramoni Mohan Biswas	450/-	-do-	
155.	Shri Upendra Ch. Biswas	650/-	-do-	
156	Shri Pravat Ch. Sutradhar	500/-	-do-	
157.	Shri Rasharaj Sutradhar, Udaipur.	500/-	1954-55	
158.	Shri Jaladhar Sutradhar, Udaipur.	500/-	-do-	
159.	Shri Khagendra Ch. Das Mistri, Udaipur.	400/-	-do.	
160.	Shri Upendra Kr. Roy Mistri, Udaipur.	400/-	-do-	
161.	Shri Nani Gopal Dhole, Udaipur.	350/-	-do-	
162.	Shri Nani Gopal Hazra, Udaipur.	400/-	-do-	

1	2	3	4	5
163.	Shri Agni Kr. Deb, Udaipur.	500/-	1954-55	
164.	Shri Dhirendra Deb Nath, Udaipur.	500/-	-do-	
164 A	Shri Debendra Kr. Choudhury,	10,000/-	1958-59	
165.	Shri Nibran Ch. Deb, Udaipur.	375/-	-do-	
166.	Abdul Mazid Khalifa, Udaipur.	500/-	-do-	
167.	Shri Ashutosh Chakraborty, Udaipur.	300/-	-do-	
168.	Shri Jogendra Kr. Dey, Udaipur.	500/-	-do-	
169.	Mobarak Ali Khalifa, Udaipur.	450/-	-do-	
170.	Aliulla Mia, Udaipur.	500/-	-do-	
171.	Shri Harendra Sarker, Udaipur.	200/-	-do-	
172.	Shri Jatindra Mohan Roy, Udaipur.	500/-	-do-	
173.	Shri Haridas Karmakar, Udaipur.	500/-	-do-	
174.	Shri Ramendra Kr. Roy, Udaipur.	10,000/-	2-3-61	
175.	Shri Tarapada Mandal & others, Udaipur.	3,000/-	1960-61	
175A	Shri Rameshwar Mandal	2,500/-		
176.	M/s. Tripureswari Saw Mill, Udaipur.	10,000/-	1962-63	
		47,325/-		
	BELONIA SUB-DIVISION.			
77.	Shri Kamini Kr. Karmakar, Belonia.	7,000/-	1958-59	
78.	Shri Dhanichan Reang, (President) Bogafa Adibasi Multipurpose Co-op. Society Ltd.	5,000/-	1956-57	
79.	Shri Hari Mohan Karmakar, Belonia.	1,500/-	1960-61	
80.	Shri Sashi Mohan Sutradhar, -do-	10,000/-	-do-	
81.	Shri Hirendra Kishore Paul -do-	10,000/-	1961-62.	
82.	Shri Nani Gopal Sutradhar -do-	2,000/-	-do-	
83.	Shri Naresh Chandra Deb -do-	3,000/-	-do-	
84.	Shri Gopal Ch. Das -do-	10,000/-	-do-	
85.	Shri Nani Gopal Sutradhar, Kalinagar -do-	3,000/-	1962-63-61.	
86.	M/s. Bhowmik & Sarkar, -do-	10,000/-	-do-	
		61,500 -		

1	2	3	4	5
	DHARMANAGAR SUB-DIVISION			
187.	Shri Gopika Ranjan Goswami, Dharmanagar	500/-	1954-55	
188.	Smt. Parul Rani Debi, Dharmanagar	500/-	-do-	
189.	Smt. Jayanti Bala Kar -do-	500/-	-do-	
190.	Shri Manindra Chakraborty -do-	500/-	-do-	
191.	Shri Gopi Charan Nath -do-	500/-	-do-	
192.	Smt. Nani Rani Roy Chowdhury -do-	500/-	-do-	
193.	Shri Brajendra Kumar Nath -do-	500/-	-do-	
194.	Shri Gokul Singha -do-	500/-	-do-	
195.	Sri Mati lal Bhattacharjee -do-	500/-	-do-	
196.	Sri Nakul Chandra Nath, -do-	500/-	-do-	
197.	Sri Jatindra Bhattacharjee, -do-	400/-	-do-	
198.	Sri Rabi Pada Bhattacharjee -do-	500/-	-do-	
199.	Sri Sudhindra Kr. Paul -do	500/-	-do	
200.	Sri Gobinda Raman Bhattacharjee -do-	500/-	-do-	
201.	Sri Satyendra Kumar Sarma -do-	500/-	-do-	
202.	Smt. Aparna Gupta, -do-	500/-	-do-	
203.	Sri Kailash Chandra Debnath -do-	500/-	-do-	
204.	Sri Bepul Behari Nath	500/-	—do—	
205.	Sri Nagendra Kumar Dey	500/-	—do—	
206.	Sri Adhir Chandra Deb	500/-	—do—	
207.	Sarifulla	500/-	—do—	
208.	Samaru Ghur	500/-	—do—	
209.	Sri Gurucharan Debnath	500/-	—do—	
210	Sri Bipin Behari Debnath	500/-	—do—	
211.	Sri Sadhu Singha	500/	—do—	
212.	Sri Udai Ram Oria	500/-	—do—	
213,	Sri Surendra Chandra Dey	1,000/-	—do—	
214.	Sri Barindra Nath	1,000/-	—do—	
215.	Sri Rashik Chandra Dey	500/-	—do—	
216.	Sri Sashi Mohan Nath	500/	—do—	
217.	Sri Nalini Kanta Nath	500/-	—do—	
218.	Sri Gopal Chandra Sutradhar	1,000/	do—	
219.	Sri Basanta Ram Malakar	500/-	—do—	
220.	Sri Jamini Mohan Nath	1,000/-	—do—	
221.	Sri Sarat Ram Malakar	200/-	—do—	
222.	Sri Ramani Mohan Acharjee	500/-	—do—	
223.	Sri Jatindra Mohan Dam	800/-	1955-56	
224.	Sri Ram Dayal Malakar	1,000/-	—do—	
225.	Sri Sachindra Malakar	700/-	—do—	
226.	Sri Naba Kishore Malakar	1,000/-	—do—	

1	2	3	4	5
227.	Smt. Rani Bala Malakar	500/-	1955-56	
228.	Sri Kamini Kumar Singha	900/-	—do—	
229.	Sri Harendra Chandra Nath	500/-	—do—	
230.	Sri Birendra Chandra Roy	500/-	—do—	
231.	Sri Chatrajit Singha	1,000/-	—do—	
232	Sri Santi Lal Ghosh	500/-	—do—	
233.	Sri Mahendra Ch. Dutta	500/-	—do—	
234.	Sri Rabindra Ch. Dey	500/-	—do—	
235.	Sri Danga Singha	1,000/-	1955-56	
236.	Sri Banamali Singh	1,000/-	—do—	
237.	Sri Bichintra Singha	500/-	—do—	
238.	Sri Rajendra Nath	900/-	—do—	
239.	Sri Anu Singha	1,000/-	—do—	
240.	Sri Ram Ratan Deb Barma	200/-	—do—	
241.	Sri Samani Deb Barma	200/-	—do—	
242.	Sri Braja Deb Barma	200/-	—do—	
243.	Sri Bilash Chandra Deb	200/-	—do—	
244	Sri Nabin Ram Nama	200/-	—do—	
245.	Sri Madan Deb Barma	200/-	—do—	
246.	Sri Nagendra Chandra Namasudra	300/-	—do—	
247.	Sri Maniram Halam	500/-	—do—	
248.	Sri Sukhamay Paul	500/-	—do—	
249.	Sri Sonaram Das	300/-	—do—	
250.	Sri Ashutosh Rishi Das	500/-	—do—	
251.	Labanya Tripura	225/-	—do—	
252.	Sri Naresh Chandra Nath	500/-	—do—	
253.	Sri Sita Nath Nath	500/-	—do—	
254.	Sri Ramani Mohan Nath	500/-	—do—	
255.	Sri Sailendra Kumar Dey	500/-	—do—	
256.	Sri Satyendra Kumar Dey	500/-	—do—	
257.	Sri Gopal Ruhi Das	500/-	—do—	
258.	Sri Prasanna Kumar Datta	400/-	—do—	
259.	Sri Naresh Chandra Das	3,000/-	1956-57	
260.	Sri Sachindra Kumar Dey	3,000/-	—do—	
261.	Sri Gopal Chandra Sutradhar	5,000/-	—do—	
262.	Sri Naba Kumar Nath	5 000/-	1957-58	
263.	Sri Pyari Mohan Nath	5,000/-	—do—	
264.	Sri Jogendra Ch. Rishi	5,000/-	1959-60	
265.	Sri Bideshi Lohar	5,000/-	—do—	
		70,825/-		

1	2	3	4	5
SABROOM SUB-DIVISION				
266.	Mahameder Rahaman,	Rs. 500/-	1954-55	
267.	Shri Surendra Kumar Majumder	Rs. 300/-	-do-	
268.	Sri Nabadwip Chandra Nath	Rs. 250/-	-do-	
269.	Shri Gouranga Ch. Deb Nath	Rs. 300/-	-do-	
270.	Shri Nazir Ahmed.	Rs. 400/-	-do-	
271.	Shri Golalar Rahaman	Rs. 100/-	-do-	
272.	Kali Maddin.	Rs. 500/-	-do-	
273.	Nanu Mia.	Rs. 400/-	-do-	
274.	Ali Ahmed.	Rs. 500/-	-do-	
275.	Shri Bijoy Krishna Basak.	Rs. 300/-	-do-	
276.	Shri Narendra Kumar Majumder.	Rs. 300/-	-do-	
277.	Shri Joy Chandra Majumder.	Rs. 400/-	-do-	
278.	Shri Gopi Nath Basak.	Rs. 200/-	-do-	
279.	Shri Hari Pada Chakraborty.	Rs. 200/-	-do-	
280.	Kala Mia.	Rs. 100/-	-do-	
281.	Ahmed Ali	Rs. 100/-	-do-	
282.	Basu Mia.	Rs. 200/-	-do-	
283.	Taslim Mia.	Rs. 100/-	-do-	
284.	Sri Debendra Kumar Banik	Rs. 250/-	-do-	
285.	Shri Mono Mohan Sen	Rs. 200/-	-do-	
286.	Shri Haripada Banik.	Rs. 250/-	-do-	
286-A	Shri Gopal Chandra Benerjee.	Rs. 8,000/-	1960-61	
287.	Shri Gour Hari Basak.	Rs. 5,000/-	1959-60	
288.	Shri Lalit Mohan Bhowmik.	Rs. 3,000/-	1961-62	
289.	Jnanendra Narayan Roy.	Rs. 10,000/-	-do-	
290.	Shri Amal Chandra Nandi.	Rs. 10,000/-	-do-	
291.	Shri Kali Pada Chakraborty.	Rs. 1,000/-	-do-	
		Rs. 42,850/-		
KAILASHAHAR SUB-DIVISION				
292.	Shri Jatindra Ch. Rudra Paul.	Rs. 100/-	1954-55	
293.	Shri Sudhanya Rudra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
294.	Shri Manindra Rudra paul.	Rs. 100/-	—do—	
295.	Shri Barendra Rudra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
296.	Shri Rash Ranjan Rudra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
297.	Shri Gopika Ranjan Rudra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
298.	Shri Thakurmani Rudra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
299.	Shri Jogendra Rudra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
300.	Shri Lokaram Rudhra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
301.	Shri Gopiram Rudra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
302.	Shri Brajendra Rudra Paul.	Rs. 100/-	—do—	
303.	Shri Benode Ranjan Chakraborty and others.	Rs. 7,000/-	1956—57	
304.	Shri Nirode Behari Dey.	Rs. 2,000/-	1959—60	
305.	Shri Radhika Ranjan Gupta.	Rs. 5,000/-	1962—63	
306.	Shri Dharma Das Singh.	Rs. 5,000/-	—do—	
307.	Shri Aswini Kumar Sutradhar.	Rs. 5,000/-	1963—64	
		Rs. 25,100/-		

1.	2	3	4	5
	SONAMURA.			
308.	Shri Hemendra Kishore Paul.	Rs. 5,000/-	1957—58.	
309.	Shri Sudhangshu Bhusan Paul.	Rs. 7,000/-	—do—	
310.	Sutradhar Silpa S. S. Ltd. Melaghar.	Rs. 5,000/-	1961—62	
311.	Falu Laskar.	Rs. 10,000/-	1963—64	
		Rs. 27,000/-		
	AMARPUR			
312.	Shri Mukunda Mohan Roy.	Rs. 3,000/-	1959—60	
313.	Shri Upendra Das Chowdhury.	Rs. 5,000/-	1960—61	
		Rs. 8,000/-		
	KAMALPUR.			
314.	Sadhubari Samabaya Chatra S. S. S. Ltd.	Rs. 5,000/-	1960—61	
315.	Sri Satish Ch. Chakraborty.	Rs. 3,000/-	1961—62	
	TOTAL—	Rs 8,000/-		
	Grand Total—	Rs. 17,64,643/-		

ANNEXURE-B

SUB-DIVISION WISE BREAK-UP OF UN REALISED LOAN

Sl No.	Name of the Sub-Division.	Amount of un-realised loan	Remarks.
1	2	3	4
1.	Sadar.	2,12,331·36	
2.	Khowai.	15,553·35	
3.	Kamalpur.	2,006·93	
4.	Kailashahar.	3,209·93	
5.	Dharmanagar.	24,317·63	
6.	Amarpur.	2,111·09	
7.	Sabroom.	4,421·02	
8.	Belonia.	10,444,20	
9.	Udaipur.	10,641·46	
10.	Sonamura.	5,222·21	
		2,90,258·18	

Mr. Speaker :—We pass on to the next item. Calling Attention Notice.

I would request the Hon'ble Minister concerned to make a statement on Calling Attention Notice of Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A. on the following subject.

'Difficulties faced by hundreds of students of Tripura in getting admission in High and Higher Secondary Schools situated in different sub-divisional towns, due to holding of unjustified admission Tests, as well as, due to inadequate accommoda-tion in all classes above V.'

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা পয়েণ্ট অব ওর্ডার আছে।

Mr Speaker :— About what ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— এই কলিং এটেনশান নোটিশ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিট করেছেন। কিন্তু আমার একটা পয়েণ্ট অব ওর্ডার…

Mr. Speaker :— There cannot be any points of order.

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— নো, আমি পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মিঃ স্পীকার :— স্মাট ক্যান বি।

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—আমাদের এন্‌য়্যাল পরীক্ষা বিভিন্ন স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলেই…

Shri N. Chakraborty :— Point of order. Can he ask for any clarification before the Minister gives a statement ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমাদের রুলস্‌ এ কি এমন কোন কথা আছে যে স্পীকার এডমিট করলে পরে ক্ল্যারিফিকেশন চাওয়া চলে ?

Mr. Speaker :— No, the matter concerns the Minister. If any clarification was necessary.

Shri M. L. Bhowmik :— Mr. Speaker, Sir, as this notice has been admitted as Calling Attention notice the Minister will make a statement on the notice. Before the Hon'ble Minister makes a statement on this notice in the House I like to have some clarifications on this matter. That is my—

Mr. Speaker :— There is no rule.

Shri M. L. Bhowmik :— Then traditionally দেওয়া হোক।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে কলিং এটেনশান নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে এই কথা যে হাইস্কুল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ছাত্র ভর্তি একটা সমস্যা। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্যই এই কলিং এটেনশন নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বছরে সেটা কলিং এটেনশন নোটিশের লক্ষ্য হয়েছে বলে আমার মনে হয় না, সেটা ভবিষ্যতের কথা যে আগামী এডমিশান এর সময় যখন আসছে, আসবে তখন এই প্রবলেমটা আসবে। আজকে ঠিক এই মুহূর্তে সেটা কলিং এটেনশনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কিনা এই সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন রয়েছে। যাই হউক এর উত্তর যেটা দিতে হবে এই সম্পর্কে সেটা হল গত বছরের প্রশ্ন। এই বছরে সেই প্রশ্ন উঠেনা। (ভয়েস :— ইউ ক্যান নট কোশ্চেন দি ভার্ডিকট অব দি স্পীকার)

সেই সম্পর্কে শুধু এটাই বলা চলে যে এডমিশান এর ক্ষেত্রে কোন পার্টিকুলার ইনষ্টিটিউশনে ভীড় হয়ত বেশী হয়। কিন্তু ছাত্র ভর্তি হতে পারে না এই ধরনের অভিযোগ, কোন কথা আমরা এ পর্য্যন্ত শুনিনি। আমরা একটু খবর পেয়েছি, আমাদের কাছে আসে যে পার্টিকুলারলি হয়ত উমাকান্ত স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ভীড় হয়। সেখানে নাম্বার অব সিটস্ যা আছে উমাকান্ত একাডেমীতে, সেখানে সমস্ত ছেলেকে ভর্তি করা সম্ভব নয় সেজন্য সেখানে ভর্তি করা হয় না, ভর্তি করার অসুবিধা থাকাতেই ভর্তি করা সকলকে সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা জানি যারা ভর্তি হতে আসে তারা অন্যান্য জায়গায় জায়গা পায়, জায়গা পায় বলেই তারপর আমরা এরকম আর কোন কথা শুনিনা যে কোন ছেলে ভর্তি হতে পারে নাই। কাজেই এই যে কলিং এটেনশান নোটিশ দেওয়া হয়েছে এটা নিরর্থক। এটার কোন অর্থ নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এডমিশান টেষ্ট সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। প্রত্যেক স্কুল থেকে ছেলেরা পাশ করে রেজাল্ট, মার্ক সীট প্রভৃতি নিয়ে আসে। তার পরও কেন তাদের আবার আরেকটা টেষ্ট এডমিশন-এর সামনে যেতে হয় যেটা কলিং এটেনশন ছিল সেই কথাটা সম্পর্কে ওঁর ষ্টেটমেণ্টে কোন কথাই আমি পেলাম না। কাজেই সেই সম্পর্কে ক্ল্যারিফিকেশন চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে আমার সেই উত্তরের মধ্যেই আছে যে ভীড় যখন বেশী হয় তখন সেখানে ভর্তি করা সম্পর্কে এমনি 'না' করে দেওয়া যায় না যে তোমাকে ভর্তি করা হবে না। এই কথা বলা চলতে পারে না। সেই জন্যই এডমিশান টেষ্ট নিয়ে সেখানে ভর্তি করা হয়।

(এ ভয়েস : —মার্কসীট তো আছে। মার্কসীট থাকলে কি, প্রেফারেন্স করে ভর্তি করা সম্ভব নয়)
(ইন্টারাপশন)

না, মার্কসীটের ভিত্তিতেই যদি আজকে হাজার হাজার ছাত্র আসে। তা দিয়ে ভর্তি করা যায় না। ইক্যুয়েল নাম্বার নিয়ে আসে ছেলেরা সেখানেও এডমিশন টেষ্টের প্রশ্ন আছেই, প্রশ্ন থাকবেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা পার্টিকুলার স্কুলের দিকে মানুষের ঝোঁক থাকবে, ছেলেদের ঝোঁক থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সিষ্টেম চলতে থাকবে। এই সিষ্টেমটা বন্ধ করা যায় না।

Mr. Speaker :—Next, we pass on to the next item.

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল মাননীয় সদস্য চিনির ব্যাপারে যে অভিযোগ করেছেন সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ২৭।১২।৬৪ তারিখে যে ১৪টি দোকানে চিনির বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। আর উনি যে দোকানের কথা বলেছেন, তা সমস্ত দিন বন্ধ ছিল।

Mr. Speaker :—Yes, Next item—Government Business—Legislation. Consideration & Passing of the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964).

The next item in the List of Business The Salaries and Allowances of Member of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964) is to be taken into consideration. I call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion for consideration of the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that the Salaries and Allowances of Member of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964) be taken into consideration at once.

এই বিলকে উত্থাপন করতে গিয়ে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে হাউসকে জানাতে চাই যে আমরা এই বিল উত্থাপন করেছি আমাদের ইউনিয়ন টেরীটরীতে যে সেলারী এবং এলাউন্স ধার্য্য করা হয়েছে ঠিক সেই অনুসারেই আমরা আমাদের ইউনিয়নের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এই বিলকে উত্থাপন করছি। আশা করি এই হাউস এই বিলকে সর্ব্ববাদী সম্মতক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Nripendra Chakraborty.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিলটি এখানে উপস্থাপিত করেছেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে খুব সামান্য ২।১টি কথা বলছি। এখানে গত দুই দিন দুইটি বিল আলোচিত হয়েছে। প্রায় একই ধরণের বিতর্ক সেখানে উপস্থিত হয়েছে এবং সেগুলির রিপিট করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আমি জানি যে যারা ৩ শত টাকা বা তার কম বেতন পান, আজকের বাজারে সমস্ত ভারতবর্ষে সে ধরণের যে কর্ম্মচারী তারা, বিক্ষোভ, আন্দোলন ইত্যাদি করছেন। যদি কেউ পশ্চিম বাংলার দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে ব্যাংকের কর্ম্মচারী থেকে সুরু করে কলেজের অধ্যাপক তাঁরাও আজকে রাস্তায় বেরিয়েছেন। এমন কি পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার যে বেদনাদায়ক একটা সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত তাদের নিতে হচ্ছে তাদের পরিবার পরিজনকে বাঁচাবার জন্য এবং সেটা আমাদের কাছে সত্যই দুঃখজনক যে বৃটিশ আমলে কোনদিন যেটা হয়নি, যেটা আমরা কল্পনা করতে পারিনা যে আমাদের শিক্ষক, আমাদের অধ্যাপক, তাঁদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিছিল করতে হবে এবং এসেম্বলি ঘেরাও করতে হবে এবং তার পরেও এখানকার কংগ্রেসের শাসকবর্গ তাঁরা নির্বিকার চিত্তে তাঁদের নিজেদের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বাড়িয়ে যেতে থাকবেন এটা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সেটা আমরা ভারতবর্ষে দেখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেদিন যখন পশ্চিমবংগে লক্ষ মানুষ, কর্ম্মচারী—সে কর্ম্মচারীর কোন রং ছিলনা, তার মধ্যে বিহারী ছিল, বাংগালী ছিল, পাঞ্জাবী ছিল, সমগ্র ভারতবর্ষের চেহারা সেই পশ্চিমবংগের মিছিলের মধ্যে ফুটে উঠেছিল এবং বসুমতী তাদের রিপোর্টে লিখেছেন যে এ-যেন সেই ১৯৪৬ সালের দৃশ্য, সেদিন বৃটিশ এর বিরুদ্ধে ডালহৌসী স্কোয়ার ভেংগে পড়েছিল। লক্ষ মানুষের পদাঘাতে সেদিন বৃটিশ বাধ্য হয়েছিল ভারত ছাড়তে। সেই পদধ্বনি সেদিন শুনতে পেয়েছিল পত্রিকাওয়ালারা। শুনতে পেয়েছিল কর্ম্মচারীদের পায়ের তলায় তলায় এবং বুক কাঁপছিল তাদের যারা আজকে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করছেন। তাঁদের বুক কাঁপছিল, যেমন সেদিন বুক কেঁপেছিল বৃটিশের। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই অবস্থা আজকে সারা ভারতবর্ষে চলছে। পশ্চিম বাংলায় শুধু নয়। আজও আমরা পত্রিকায় দেখছি আসামের কর্ম্মচারীরা তাদের যে রিভিশান অফ্ পে স্কেল করেছিল সেটা বাতিল করে দিয়েছেন। আমরা দেখেছি যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীরা দাস কমিশনকে বয়কট করেছেন। কারণ তারা জানেন যে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সংগে সংগে এই যে সামান্য ২/১ টাকা বেতন বৃদ্ধি সে কিছুই নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলেছিলাম যাদের বেতন বেঁধে দেওয়া হয়, তাদের হাত পা বেঁধে দেওয়া হয়।

এবং হাত-পা বেঁধে সমুদ্রের স্রোতে, এই যে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি সেই স্রোতের মুখে ফেলে দেওয়া হয় ঐ ৬০, টাকার কর্ম্মচারীদের, যারা আমাদের কাউন্সিলের মধ্যে উঠবার এবং নামবার সময়েতে দাঁড়িয়ে সেলাম করে সারাক্ষণ এবং শুধু এখানেই নয়, হয়ত এখানকার কর্ত্তা ব্যাক্তিদের বাড়িতেও কিছু কিছু কাজকর্ম্ম তাদের করতে হয়। ২৪ ঘন্টা যাদের প্রায় ডিউটি সে সমস্ত কর্ম্মচারী—ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীজ তাদের হাত-পা ৬০৲ টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়, তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় এইযে স্রোত, জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির স্রোত সেই স্রোতের মুখে। তোমরা ডুবে মর। এই যেখানে ব্যবস্থা, সেখানে যদিও আমি জানি যে এখানকার এসেম্বলীর যারা সদস্য তাদের বেতন কিছু নয়, ১৫০৲ টাকা বেতন। কিন্তু এই মানুষগুলি যারা ৬০৲ টাকা বেতন পায় তাদেরতো আগে বেতন বাড়াতে হবে, তাদের কথা ভাবতে হবে। সেদিক থেকে আমরা বিলটির প্রতিবাদ করছি। এই বিলটির বিরোধিতা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক কথা এখানে বলা হয়, দেশ রক্ষার কথা, টাকা পয়সা অনেক বাঁচাতে হবে এবং অনেক বাঁচাবার ওঁরা চেষ্টা করছেন। আমরা দেখছি যে টাকা নেই ঐ করঙ্গীছেরাতে। যে মানুষগুলি অল্প ২/১জন লোক নয়, সেখানে ১০০টি পরিবার—সেখানে ধরুন ৫০০ লোক, একটুকরো ফসল তারা তাদের জমি থেকে নিতে পারেনি। ঐ পাকিস্তানীরা হাজার হাজার রাউণ্ড গুলি সেখানে চালিয়েছে। কতবার তারা ঐ গুলির মুখে ধান কাটবার চেষ্টা করেছে। আমি এস, ডি, ওর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি পর্য্যন্ত বলেছেন যে গত ফসল তারা কোনরকমে কিছুটা বাঁচাতে পেরেছিল, এইবার এক মুঠো ফসল বাঁচাতে পারবে না এবং তারা এস, ডি, ওকে ঘেরাও করে, সেখানে চীফ্ কমিশনারের কাছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করে এক পয়সা তারা আজকে পর্য্যন্ত সাহায্য পেল না। যারা সত্য সত্য দেশ রক্ষা করছে, যারা আমাদের সীমান্তে সীমান্তে বসে সৈন্যদের ন্যায় শান্তি রক্ষা করেছে, যারা সীমান্ত রক্ষার সমস্ত রকম সাহায্য করেছে রাস্তা করে দিয়ে, জিনিষপত্র সরবরাহ করে সে লোকগুলিকে আমরা এক পয়সা সাহায্য করতে পারছিনা। বলা হচ্ছে কিনা টেষ্ট রিলিফের কাজ করে খাও অথচ তাদের বাড়ী এবানডান করে আসতে হয়েছে, তাদের জিনিষপত্র ছেড়ে আসতে হয়েছে। আমি সেই এলাকা ঘুরেছি, আমি দেখেছি তাদের কি কষ্ট, কিভাবে ঝুলে ঝুলে বিভিন্ন জায়গায় তাদের থাকতে হচ্ছে। তাদের জন্য এক পয়সা নেই কারণ গভর্ণমেণ্ট এখন অনেক খরচ করতে হয়, দেশ রক্ষার জন্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে। অথচ এইরকম যখন পরিস্থিতি সেখানে আমাদের নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করতে ভদ্রলোকদের বিন্দুমাত্র লজ্জা হলনা, বিন্দুমাত্র বিবেকের কাছে কৈফিয়ত দিতে হলনা এটাই আশ্চর্য্যের কথা। এটাই প্রতিবাদের কথা।

এই জন্যই আমি বলছিলাম এটা ইস্যুর্যান্স, এটা নীতির দিক থেকে আমরা কোন রকমে বরদাস্ত করতে পারিনা। একথা ঠাট্টা করে বলা হচ্ছে, ওদিন বলা হয়েছে আমি জানি আজও এটা বলা হবে, যদি বেতন আমরা বাড়িয়ে দিই তবে কি আপনারা সেই বেতনটা নেবেননা? এটা আমি জানিনা যে কি রকম মুখ এই রকম সমস্ত যুক্তি দিতে হয়। কারণ যেখানে ওরা আইন পাশ করছেন, যেখানে আমরা দেখছি যে ওরা নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন সেখানে এই প্রশ্ন অবান্তর। আমরা একথা জানি যে ওরা ফোর্থ ক্লাশ এমপ্লয়ীদের জন্য, নিম্ন বেতনের কর্ম্মচারীদের জন্য যখন আমরা বলেছিলাম যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সেকেণ্ড পে কমিশনের রিকমাণ্ডেশান অনুসারে এখানে পে চালু কর। সে ১০০ টাকার কথা না হয় পরেই হবে। কিন্তু ৮০৲ টাকা যেটা সেনট্রাল পে কমিশন

বলেছেন সেটা যদি করে পরে এই প্রস্তাব আনতেন আমার মনে হয় আমাদের পক্ষে হয়ত এটা সমর্থন করা সম্ভব ছিল। এটা একটা নৈতিক প্রতিবাদ যেটা আমরা করতে বাধ্য। ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে পে স্কেল আমাদের এম, এল, এ দের পে-স্কেল'এর সম্ভবতঃ তার সাথে এটপার তারা করে আনলেন। আমি বলেছিলাম যে এটা একটা ক্ষুদে রাজ্য। একটা ক্ষুদে টেরিটরিকে একটা বিধান সভার তুলনা করা, যার অন্যান্য জায়গার একটা কর্পোরেশানের আয় নয়,—আজকে কলিকাতা কর্পোরেশানে আমরা দেখি যে ১০০ টাকায় তারা কাজ করতে পারেন। আমি জানিনা যে কেন এখানে এক্ষুনি বিধান সভার মেম্বারদের একটা বেতন বৃদ্ধি না করলে চলতে পারেনা। কাজেই এর প্রতিবাদ করার প্রয়োজন আছে। যেটা ছোট্ট সেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে এটপার করতে হবে, সমান করতে হবে অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রেতে, কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রেতে পশ্চিমবঙ্গের সমান যখন আমরা করতে বলি তখন তারা করবেন না, এটা কোন রকমে চলতে দেওয়া যায়না। মাননীয় স্পীকার স্যার এই ২।১টি কথা বলে এই যে বিল আমি তার প্রবল বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker:—Then I would call on Shri Karunamoy Nath Choudhury.

Shri Karunamoy Nath Choudhury: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদস্যদের বেতন নির্দ্ধারণের জন্য আজকে যে বিল এসেছে আমি এই বিলের প্রতি আমার সমর্থন জানাচ্ছি। আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় বিরোধীদলের নেতা পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা বন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। যদি তারা সত্যিই প্রফেসারি হয়ে থাকেন আমাদের তারা নমস্য হলেও তার আলোচনার জন্য আমার একথাই বলতে হয় যে বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি ভাবতেও পারিনা যে শিক্ষা উনারা আমাদের দিবেন তারা ভবিষ্যতে এমনভাবে এক মুঠো খাদ্যের দাবীতে বা বেতন বৃদ্ধির দাবীতে এইভাবে তাদের ছাত্রদের জীবন অন্ততঃ এর পরবর্ত্তী বছরের জন্য ধ্বংস করে দেবেন। তার পেছনে রাজনৈতিক দৃষ্টি ছাড়া আর কোন কিছু খুঁজে পাইনা। তবে অনেক রকমের রকমফের আছে দাবী করার। তাই বলে ছাত্রদের ভবিষ্যত জীবন নষ্ট করে যদি কোন আন্দোলন হয় তার প্রতি একটা সমর্থন জানিয়ে আমাদের মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে আমরা প্রশংসা করতে পারলাম না। আজকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন, ১০০ টাকা নিম্ন বেতনের কর্ম্মচারীদের বেতন, করুণ্যগীচেবারায় যারা অসহায় অবস্থায় পড়েছে তারা সাহায্য পায় না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সে সময় আমাদের অর্থ ছিল না। আমি আর একটা কথা লক্ষ্য করেছি তিনি অত্যন্ত উগ্রভাষায় খুব সম্ভবতঃ ধৈর্য্যহারা হয়ে কথাটি বলেছিলেন। গতকল্য আমি নিজেই একটা কথা রেখেছিলাম যে যদি কোন সদস্য তার বেতন না নেন বা আগামীকাল ঘোষণা দেন তবেই আমরা দেখব যে বিলের সমর্থনে বা বিপক্ষে তার মধ্যে জনবোধ কতটুকু আছে। আজকে এখানে তার বক্তব্যের মধ্যে তারা বলেছেন যে বিরোধিতা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব সুতরাং তিনি এই বিলের প্রতিবাদ করছেন। এই যে নৈতিক দায়িত্ব এটা তার একেবারে দলগত সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ছাড়া এর মধ্যে কিছুই নেই। সুতরাং তার বক্তব্যের অন্যান্য অংশ উল্লেখ করে তাকে আর বিব্রত করতে চাইনা। আমি শুধু এই কথাই বলব যে প্রাইস ইনডেক্স'এর কথা তারা প্রায়ই বলে থাকেন। আমরা প্রথমেই বলেছি যে সদস্য যারা এসেছেন—গতকল্য আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ-এর বেতনের বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও তারা অশোভনীয় উক্তি করেছেন এবং যেগুলি অন্ততঃ গণতন্ত্রকে যারা সম্মান দেন তাদের মুখে এইগুলি শোভা পায় না।

আমি জানতাম, আমি বিশ্বাস করতাম যে মাননীয় সদস্যের কাছে মন্ত্রীবর্গ যতই তার বিদ্বেষের পাত্র হউক না কেন, শাসকদল বিরোধী সদস্যদের যতই অপ্রিয়পাত্র হউক না কেন গণতন্ত্রের মর্য্যাদার জন্য অন্ততঃ তিনি স্পীকার এর বিল সম্পর্কে তার বিরূপ কথাগুলি অন্ততঃ সেদিনের জন্য সামলিয়ে রাখবেন কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি তিনি কতকগুলি বাছা বাছা আক্রমণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছেন এবং সেগুলি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, যদিও অপ্রাসঙ্গিকভাবে স্পীকারের বিলে রেখেছেন। তিনি হয়ত ভুলে গেছেন যে কথাগুলি স্পীকারের বেতন বিলের উপর সেই আলোচনাটা রেখেছেন। সুতরাং আজকের দিনে তার কতকগুলি অশোভনীয় উক্তি আমরা শুনতে পাব তা আমি গতকালই আশঙ্কা করে রেখেছিলাম। আজকে সদস্যদের সামাজিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে আমি একথা প্রথম অধিবেশনেই বলেছিলাম আজও আমি বলছি সেজন্য তাদের মাসিক যে ভাতা তা বৃদ্ধি পাওয়া দরকার ঠিক তাদের বেতনের সঙ্গে অন্যান্য কারও সঙ্গে তুলনা করলে সেটা অসঙ্গত হবে। আজকে সরকার তার বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। করংগীছড়াতে যদি কেউ বিপন্ন হয়ে থাকেন—ভারতবর্ষের হাজার হাজার মাইল সীমান্তে সর্ব্বত্র এই রকম দুর্যোগ লেগেই আছে। এখানেই নয়, এক করংগীছড়াতেই নয়, কুচবিহার সীমান্তে আমরা দেখেছি, আজকে আমরা জলপাইগুড়িতে দেখছি আমরা আমাদের কাশ্মীর সীমান্তে দেখছি ...সর্ব্বত্র এই রকম হচ্ছে। কাজেই ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের সম্পর্কে সরকার কোন নির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করছেন কিনা, তাদের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা তা তিনি এখানে তার কিছু না বলেই শুধু আক্রমণ করতে যেয়ে শাসকদলকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি তার কয়েকটি যুক্তি এখানে রেখেছেন এবং সর্বশেষে তার সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে একটা কথাই সুন্দর বলেছেন যে এই বিরোধিতা তার নৈতিক দায়িত্ব। যেহেতু তার নৈতিক দায়িত্ব সেক্ষেত্রে মনে হয় আমরা যারা উপস্থিত আছি তারা তার সমস্ত কথাগুলি উড়িয়ে আজকে যাতে এই সদস্যদের বেতনের বিল সর্বসম্মতিক্রমে হাউসে গৃহীত হয় সেজন্য আমি আজও আবার মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের কাছে আমার আন্তরিক নিবেদন জানাব, জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, কালকে যখন মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির কথা আলোচনা করা হয় তখন আমরা আমাদের বক্তব্য অনেক স্পষ্ট করে রেখেছি। আজকে যখন মেম্বারদের বেতনের কথা আসছে তখন কালকের কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হয় এবং সেখান থেকেই বলতে হয় যে আজকে আমাদের আশু প্রয়োজনটা কি ? আজকে আমাদের যখন দেশে বেকারীর সংখ্যা বাড়ছে, যখন আমরা আমাদের যারা অধঃস্তন কর্মচারী, যখন আমরা তাদের নিম্নতম বেতন দিতে পারছি না, যখন দেশের অধিকাংশ মানুষ বা একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ অর্দ্ধাহারে, অনাহারে থাকছে, যখন আমাদের দেশের একটা বিরাট সংখ্যক লোক শীতে বস্ত্র পাচ্ছে না, থাকার ঘর পাচ্ছে না। তখন কি আমাদের কাছে এটাই একটা আশু প্রয়োজন যে এখনি সদস্যদের বেতন বাড়ানো দরকার ? এখন আমরা ইমারজেন্সী বলে থাকি। ইমারজেন্সী কি আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে এখনি সদস্যদের, মন্ত্রীদের বেতন না বাড়ালে পরে আর ইমারজেন্সী রক্ষিত হচ্ছে না ? ইমারজেন্সীর কি এটাই আশু প্রয়োজন ? ইমারজেন্সীর আইন কি আমাদের এই কথাই বলেছে যে যদি মেম্বারদের বেতন না বাড়ানো হয় তাহলে ইমারজেন্সী থাকবে না

যদি মেম্বারদের, মন্ত্রীদের বেতন না বাড়ানো হয়, তাহলে দেশ রক্ষা হবে না, তাহলে কোন আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে না? ইমারজেন্সীর গুরুত্ব কি আমরা এই করে দিচ্ছি? আজকে আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আমাদের আশু প্রয়োজন কি? আশু প্রয়োজন কোনটা এবং আমাদের বহু সমস্যার মধ্যে আমরা কোনটাকে প্রায়রিটি দেব এবং সেই প্রায়রিটি যদি আমরা না দিই তাহলেই প্রশ্ন উঠে যে আমার মাথায় যা আসবে আমার যা খুশী আমি তা করব এবং অন্য কোন সমস্যা আমার কাছে গুরুত্ব পাবে না। এই কথা বলা হয়েছে যে আজকে যদি আমরা এই টাকাটা বৃদ্ধি না করি তাহলে কি সেই টাকায় অন্য কোন কাজ করতে পারবে? কোন কর্মচারীর বেতন বাড়াতে পারব বা কোন একটা ইণ্ডাষ্ট্রী করতে পারব বা কোন একটা কিছু করতে পারব? প্রশ্নটা মোটেই সেখানে নয়, প্রশ্নটা এইখানে—যখন নাকি আমার আর কারোর জন্য কিছু করতে পারছি না, যখন নাকি একটা কর্মচারী ৭২ টাকা মাইনে পায়, যখন ৭২ টাকায় তার দু'বেলার খাবার হয় না, যখন সে প্রায় দিন না খেয়ে অফিসে আসে, যখন নাকি আমারি চোখের সামনে আমারি কর্মচারী অর্দ্ধাহারে চলে তখন সেখানে আমার বেতন বাড়ানোটা কর্ত্তব্য কিনা? আমার বেতন বৃদ্ধির জন্য ওকালতি করাটা উচিত কিনা—প্রশ্নটা এইখানে এবং এই দৃষ্টিকোন থেকেই সবটা জিনিষ আমাদের বিচার করতে হবে এবং তা না হলে পরে সব জিনিষের কোন অর্থ থাকে না। প্রায়রিটি বলে কোন জিনিষ থাকে না। আমাদের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সবটা সমস্যা বিচার করা উচিত। আমরা এটা কি দেখছি—আমি গতকাল বলেছি আমরা তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ করতে চলেছি, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমরা সুরু করব এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু করতে গিয়ে আমরা ১ কোটি ৭০ লক্ষ বেকার নিয়ে যাত্রা সুরু করছি। আমাদের একটার পর একটা পরিকল্পনা যায় আর আমাদের বেকার সংখ্যা বাড়ে। একটার পর একটা পরিকল্পনা আমরা শেষ করছি আর দেশের অনাহার আর দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ে। একটার পর একটা পরিকল্পনা যায় আমাদের কৃষির উৎপাদন বাড়ে না। আমাদের আমদানী ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। আমাদের পরিকল্পনা এই হচ্ছে, ১৭বছর কংগ্রেসী স্বাধীনতায় আমাদের দেশের বেকারী দারিদ্র বাড়ছে ছাড়া কমছে না। জাতীয় আয় বাড়ছে কিন্তু সেই জাতীয় আয় যাদের পকেটে যাচ্ছে তারা মুষ্টিমেয় কয়জন লোক। কাজেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যারা শাসন করছে তারা যে মন্ত্রীর বেতন আর সদস্যের বেতন আগেই বাড়াবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁরাতো বাড়াবেনই। কারণ আগে নিজের কোল ভরতে হবে, আগে নিজের পকেট ভরতে হবে। তারপর অন্যদের কথা। আগে মন্ত্রীদের বেতন বাড়াতে হবে তারপর দেশের আর কেউ খেতে পেলো কি পেলো না সেই প্রশ্ন আসবে। প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে সদস্যদের সামাজিক কর্ত্তব্য অনেক বেড়েছে। সদস্যদের সামাজিক কর্ত্তব্য বাড়েনি এই কথা কেউ বলে না। সামাজিক কর্ত্তব্য কেবল সদস্যদের থাকে না দেশে অন্য মানুষদেরও থাকে। তারা তাদের কর্ত্তব্য পালন করতে পারে কিনা। তারা যে বেতন পায়, তাদের যে অর্থ নৈতিক অবস্থা তাতে তারা তাদের সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করতে পারে কিনা আমাদের সেইটুকু বিচার করতে হবে এবং সেইটুকু বিচার না করলে পরে সবটা বিচার এক তরফা হতে বাধ্য। এই কথা এইখানে বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে যে আপনারা যে অধিক বেতন পাবেন সেই বেতন আপনারা নিবেন কিনা। আমি এইখানে বলতে চাই যে হ্যাঁ, আমরা মাইনে নেব এবং নিয়ে

সেই টাকা স্বার্থান্ধ যারা, যারা নিজের পকেটে টাকা ভরার জন্য ব্যস্ত, যারা সব চেয়ে বেশী লোভী তাদের কবর খোঁড়ার কাজে ব্যবহার করব। আমরা দেখব যে কত দ্রুত ওদের শেষ করা যায়। সেই অর্থ দিয়ে কত দ্রুত তাদের কবর খোঁড়া যায় আমরা সেই কাজে এই অর্থ খরচ করব এবং সেজন্যই আমরা টাকা নেব। নেব এই জন্য, যারা স্বার্থান্ধ, যারা চোরাকারবারী, মুনাফাখোরদের কোলে নিয়ে বসে দেশ শাসন করে, যারা নিজের বাড়ী গাড়ী করার জন্য সব চেয়ে আগে নজর দেয় তাদের কত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, তাদের মৃত্যুবাণ কত আগে বানানো যায়, আমরা সেই কাজে আমাদের সেই অর্থ সবচেয়ে আগে ব্যয়িত করব এবং সেজন্যই আরো টাকা নেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে যারা আজকে দেশ শাসন করছে তারা দেশের স্বার্থ এবং জনতার স্বার্থ কত কম দেখেন। তাঁরা ত্যাগের কথা বলেন কিন্তু ত্যাগ তাঁরা নিজেরা করতে জানেন না। তাঁরা দেশকে বলেন ত্যাগ করতে। তাঁরা চান যারা সাধারণ মানুষ, সাধারণ পেটি এমপ্লয়ী তারা কেবল ত্যাগ করুক—এটা কোন্ বিচার। একশ টাকা—সোয়াশ' টাকা মাইনে পায়, যারা ৮০ টাকা মাইনে পায় তাদের কাছে গিয়ে ত্যাগের বক্তৃতা করেন, অনেক বাণী সেখানে ছাড়েন। তারা নিজেরা কি ত্যাগ করেন তারা সেইটুকু বলতে রাজী না। তারা ভাবছেন যে একসময়ে আমরা অনেক ত্যাগ করে এসেছি। আমাদের ত্যাগের পালা এখন শেষ হয়েছে। এখন আমাদের ভোগের পালা, এখন আমরা ভোগ করব। ত্যাগ তোমরা করেছ, বৃটিশ আমলে করেছ এখনও কর তোমরা। তোমরা ত্যাগ স্বীকার কর এখন আমাদের ভোগের পালা আমরা ভোগ করতে থাকবো আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখ। তাতেই তোমাদের আনন্দ। কারণ আমরা যাঁরা মন্ত্রী যদি আমাদের পেট ভরে তাহলে বলতে হবে তোমাদেরও পেট ভরেছে। আমরা যারা মন্ত্রী যদি আমাদের ঘরে দালান হয় তাহলে বলতে হবে তোমাদের ঘরেও হয়েছে। আমাদের উন্নতি মানে দেশের উন্নতি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি আমি ত্রিপুরার অনেক কংগ্রেস সদস্যকে জানি যারা একসময় খালি পায়ে হাঁটতেন, গাড়ী চড়তেন না। তারপর যখন এডভাইসার হলেন তখন তাঁরা জীপ চড়লেন আর যখন মন্ত্রী হয়েছেন তখন এম্বেসেডার ছাড়া তাঁরা চড়েন না। তাঁর অনেক উন্নতি হয়েছে। তাঁর যখন উন্নতি হয়েছে তখন বলতে হবে আমাদের দেশের উন্নতি হয়েছে। যে ভদ্রলোক একসময় খালি পায়ে হাঁটতেন, লম্বা লম্বা দাঁড়ি রাখতেন আজ তাঁর দাঁড়ি আছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই খালি পা ছেড়ে এখন তিনি এম্বাসেডর চড়েন। এম্বাসেডর ছাড়া তাঁর হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা একটা গল্পে একটা কথা আছে যে লম্বা চুল হলেই যদি পরম পদ পায় তবে কেন ভেড়া ভেড়ী বনের ঘাস খায়। লম্বা চুল থাকলেই যদি পরম পদ পেত তাহলে বনের ভেড়া ভেড়ী তারা বনের ঘাস খেত না তারা সব সন্ন্যাসী হয়ে যেত। কাজেই কতগুলি ভেক ধরলেই মানুষ সাধু হয় না। সাধুর কাজ করতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এইখানে দাঁড়িয়ে এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং আমার মনে হয় এই বিলের পক্ষে যারা ওকালতি করতে দাঁড়াবেন তাঁদের বুঝা উচিত যে যখন আমি জনগণের খাওয়াতে পারছি না, দেশের মানুষকে দুবেলা ভাত দিতে পারি না, যখন আমার অধস্তন কর্মচারীর মাইনে এক পয়সা বাড়াতে পারি না তখন নিজের মাইনেটা বাড়ানো একটা শুধু অপরাধ নয় এটা ক্রিমিনেল অফেন্স অমার্জনীয় অপরাধ।

Mr. Speaker :—I would now call on the Deputy Minister Shri M. L. Bhowmik.

Shri Manindralal Bhowmik :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সদস্যদের পে-বিল সংক্রান্ত যে বিল এখানে এনেছেন আমি তার সমর্থন করি। বিরোধী দলের মাননীয় নেতা এবং অপর সদস্য আমাদের এই হাউসে যে বিল দুইটি গতকাল আমরা পেশ করেছি সে বিল সম্পর্কে এখানে হাউসে যে আলোচনা করেছেন এবং যে যুক্তি তারা দেখিয়েছেন বিরোধিতা করে, আজকে এখানে সদস্যদের বিল সম্পর্কে একই যুক্তির পুনরাবৃত্তি তারা করেছেন। যুক্তি নূতন কোন কিছু তারা বের করতে পারেন নি। মাননীয় সদস্য, বিরোধী দলের নেতা আজকে এখানে—আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে একজন দার্শনিক তার তত্ত্বকথা আমাদের শুনাচ্ছেন। তিনি যেন একজন দার্শনিকের ভূমিকায়, আজকে আমাদের দেশের অবস্থা কি এবং এটা নেওয়া উচিত নয়, নীতিকথা ইত্যাদি আমাদের শুনাচ্ছেন। কিন্তু নেতা আমাদের একথা বলেন নি যে আমাদের সদস্যদের বেতন কত হওয়া উচিত এই সম্পর্কে তাঁর কোন উক্তি ছিল না। কেউ বাড়িয়ে নিচ্ছেন, কেউ নিজেদের পকেট ভারী করার সুযোগ করছেন ইত্যাদি তিনি বলছেন কিন্তু কত হওয়া উচিত তা তিনি তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেছেন যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এবিকউয়েট করছি। কিন্তু অবস্থা কি তাই? পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে একটা ষ্টেট এবং আমাদের হচ্ছে একটা ইউনিয়ান টেরিটোরি, তিনি বলেছেন এটা ক্ষুদে টেরিটোরি এবং আমরা হচ্ছি ক্ষুদে মন্ত্রী। আমরা ক্ষুদে ইউনিয়ান টেরিটরির ক্ষুদে মন্ত্রীর মতই মাহিনা নিচ্ছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের মত মাহিনা নিচ্ছি না। সেটা নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যরা জানেন। তথাপি তারা বিরোধিতা করছেন, তীব্র বিরোধিতা করছেন তার কারণ হচ্ছে এই আমি মনে করি এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা এই বিরোধিতা করছেন এবং বিরোধিতা মৌখিক বিরোধিতা কাজের নয়। যখন এই বিল পাশ করা হবে আমি নিশ্চয়ই মনে করব তাদের যে বাড়তি অংশটা সেটা তাঁরা গ্রহণ করবেন। আমি তখনই তাদের বিরোধিতাটাকে আন্তরিক বলে মনে করতে পারতাম যদি তারা আজ যে মৌখিক বিরোধিতা করছেন তা যদি কাজে তাঁরা প্রমাণ করতে পারতেন। হ্যাঁ মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এই বেতন আমরা নেব। আবার বলেছেন যে নির্লজ্জের মত আমরা বাড়িয়ে নিচ্ছি এবং নেব। আমরা বলব তারাও নির্লজ্জের মতই সেই বাড়তি অংশ গ্রহণ করবেন। আবার একজন সদস্য বলেছেন যে হ্যাঁ আমরা নেব এইজন্য, কিজন্য না তারা আমাদের কবর খুড়বেন। হ্যাঁ কবর কার খুড়তে হবে সেটা ভগবান জানেন। সেটা পরের কথা, কবর কে কার খুড়ছে এই যুক্তি চমৎকার—চমৎকার যুক্তি তারা দেখিয়েছেন, বাড়তি অংশ নেবেন আমাদের কবর খুড়বার জন্য, যা নাকি ডোমেরা করে থাকে। যদিও কবরের কাজ ডোমেরা করে থাকেন সেটা তাঁরা করবেন। বেশ তাঁরা তা করতে থাকুন, দেখা যাক্। তবে আমি বলছি যে আমাদের এই যে বেতন ধার্য্য করা হয়েছে বিলে, সে বিলের বেতন যুক্তিসঙ্গত এবং এটা আমাদের বর্তমানে যে অবস্থা তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই বেতন ধার্য্য করেছি এবং এটা আমরা অন্যান্য ইউনিয়ান টেরিটোরিতে—হিমাচল, মণিপুর প্রদেশে সদস্যদের যে বেতনের বিল ধার্য্য করা হয়েছে ঠিক তেমনি আমরাও করেছি। তারা করেছেন আরও আগে হয়ত বছর খানেক আগে প্রায়, আমরা এক বছর পরে করছি। কাজেই আমাদের এই যে বেতনের বিল এ সদস্যদের যে বেতন ধার্য্য করা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত। আমি তা সমর্থন করি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেম্বারদের সেলারি বৃদ্ধির সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং গতকাল মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে আমি কতকগুলি বক্তব্য রেখেছিলাম এবং এইখানে এই বিলের উপর আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে অনেকরকম সমালোচনা করা হয়েছে আমি সর্ব্বপ্রথমেই একটা কথা বলতে চাই যে আজকে এই বিল সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় ডিপুটি মিনিষ্টার শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক যে ভাষা এখানে ব্যবহার করেছেন আমি ঠিক এটাকে এইভাবে গ্রহণ করতে পারিনা এই কারণে—কারণ আজকে যেখানে এই রাজ্যে হাজার হাজার নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী তাদের ক্ষুধা, তাদের তৃষ্ণা, তাদের পরিশ্রম তার দিকে বিচার বিবেচনা না করে এখানে আজকে গেজেটেড অফিসার অর্থাৎ হায়ার কেটাগরির যে অফিসার তাদের পে-স্কেল সম্পর্কে যে উক্তি করতে গিয়ে যা তিনি বলেছেন যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধি বেতন লজ্জা সহকারে গ্রহণ করবেন এখানে কথাটা অবশ্য খুব খারাপ কথা। কারণ যদি কেউ কোন সৎবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এটা চিন্তা করে থাকেন যে আজকে দেশের যারা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, বড় বড় অফিসার তাদের বাড়ী হ'ক, তাদের গাড়ী হ'ক, তাদের সবকিছু হ'ক আর যারা আজকে এই অফিস কাছারীতে, বিশেষ করে এই বিধানসভা, এই হাউসের কথাই বলব। আমরা এখানে বিধানসভার মিটিং করি, বক্তৃতা করি অথচ আজকে এই যে কেরাণী, এই যে পিওন যারা আজকে সকাল ৯টা থেকে আরম্ভ করে রাত ১০টা পর্য্যন্ত কাজ করবেন তাদের সম্পর্কে যে বিচার এটা কি ধরণের বিচার হ'ল ? আমি কালকে একথাই বলেছিলাম আবার আজকেও একথাই একটু ইঙ্গিত না করে পারলামনা কারণ এখানে ডেমোক্রেটিক সোসিয়ালিজমের কথা বলা হয়েছে। আমি এই রুলিং পার্টির যারা সদস্য তাদের কাছে অনুরোধ করব যে মুখে ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের কথা বলে ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের যে শ্লোগান, তাকে যাতে কলুষিত না করেন সেই অনুরোধ আমি রাখব। কারণ আজকে যদি ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম উনারা চান আমি একথাই বুঝব যে আজকে যারা আমার অফিসকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, আমার এই আদালতকে আজকে যারা সুন্দর ভাবে সুশ্রী করে রেখেছেন তার কথা আমি আগে চিন্তা করতে বলব কারন আমরা বক্তৃতা দিয়ে যাই—হাউসে যে বক্তৃতা দিয়ে যাই কিন্তু এই বক্তৃতা এবং মন্ত্রীদের আদেশ তা মিল করার জন্য আজকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে, রোদে বৃষ্টিতে পুড়ে যারা কাজ করেন তাদের পেটে যদি অন্ন না জুটে তবে এই ধরণের ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম, এটা ওনারা শ্লোগান দিয়ে উনারা যদি নামেন তবে আমি বলব ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম এটা ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের পবিত্র শ্লোগান। এই শ্লোগানকে যাহাতে কলঙ্কিত না করে । তাই আমি বলব যে যারা আজকে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে আদর্শ স্থান সৃষ্টি করেছিল আজকে তাদের কথা সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করা প্রয়োজন যে তাদের পেটে অন্নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা, তাদের ছেলে মেয়েদের নির্ব্বিবাদে লেখা পড়া শিখাতে পেরেছে কিনা এটা হচ্ছে ডেমক্রেটিক সোসালিজমের প্রথম কথা। আমি বলব ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম এটা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ কিন্তু আজকে সমাজ পরিকল্পনায়, রাজ্য পরিকল্পনায়, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম এত সহজ নয়। আমি একথা জানতে চাই এবং উনারা অনুগ্রহ করে বলবেন আমাকে এই উপদেশ

দিচ্ছেন কেন যে সোস্যালিজমের কথা, ডেমোক্রেটির কথা। ডেমোক্রেসি হচ্ছে এই সমাজের যে শতকরা যে ৯৫ জন লোক যারা আজকে দরিদ্র তার সেবা করা হচ্ছে ডেমোক্রেসি। আর উপরতলা যারা শতকরা ৫ জন লোক যারা কর্মচারীকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে যারা অংগুলী হেলনে আদেশ তামিল করতে, হুকুম তামিল করতে যারা জারী করে সেটাকে বলব আমি আমলাতান্ত্রিক ব্যুরোক্রেটিজম। গণতন্ত্রের নামে ব্যুরোক্রেটিজমকে যারা এষ্টারিশ করতে চায় আজকে তাদের পক্ষে তাদের মুখে এটা নিশ্চয়ই শোভা পাবে যে আজকে আমরা বড় বড় টাকা নেব, বড় বড় টি. এ. আমরা নেব, বড় বড় গাড়ী আমরা হাকাব আর আজকে আমার এই বিধান সভায়, আজকে যারা আমার সেটেলমেণ্ট অফিসে, আজকে আমার ফরেষ্ট অফিসে আজকে আমর ডেভেলাপমণ্ট অফিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যারা কাজ করে আজকে তাদের কথা সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করা দরকার। টাকা নেব না এই কথা স্বীকার করি না। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার, বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় যারা আজকে আমার এইদেশের, আমার সমাজের এই তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীরা তাদের কথা সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করা দরকার। আমি জানতে চাই যে রিভাইজড্ স্কেল আমরা করেছি তাতে তৃতীয় শ্রেনীর কর্ম-চারীরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের কতটুক বেনিফিট হয়েছে। যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই টাকায় তাদের পরিবার, তাদের পরিজনকে তারা লালন পালন করার মত সম্ভাবনা সৃষ্ট করা হয়েছে কিনা। স্কেল রিভাইজড্ হওয়ারও একটা কথা এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে তার পরিবারের প্রতিজনকে প্রতিপালন করার যে প্রশ্ন সেটা আরেকটা এবং আমি জানি যে এই রিভাইজড্ স্কেল হওয়াতে কোন কোন স্থানে স্কুলের মাষ্টার, ঐ নিম্ন বুনিয়াদীর মাষ্টার, উচ্চ বুনিয়াদীর শিক্ষক উনাদের কিছু কিছু ক্ষতিও হয়েছে। যেমন কারো আট আনা ক্ষতি হয়েছে, কারো বারো আনা ক্ষতি হয়েছে, কারও একটাকা ক্ষতি হয়েছে এই অভিযোগ আমি জানতে চাই—

Mr. Speaker :—I would draw the attention of the Hon'ble member, you see you would not to discuss the incident in the revised pay scale. You would confine your comments on this subject.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কাজেই আমি এই কথাই বলছি যে আজকে সর্ব্ব প্রথমে চিন্তা করা দরকার যদি সত্যি সত্যি আমরা ভারতবর্ষের বুকে, ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে আজকে যারা অর্থনীতিগত ভাবে যারা পেছনে পড়ে আছেন তাদের সম্পর্কে বাজেটে একটা গ্যারান্টি সৃষ্ট করার দরকার যাতে তাদের জীবন ধারণের কোন কষ্ট না হয়। কারণ তাদের কষ্ট অব লিভিং এর তুলনায় আজকে যে সমস্ত বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে বা পুনর্গঠন করা হয়েছে সেটা সমাজ ব্যস্থার পক্ষে তার জীবন ধারণের পক্ষে এটা ব্যবস্থা নয়। কাজেই ইন দিস কনসিডারেশন আমি এই কথা বলছি যে আজকে বিল এটা আসা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কারণ যেখানে বলা হয়েছে যে রাজ্যের অর্থনৈতিক যে অবনতি এটা সা ঘাতিক ভাবে ঘটেছে, জিনিষ পত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে। কাজেই এই যে কষ্ট অব লিভিং যেখানে বেড়ে যাচ্ছে সেখানে প্রত্যেকটি জিনিষের উপরে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের উপরে, প্রত্যেকটি মানুষের উপরে লক্ষ্য করে এই সমস্ত রিভাইজড স্কেল করা বর্ত্তমান সময়ে যুক্তি সংগত আজকে এ সমস্ত কথা উঠত না এখানে যদি জিনিষপত্র কম দরে যদি ক্রয় করে খেতে

পারতাম তাহলে পরে আজকে এই প্রশ্ন ব্যাপক ভাবে দেখা দিত না। কাজেই আজকে আমি কতগুলি নজীর এখানে বলছি যে গত বৎসরে, গত এপ্রিল কি মে মাসে—আমার ঠিক মনে নেই, আমাদের যে গুলজারী লাল নন্দ তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে এমন কতগুলি লোক আছে যারা টাকা পয়সা, ধনে সম্পত্তিতে একেবারে ভরপুর হয়ে রয়েছে কিন্তু আজকে যারা আমার দেশের এই যে কর্মচারী, তারা পথে পথে ঘুরা ফেরা করছে। কাজেই এটা কিসের প্রতিধ্বনি? তিনি এথা বলেছেন তাহলে কি ভারতবর্ষে সেই দিনের মত আবার ক্যাপিটালিষ্ট গ্রো করছে কিনা তার একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন। কাজেই আজকে এই সমস্ত যে ঘটনা এটাকে অত্যন্ত কম নজর দিয়ে বিচার বিবেচনা করার দিন নেই। কাজেই আজকে আমার দেখতে হবে আমার ভারতবর্ষে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক যে মানদণ্ড তা কোথায় চলেছে এবং আজকে রুলিং পার্টি কি করছে তার সম্পর্কে আমার যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেহ আছে। কাজেই আমি সর্বশেষে এই কথাই বলতে চাই আজকে এখানে উনারা গ্যারান্টি দিক আজকে যারা কর্মচারী, নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী, তৃতীয় শ্রেণীর, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের একটা সিকিউরিটি দেওয়া বা তাদের এমন একটা জিনিষ দেওয়া হোক যার জন্য আজকে তারা নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে অফিসের কাজ, আদালতের কাজ যাতে তারা করতে পারে সেই রকম বরাদ্দ অর্থ সংগ্রহ করে যদি তারা এই বিল এখানে উপস্থিত করতেন তাহলে পরে নিশ্চয়ই আমার দিক থেকে বিরোধিতা করা কোন কারণ ছিল না। আজকে আমারা মুষ্টিমেয় এই টাকা নিয়ে খুব ভালভাবে খেতে পারব বা চলতে পারব কিন্তু আজকে কিছু লোক যাদের শতকরা ৯৫ জন কর্মচারী তাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে। তার জন্য আমি এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Development Minister Shri Sengupta.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির বিল সম্পর্কিত যে বিল এসেছে তার বিরোধিতা করে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অনেক কথাই বলেছেন। সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির যে প্রশ্ন সেই সম্পর্কে আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে। প্রথম কথা হল সদস্যদের এই বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কিনা। এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের কথাও টেনে আনা হয়েছে এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বক্তব্য এর মধ্যে এদিকটাই বড়। আসল যে বিল সেই বিলে সদস্যদের বেতন কত হতে পারে এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন, কোন আলোচনা এখানে হয়নি। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি আর সদস্যদের বেতন বৃদ্ধি এই দুটি এক জিনিষ নয়। সদস্যদের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশ্ন আলোচনা করতে গেলে আমাদের দেখতে হবে যে যারা সদস্য হয়ে এসেছেন এসেমব্লীতে তাঁরা দেশের, দেশ কি পলিসিতে, কি নীতির উপর চলবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এই সদস্যদের কর্তব্যের মধ্যেও এটাও রয়েছে যে যার যার কনষ্টিটিউয়েন্সী বিশেষ করে তাঁদের যে অসুবিধা সেগুলি এসেমব্লীতে তুলে ধরা এব আলোচনা করা। এখন সেই কাজটা করতে গেলে এটা আশা করা অন্যায় নয় যে সদস্যরা নিশ্চয়ই তাঁদের যথেষ্ট সময় দিবেন সেই কাজের জন্য। যে কাজের জন্য তারা নির্বাচিত

হয়ে এসেছেন সেই কাজের জন্য তাঁরা যত বেশী সময় দিতে পারবেন সেই দিকে নজর রাখা দরকার এবং যত বেশী সময় দেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করা যায় সেটাও সরকার পক্ষ থেকে দেখা দরকার এবং সেজন্য আজকে সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সরকারী কর্মচারী বলে নয় অন্যান্য যারা প্রাইভেট কর্মচারী তাদের দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কতখানি কাজ করতে হবে, কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে তার একটা সীমা নির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু সদস্যদের বেলায় সেই কথাটা খাটে না। সদস্যদের এমনও হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই এটা হয়ে থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যার ২৪ ঘণ্টাই তাঁদের যা কাজ তাঁদের যে ডিউটি সেটা হয়ত করতে হবে। সেখানে যদি এই সদস্য সে সময়টাকে যদি খাওয়া পরার চিন্তা করার জন্য, তাঁর পরিবারের চিন্তা করার জন্য তাঁর যদি সময় দিতে হয়, সে সময় দেওয়ার জন্য –।

(ইনট্যারাপশন]

আঁতে ঘা লাগছে, চুপ করে থাকুন, শুনে যান। তাদের যদি সময় দিতে হয়, সেই সময়টা দিতে গেলে পরে যতদূর সম্ভব এই কাজের মধ্যে নানা রকম বাধা আসতে পারে। সেই সব বাধা অপসারণ করা দরকার এবং তার মধ্যে আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষের যিনি নেতা তিনিও স্বীকার করেন যে সদস্যদের বেতন যা বৃদ্ধি করা হয়েছে কিংবা প্রস্তাব আনা হয়েছে তা এমন কিছু বেশী নয়। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং স্বীকার করতে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই তার মনের মধ্যে একথা ছিল যে আমাকে ২৪ ঘণ্টা খাটতে হয়। আমাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, আমার রোজগারের জন্য কোন পথ নাই আর যদি রোজগারের অন্য কোন পথে যাই তাহলে আমার যে দায়িত্ব, আমার যে কর্ত্তব্য সে কর্ত্তব্য আমি সঠিক ভাবে পালন করতে পারব না। সে জন্যই বোধহয় তার মনের মধ্যেও একথাটা ছিল বলেই তিনি এই কথাটা বলতে পেরেছেন যে এটা এমন কিছু বেশী নয়। এর মধ্যে নীতির প্রশ্ন উঠেছে, নৈতিক প্রতিবাদের প্রশ্ন উঠেছে। আজকে নীতিবাদ কি তা আমি বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম না। নীতিবাদ যদি এই হয়ে থাকে যে আমরা বক্তৃতা যা করব সেটা কাজেও দেখাব.আর এটাই যদি নীতিবাদ হয়ে থাকে তাহলে এখানকার মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে এই বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদ করি এবং আমাকে যদি বেতন বৃদ্ধির, প্রতিবাদ করতেই হয় এটা যদি নীতিগত ভাবে আমি স্বীকার করে নেই তাহলে আমার স্বীকার করতে হবে যে এই বৃদ্ধির টাকা আমি নেব না। নীতির কথা, নীতির প্রশ্ন যদি আসে, এর মধ্যে আমি জানি না নীতির প্রশ্ন কতটুকু আছে। আমার যতটুকু মনে হয় সেটা হল আজকালকার যে কাজ সদস্যদের এসেম্বলিই বলুন, পার্লামেণ্টই বলুন, যে সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্ত্তব্য এবং নিজেদের কর্ত্তব্য যেটার পরিমাণ এত বেশী বেড়েছে যার ফলে আজকে তাদেরকে অল্প সময় দিয়ে একটা মুখরক্ষা গোছের সদস্য হওয়া চলে না। সদস্যের যে ডিউটি সে ডিউটি যদি করতে হয় তাহলে প্রত্যেক মাননীয় সদস্যেরই সেটা অভিজ্ঞতা আছে যে দিন নেই রাত্রি নেই যে কোন সময়ে নিজের কনষ্টিটিউয়েনসির লোক আসতে পারে, দেশের লোক আসতে পারে তাদের জন্য কাজ করতে হতে পারে সেখানে কিছুটা নিশ্চিন্ত না থাকলে সে জাষ্টিস করতে পারবে না তার কনষ্টিটিউয়েনসির প্রতি, সে জাষ্টিস করতে পারবে না যাদের জন্য এত চীৎকার, এত হৈচৈ, এত বক্তৃতা। সেজন্য এই বিলের

প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের কথা আমি আগেও বলেছি যে তাদের একটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্য দিয়ে তাদের চলতে হয় এবং তার ঘণ্টা মাপা আছে যে কত ঘণ্টা তাকে কাজ করতে হবে এবং সেখানে জিনিষপত্রের দর যখনই বাড়তে থাকে কিংবা বাড়ে তখনই একটা পে-কমিশান বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে পে-কমিশন বসে, যারা বিচার বিবেচনা করে দেবেন যে এই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাদের বেতনের কিংবা ডিয়ারনেস্ এলাউয়েন্স কতটুকু বাড়ানো যায়, সেটার জন্য সেই পেগার্ড রয়েছে এবং সেই পেগার্ড দেওয়ার জন্য সেই কমিশন করার জন্য এই নিন্দিত যে কংগ্রেস সরকার সেই কংগ্রেসরকারই পে-কমিশান গঠন করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্যদের কেউ কেউ আজকে বলেই নয়, অনেকদিন ধরেই একথা তারা ইঙ্গিত করে যাচ্ছেন, কেউ দাঁড়ির কথা বলেন, কেউ চুলের কথা বলেন, কেউ খালি পায়ের কথা বলেন আমি তার কিছু বুঝতে পারিনা। আমার নিজের ধারণা যতটুকু আমি দেখেছি অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে যার যা পেশা সেটার দিকেই মনোযোগটা বেশী দেয়। যেমন নাপিত সে তার প্রথমেই দৃষ্টি পড়বে মুখের দিকে যে চুল বড় হয়েছে কিনা, দাঁড়ি বড় হয়েছে কিনা। যে জুতো সেলাই করে তার প্রথমেই নজর পড়বে নীচের দিকে যে তার পায়ে জুতো আছে কিনা, না খালি পায়ে চলেছে তার জুতো ছেঁড়া কিনা। কাজেই এখানকার যে পেশা--আমি জানিনা মাননীয় সদস্যদের কার কি পেশা আমার ধারণা যে এখানে একমাত্র পেশা রাজনীতি এবং একমাত্র মানুষের উপকার করা, মানুষের অভাব অভিযোগ যেখানে রয়েছে সেখানে তাদের দৃষ্টি দেওয়া। যাহউক এটার জন্য কিছু যায় আসেনা যার যেখানে দৃষ্টি পড়বে সে দৃষ্টির কথা, তার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা, তাদের যার যা পেশা তার কথা এর ভেতর আলোচনা চলতে পারেনা। যাহউক আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে বলেছেন কেউ কেউ যে টাকা নিচ্ছি, যারা বিল এনেছেন তাদের কবর খুঁড়বার জন্য। আমরা গৌরবান্বিত সেইজন্য এবং আমরা যারা বিল এনেছি, আমরা গৌরব অনুভব করছি যে অর্গানিজেশান ডেমোক্রেসির মূল কথা যে গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকবে সেই বিরোধীদলকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের কবর খুঁড়ার জন্য যদি তাদের শক্তি দিতে হয় এটা ডেমোক্রেটিক ট্রেডিশান এবং সেটা আমরা মানছি। কাজেই এদিক থেকে তাদের আমি অনুরোধ করতে পারি। আমি মাননীয় সদস্যদের অনেকের সঙ্গে একমত নই যে তারা টাকা না নিলে আমরা খুসি হব কিংবা নীতিগত ভাবে ওটাকে সাপোর্ট করব একথা নয়, আমি বলব তারা আরও বেশী যদি টাকা নিতে পারেন, তারা টাকা নেন আমাদের কবর খুঁড়ার জন্য চেষ্টা করেন সেটা আমরা চাই কারণ এটা ডেমোক্রেসির কথা, গণতন্ত্রের কথা। সেদিক থেকে এতে কিছু লাভবান তারা হউন অর্থাৎ কিছু শক্তি যদি তাদের বাড়ে আমরা তাকে অভিনন্দন জানাব এবং সেদিকে আমরা অনুরোধ করব তাদের নীতি এবং কার্য্য একরকম চিন্তা ধারায় অগ্রসর হয়ে যাওয়াই ভাল এবং সেই দিকে থেকে বক্তৃতা, আলোচনা যেটাই হউকনা কেন সেইভাবে আলোচনা হওয়া দরকার এবং আমি আশা করব যে এদিক থেকে যে সদস্যদের কর্ত্তব্য কি, দায়িত্ব কি এবং তারা কত বেশী সময় এইজন্য দিতে পারেন সে দিকে বিবেচনা করে সমস্ত দিক বিবেচনা করে আজকে যে বিল এসেছে, সে বিল সমর্থন না করে

উপায় নেই এবং এদিক থেকে আমি বিল সমর্থন করছি এবং বিরোধীদলের সদস্যদের একটু সুস্থভাবে চিন্তা করে এই বিলকে সমর্থন জানাবার জন্য আবেদন করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Hemanta Deb.

শ্রীহেমন্ত দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিলটা এখানে আলোচনা হয়েছে তার আমি বিরোধীতা করি কারণ আমার অনেক আগের একটা কথা মনে পড়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয় তিনি এক সময়ে যখন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, তিনি সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিনা আমি জানিনা, বয়সে বড় হিসাবে উনার কাছে আমরা সময় সময় যেতাম এবং উনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতাম। তিনি তখন বলেছিলেন, যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীদের বেতন ৩০০্ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। তিনশত টাকার উর্দ্ধে হওয়া উচিত হবেনা এই ত্রিপুরা রাজ্যে। এই কথা আমাদের বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন কিন্তু আজকে আমরা কি দেখি যারা সেদিন কংগ্রেস কর্মী তারাই আজকে মন্ত্রীপদে আসীন, কাল দেখলাম তাদের বেতনের বিল, হাজার টাকার বিল। তাদের সেই মন্ত্রীদের নিজেদের অভাব ঢাকবার জন্য তারা তাদের নিজেরা যে কি অপরাধী সেই অপরাধকে ঢাকবার জন্য তারা কিরকম দুর্বল তাদের কথাবার্ত্তায় সেটা বুঝা যায়। কিরকম তারা চীন চীন চীন, কেবল চীন পন্থী, পিকিং পন্থী এই ছাড়া আর কোন যুক্তি তাদের আছে? কাজই এইরকম যুক্তি দিয়ে মানুষের মনকে জয় করা যায়না। এটা সাধারণ মানুষ বোঝে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইযে মন্ত্রীমহোদয় (—) উনারা গাড়ীতে চলেন, তারাতো রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেন না। আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের জনসাধারণের সঙ্গে কতটুকু সংযোগ আছে আমি জানিনা। এইযে আমাদের এই বিল আসবে, আসার পর বাজার যখন ছড়লো তখন বাজারে কি রব হয়েছে তা আপনারা জানেনকি? তা আপনারা জানেন না। কি বলেছে এখনত মন্ত্রীদের বেতন বাড়বে, আপনাদের বেতন বাড়বে কি লজ্জার কথা। দেশের মানুষ খেতে পায়না, দেশের মানুষ একসের তেল পায়না, একসের কেন একপোয়া তেল কিনতে পারেনা সে জায়গায় আমরা মন্ত্রীদের বেতন বাড়াচ্ছি এক হাজার টাকা, মেম্বারদের বেতন বাড়াচ্ছি ২৫০্ টাকা যদিও মন্ত্রীদের তুলনায় মেম্বারদের তত বেশী নয়। কিন্তু মন্ত্রীরা সেটা নিচ্ছেন এবং নেওয়ার অনুপাতেই আজকে মেম্বারদের বেতন বাড়ান হয়েছে কারণ যদি মেম্বারদের না বাড়ান তবে মন্ত্রীদের বাড়াতে পারেন না সেই উদ্দেশ্যেই আজকে বাড়ানো হচ্ছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলছি যে আমি যখন দুইদিন আগে টাউন বাসে যাই, টাউন বাসে বসে কয়েকজন ভদ্রলোক আলোচনা করেন যে মশায় আপনাদেরত বেতন বাড়ছে, আপনাদের আর কি চিন্তা। কিন্তু চিন্তা করা উচিত। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কানেত এইসব কথা পৌঁছায়না কিন্তু আমাদের কানে সেসব কথা পৌঁছায়। কাজেই এই অবস্থায় এই বিল আনার কি স্বার্থকতা আছে। কাজেই—আপনারা হয়ত বলতে পারেন, যারা দক্ষিণ সাইডে আছেন তারা বলবেন তাহলে কি আপনারা নেবেন না? কালকে এক ভদ্রলোক কি বলেছেন—করুণাবাবু বলেছেন যে দেখা যাবে কালকে মেম্বারদের বেতনের বিলের সময় আপনারা কি বলেন। আমি সত্য করে বলছি সবাই শুনুন যে এই বেতন তা নিয়েও আমার চলবে। কিন্তু আপনারাত না নিয়ে ছাড়বেন না। আপনারাও সবাই ছাড়ুন দেখি।

কিন্তু আমি পারি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছেও আজকে আমি বলি যে আমার তা, ছাড়বার সে সৎ সাহস আছে। আপনাদের আছে কিনা বলুন। আজকে আমাদের অবশ্য একই কথা বার বার বলতে হয় যে নিম্ন কর্ম্মচারীদের বেতন, তাদের যে অবস্থা এ'দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমাদের বেলায়, মন্ত্রীদের বেলায়, মেম্বারদের বেলায়, স্পীকারদের বেলায় যদি আমরা ব্যবস্থা করি সত্যই তারা কি বলবে। আমার কথা হল আমি অত্যন্ত সরল ভাষায় বলতে চাই এবং অত্যন্ত কম কথায়, সহজ ভাষায় বলতে চাই যে নিম্ন-কর্ম্মচারীদের বেতনের অবস্থার দিকে তাকিয়ে আমাদের নিজেদের বেতনের কথা চিন্তা করা উচিৎ কাজেই এই অবস্থায় যতক্ষণ না পর্য্যন্ত আমরা নিম্ন কর্ম্মচারীদের বেতন দিয়ে তাদের ভরণপোষণ না করতে পারছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা, এই বৃদ্ধি বেতন নিতে পারিনা। আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে এটা সম্ভবপর হবে কারণ তারা বলেন ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শুনেছি ত্রিপুরায় পাহাড়ীদের অবস্থা বিভিন্ন. কৃষকদের অবস্থা, আর্থিক অবস্থা তাদের তুলনায় ভাল উনারা বলেছেন। কিন্তু উনারা এখন গ্রামের খবর জানেননা যেহেতু তারা গাড়ীতে চলেন, কাজেই রাস্তার বাহিরে আর তারা যেতে পারেন না কাজেই তাদের কাছে ভাল হওয়ারই কথা, কিন্তু আমাদের কাছে মোটেই ভাল লাগেনা। কাজে কাজেই এই যে বল আমরা এনেছি এই বিলের স্বার্থকতা আমি কোন দিকেই দেখতে পাচ্ছিনা এবং এই যে বিল এটা আমরা বাজারের জনসাধারণের কাছে আমরা হেয় ছাড়া আর কিছুই হব না এবং মন্ত্রীদের কাছে কেউ বলবে না। কিন্তু আমরা জনসাধারণের যারা মেম্বার বিশেষ করে অপোজিশনের যারা মেম্বার তাদের কাছে অন্য কিছু না সেই লজ্জা আমাদের আছে এবং আমরা লজ্জা করি। কাজেই আমি আশা করি অন্যান্য মেম্বারদেরও এই লজ্জা হওয়া উচিত। কাজেই মন্ত্রীরা বেতন নিক। তাতে আমার কোন দুঃখ নাই কিন্তু আমরা যারা সদস্য, আমরা যারা দেশের কাজ করি তাদের বেলায় এই চিন্তা করা উচিত এবং করতে পারবো। অন্ততঃ আমরা মন্ত্রীদের বাদ দিয়ে হলেও আমরা যারা সদস্য আছি তাঁরা ত্যাগ করি। তাহলে পরে আমরা অন্ততঃ মন্ত্রীদের দেখাতে পারব এই মন্ত্রীরা নেন কিন্তু আমরা ত্যাগ করি, আমরা নেই না। দেখিয়ে দিব। মন্ত্রীদের চক্ষে ত্রিপুরারাজ্য একটা স্বর্গরাজ্য হয়ে গেছে। গ্রামের উন্নতি হয়ে গেছে, বাজারের উন্নতি হয়ে গেছে. বিভিন্ন জায়গায় তেলের দর বাড়ছে, ডালের দর বাড়ছে পরিষ্কার তারা দেখতে পান। কিন্তু তাতে কি হয়েছে, মানুষ খরিদ করতে পারে। কিন্তু আমার কাছে সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই এই অবস্থায় আমরা নিম্ন কর্ম্মচারীদের, সাধারণ কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই বৃদ্ধি বেতন নিতে আমরা রাজী না। এই মতে আমি আশা করি আমাদের অন্যান্য সদস্যরা নিশ্চয় একমত হবেন। এই বলেই আমি এই বিলের বিরুদ্ধে আমার মত রাখছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Chief **Minister Shri Sachindra Lal** Singh.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এবং নেতা এই সদস্যদের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে কতকগুলা উক্তি করেছেন সেই উক্তি হল যে ছাত্ররা এসেম্‌ব্লী ঘেরাও করে চীৎকার করছে। এসেমব্লী ঘেরাও করে চীৎকার করা মানুষের যে রাইট এবং লীগেল রাইট সেই রাইটে যেই হস্তক্ষেপ করুক না কেন সেটাই নিন্দনীয় অপরাধ। কিন্তু মাননীয় সদস্যের এই কথাটা বলার উদ্দেশ্যই

হচ্ছে এই যে এইভাবে চীৎকার করা, ঘেরাও করা তাদের একটা লীগেল রাইট। এটাই দেশের জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন করার জন্য এই বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে এই উক্তিটা করেছেন এবং দেশে যত লোক আছে এসেমব্লীকে, পার্লামেণ্টকে ঘেরাও করে তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মানে ভারতবর্ষের ৪৬ কোটি লোকের যে ন্যায় সঙ্গত অধিকার তারা সংস্থাপন করেছে, মুষ্টিমেয় কতগুলি লোক বিশৃঙ্খলাকারী, সেই জায়গাতে তাদের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোকই তার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু মাননীয় সদস্য প্রতিবাদ না করে সেটাকে উস্কানি দিয়ে ন্যাশনেলসকে সাপোর্ট করেছেন এই বেতন বৃদ্ধির ব্যাপার নিয়ে। তারপরে বলেছেন এই যে আমি অন্ততঃ অনুরোধ করব স্পীকারের মাধ্যমে যে আমাদের এখানে যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার সেই অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি এবং অন্যের ন্যায় সঙ্গত অধিকার সেই অধিকারকে মান্য করব, তাকে শ্রদ্ধা করব। অতএব সেই জিনিসটা যাতে আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পায় সেই দিক দিয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত, ভাবা উচিত, চিন্তা করা উচিত। কারণ আমরা এখানে জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। তাদের অধিকার সংরক্ষণের দাবীতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তার পর এই কথা বলতে গিয়ে পাকিস্থানে হাজার হাজার রাউণ্ড গুলি সেখানে নিক্ষিপ্ত করছে, করিমগঞ্জে, সেখানে বলা হয়েছে যে সেখানের যে কৃষক সেই কৃষক ভূমিহীন হয়েছে। এইকথা এই হাউসে আগেও বলা হয়েছে যে তারা......

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. the Member speaking will have the floor.

Mr. Speaker :- The discussion is continue, I would call on Shri S. L. Singh, Chief Minister

Shri S. L Singh - এখানে মাননীয় সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধীপক্ষের নেতা যে সকল কথা বলেছেন, যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার মূল উদ্দেশ্য হ'ল এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করবার জন্য এখানে এ দৃষ্টিভংগী নিয়ে চড়াও হয়েছেন। Assembly তে চড়াও হয়ে lawlessness create করে, যারা নিজের হাতে আইন গ্রহণ করতে চান, তাদিগকে আস্কারা দেওয়ার চিন্তাধারা তাদের মধ্যে নিহিত আছে। অতএব democracy কে শক্তিশালী করবার জন্য জনসাধারণকে সভাসমিতির যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, প্রতিবাদ করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তারা সেইভাবে প্রতিবাদ করতে পারেন, সভা সমিতি করতে পারেন, বক্তৃতা দিতে পারেন। অতএব সেই জনমত জনসাধারণের মধ্যে যতই বদ্ধমূল হইবে, ততই democracy শক্তিশালী হবে। তাই এখানে যে সকল মাননীয় সদস্যেরা আছেন, তাদের একটা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভংগী রেখে এবং সমস্ত দিক বিবেচনা করে এখানে বেতন বিল উপস্থাপিত করা হয়েছে, এমন কোন অযৌক্তিক প্রস্তাব এখানে রাখা হয় নি।

অন্যান্য Union Territory গুলিতে যে ভাবে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, আমরাও তেমনি ভাবে মাননীয় সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব এই হাউসে এনেছি। আশাকরি হাউস সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :- The discussion is over. I would now put the motion to vote The question before the house is the motion moved by the Chief Minister that the salaries and Allowances of members of Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964 be taken into consideration at once.

As many as are of the same opinion please say 'Ayes'

"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

"Noes"

"Ayes" have it, "Ayes" have it. I would now put the Bill to vote to clause by clause.

Mr. Speaker : Cl. 2. do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

'AYES'

Mr. Speaker : As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it', 'Ayes have it'.

Mr. Speaker : Cl. 3. do stand part of the Bill

As many as are of that opinion will please say AYES'

'AYES'

Mr. Speaker : As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it', 'Ayes have it'.

Mr. Speaker : Cl. 4. do stand part of the Bill

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

Mr. Speaker : As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it'. 'Ayes have it'.

Mr. Speaker : Cl. 5. Do stand part of the Bill

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

Mr. Speaker : As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it', 'Ayes have it'

Mr. Speaker : Cl. 6. do stand part of the Bill

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

Mr. Speaker : As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it', 'Ayes have it'

Mr. Speaker : Cl. 7. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker : Cl. 8. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker : Cl. 9. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker : Cl. 10. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker : Cl. 11. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker : 1st Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contraty opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker : 2nd Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker ; Cl. 1. Do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker : The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker : 'Ayes have it' 'Ayes have it'

Mr. Speaker : Now the passing of the Bill.

Next business before the House is the passing of The Salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill 1964 (Bill No. 8 of 1964), I would now request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for passing of the Bill.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) : Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that The Salaries and allowance of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker : I will now put the motion to Vote. The question before the House is that The Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill-No. 8 of 1964) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of contrary will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker :—'Ayes have it' 'Ayes have it'.

The bill. The Salary and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1964 (Bill No. 8 of 1964) is passed.

Mr. Speaker : Now I pass on to the next and last item of the Business Private Members Resolution.

I would call on Shri Atiqul Islam, M. L. A, to move his resolution that "This Assembly is of opinion that as Tripura is an isolated territory which as no easy access except by air and as the Indian Airlines Corporation exorbitantly exchanced the rate of passenger fare and frieght of Agartala—Calcutta service Thereby seriously effecting the economic condition of the people of Tripura, this Assembly urges the Central Govt. to take necessary steps to bring down the passenger fare and freight rate of the paid service to 1950 level'.

Mr. Speaker : I would now request the mover of the resolution.

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি House এ যে প্রস্তাবটি রেখেছি সেটা এই যে House কে দিয়ে একটা অনুরোধ করানো যে আগরতলা থেকে কেলিকাতা বিমানের যে ভাড়া সে ভাড়াটা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কমান। এরজন্য House থেকে একটা প্রস্তাব করতে চাই। ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বিমান ছাড়া আমাদের আর কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। আমরা যারা বিমানে চড়ি, চড়তে বাধ্য হই কারণ আমাদের সামনে আর কোন দ্বিতীয় পথ খোলা নাই। আমাদের বহু জিনিষ-পত্র বিমানে আসে যেমন কাপড়, ঔষধ, বেবীফুড এবং অনেক সময় জরুরী প্রয়োজনে grocery goods ও বিমানে আসে। ফলে এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দরও উঠা নামা করে। ত্রিপুরার মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র এবং ত্রিপুরার চারিদিক পাকিস্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত একথাটা অত্যন্ত সত্য। কাজেই আমাদের বিমানে চড়তে হয় অত্যন্ত প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে এবং সেই সেইজন্য যদি যাত্রীভাড়া বাড়ে, মালের ভাড়া বাড়ে তা হলে সেটা ত্রিপুরার লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত হয়। সেই জন্যই বিমানের যাত্রীভাড়া, মালের ভাড়া কমানোর জন্য প্রস্তাব আমি এখানে এনেছি।

আমি এখানে দেখাতে চাই বিমানের যাত্রী ভাড়া মালের ভাড়া প্রথমে কি ছিল এবং আজকে বাড়তে বাড়তে কোথায় এসে পেঁছেছে। আমাদের যাত্রী ভাড়া প্রথম ছিল ৪৫৲ টাকা তারপর হল ৪৭, তারপর হল ৫২৲ টাকা তারপর হল ৬৫৲ টাকা এখন হল ডাকোটাতে ৭০৲ টাকা। Sky Master এখনো আসেনি যদি আসে তা হলে হবে ৭৬৲ টাকা। আমাদের মালের ভাড়া কলিকাতা থেকে আগরতলা আসতে, আগে ছিল, ৫০ সনে ধরুন ১ পাউণ্ডে দুই আনা সেটা বেড়ে ৫৬ সনে হয়েছে ১৯ পয়সা। তারপর হল ৫১ পয়সা কেজি, তারপর বেড়ে হল ৬৩ পয়সা কেজি আর এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ৬৯ পয়সা কেজি। এইটা হল কলিকাতা থেকে আগরতলায় যে মাল আসে তার ভাড়া। কাজেই যেখানে নাকি প্রথমে ছিল ১২ নঃ পয়সা আজকে সেখানে বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাঁড়াল ৬৯ পয়সাতে। কাজেই এই যে একটা অস্বাভাবিক মালের ভাড়া বৃদ্ধি তার এখন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই এবং ব্যবসায়ীরা এর পুরাপুরি সুযোগ নিবেই—

বলবেন যে আমরা বিমানে মাল আনি আমাদের মালের ভাড়া বেশী পড়ে এবং জিনিষের দাম বেশী না দিলে আমাদের পোষাবে না। আমাদের এখন একটা জিনিষ মনে রাখা দরকার যে আগে যখন আমরা আগরতলা থেকে কলিকাতা মাল পাঠাতাম তার commodity-wise ভাড়া ছিল, যেমন বিভিন্ন commodities-Tea, Jute, Cotton ইত্যাদির আলাদা আলাদা ভাড়া ছিল। আজকে সেখানে একটা flat rate করা হয়েছে। আগে আমাদের আগরতলা থেকে কলকাতা Jute পাঠাতে ভাড়া ছিল ১২ পয়সা, Tea তে ছিল ১৩ পয়সা, Cotton, Till Seed এ ছিল ১৯ পয়সা other commodities এ ছিল ২০ পয়সা। এ হল Port to Port. আর এখন সব কিছুর একটা flat rate ধরে দিলে হল ২১ পয়সা। আর যদি কিছুদিন City to City হয়—তাহলে ৩০ পয়সা, কাজেই আমাদের সহ্য করতে হয়। এখানে যে আগে commodity-wise একটা ভাড়া ছিল, বিভিন্ন commodities এর বিভিন্ন রকম ভাড়া, কিন্তু আজকে সেই commodity wise ভাড়াটাকে উঠিয়ে দিয়ে সব ভাড়াটাকে একটা স্তরে নিয়ে এসে এক রকম ভাড়ায় পরিণত করা হল। Jute পাঠাই, Cotton পাঠাই, Tea পাঠাই যা কিছু পাঠাই না কেন তার একটা ভাড়া, সে হল একুশ পয়সা Port to Port. এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে অনেকে মাল আজকে বিমানে পাঠায় না। তারা train এ পাঠায়। যেমন Jute, সেটা আগে ছিল ১২ পয়সা এখন হল ২১ পয়সা। কাজেই এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে Jute আর এখন plane এ যায় না সেটা export করা হয় সাধারণতঃ train এ। চা ত্রিপুরার প্রধান একটি export commodities, কিন্তু সেই চা-ও মালিকেরা ভাড়া বৃদ্ধির ফলে বিমানে পাঠাতে চাচ্ছে না। তা ছাড়া চা-এর season ও মাসখানেক পরে থাকবে না ফলে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিবে। যে Plane Calcutta থেকে মাল আনবে তাকে আর back load নেওয়া যাবে না। এর ফলে হবে যে, যারা agent তারা মাল আনতে চাইবেনা কারণ তারা যদি back load না পায় তা হলে plane এ load করবে না। যারা agent তারা back load আছে কিনা তাহা দেখে এরপর plane এ book করবে এবং যখন দেখবে যে plane এ back load পাচ্ছে না—তখন তারা আর মাল আনতে চাইবে না। কলকাতাতে মাল পড়ে থাকবে। ফলে যে সকল মাল কলকাতা থেকে plane এ আসে সেগুলির একটা অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি হবে। কাজেই এই সমস্যাটা আমাদের দেখতে হবে যে এই বৃদ্ধির ফলে আমাদের এখানে বিভিন্ন industry র একটা crisis দেখা দিয়েছে এবং এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত মাল আমাদের কলকাতা থেকে আনতেই হবে, না এনে আমরা পারি না কিন্তু back load না পাওয়ার ফলে agent রা সেই সমস্ত মাল আনতে চাইবে না এবং ফলে আমাদের মাল কলকাতাতে জমা হয়ে থাকবে। ফলে এখানে যারা ব্যবসায়ী তারা তার fullest advantage নেবে। কাজেই এই সমস্যাটা আমাদের serious ভাবে দেখা দরকার - যে আজকে ভাড়া বৃদ্ধির ফলে আমরা কোন অবস্থায় গিয়ে পৌছেছি। কিছুদিন আগে subsidy দেওয়ার কথা শুনেছিলাম। আমি পরবর্তীকালে খবর নিয়ে দেখেছি যে subsidy পূজার আগে দেওয়া হয় নি পূজার সময় ১ মাস দেওয়া হয়েছিল। সেই তাও সব মালের উপর নয় একমাস শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এখন আর কোন মালে subsidy দেওয়া হয়না। Pine-apple সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে from May to March pine-apple এ subsidy দেওয়া হবে। এখন কথা হচ্ছে pine-apple season তখন শুরু হয়না সেই সময়েতে নাকি pine-apple এ subsidy দেওয়ার কথা হয়েছে তার season শুরু হয় from May, subsidy দেওয়ার কথা হয়েছে upto March আর pine-apple season শুরু হয় from May and it continue upto August কাজেই pine-apple এ subsidy র

প্রশ্ন যে এখানে আসছে প্রকৃতপক্ষে সেই subsidy benefit তারা কিছুই পাচ্ছেন না। সেই benefitটা, আমাদের কর্তৃপক্ষ যারা subsidy এর কথা বলছেন, সেই subsidy তাদের কোন কাজেই লাগবে না। আর orrange প্রকৃতপক্ষে আমাদের এখান থেকে বাহিরে পাঠানো হয় না, নিজের প্রয়োজনে কেউ কেউ হয়ত নিতে পারেন। কিন্তু ব্যবসার প্রয়োজনে orrange কলকাতাতে, বাহিরে পাঠানো হয় না। ফলে orrange এর প্রশ্ন আসে না। আর Pine appleএ subsidyর কথা বলা হল যদি এই order কে পরিবর্ত্তন করা না হয় তবে তা তাদের কোন কাজেই লাগবে না। Pine-apple এ subsidy দেওয়া হয় upto March, আর তার season শুরু হয় from May কাজেই যে সমস্ত subsidy তারা দিচ্ছেন তার দ্বারা কোন benefit তারা পাচ্ছেন না। কাজেই আজকে বিমানে মালের ভাড়াটা যদি কমানো না হয় তাহলে ত্রিপুরার মানুষকে অধিক দাম দিয়ে জিনিষ পত্র কিনে খেতে হবে মালের ভাড়া এবং যাত্রী ভাড়া যে ভাবে বেড়েছে তাতে ত্রিপুরার মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। আমি তাই একটি প্রস্তাব রাখছি subsidyর প্রস্তাব। ভাড়া কমানো অথবা subsidy দেওয়া।

এখন কথা হচ্ছে subsidy আর কেউ পায় কিনা, সারা ভারতবর্ষে অন্য কোন State Air Corporationকে subsidy দেয় কিনা? আমি যতটুকু জানি Calcutta ভুবেনশ্বর লাইনে subsidy দেওয়া হয়, Calcutta—রাউরকেল্লা সেখানে ও তারা subsidy দেয় এবং দিল্লী, চণ্ডিগড়, সেখানেও subsidy দেওয়া হয়, তারাই যদি subsidy পায় তবে আমাদের State এ দেওয়া হবে না কেন? আমরা subsidy পাব না কেন? আমাদের subsidy না দেওয়ার কারণইবা কি? কাজেই subsidy আমরা চাইতে পারি এটা আমাদের একটা ন্যায্য দাবী। যে ক্ষেত্রে দিল্লী চণ্ডিগড় বা অন্য জায়গায় subsidy দেওয়া হচ্ছে সেখানে আমরা পাব না কেন? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের সামনে আর কোন পথ নেই, অন্যান্য জায়গায় রেল আছে, বিভিন্ন যান বাহন আছে তারা তার সুযোগ নিতে পারে, মাল আনতে হলে তাদের বিমানের আশ্রয় নিতে হয় না, কিন্তু আমাদের সামনে আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। আমাদের বিমানের আশ্রয় নিতেই হয়। আমি এখানে আগরতলায় দু'একটি পত্রিকার editorial দেখাব, তারা এ বিষয়ে কি মন্তব্য করেছেন। গণরাজ পত্রিকা যার মালিক হচ্ছেন আমাদের উন্নয়নমন্ত্রী, তার ১১ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে লিখেছেন--"দরিদ্র ও অনুন্নত ত্রিপুরা প্রায় চতুর্দিক পাকিস্থান কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের অন্য কোন পথ প্রায় নাই বলিলেই চলে, বিলাসিতা বা ধনগর্ব্বের জন্য ত্রিপুরাবাসী বিমানে ভ্রমণ করে না। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বহু কষ্টে বিমানের ভাড়া যোগাইতে হয়। অন্যান্য রাজ্যে পরিবহনের ও যোগাযোগের বহু পথ থাকায় বিমানের উপর তাদের খুব কমই নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু ত্রিপুরার বেলায় উহা জীবন-মরণ সমস্যার সমতুল্য। এই সাধারণ কথাটা Air Lines কর্তৃপক্ষ কেন অনুভব করিতে পারিতেছেন না তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা, মোদ্দা কথায় বিমান ভাড়া বৃদ্ধিতে ত্রিপুরার দরিদ্র জনগণের উপর অসহনীয় চাপ পড়িয়াছে। ঐ সম্পর্কে পুনঃ বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক আমরা এই গুরুতর সমস্যাটির প্রতি কেন্দ্রীয়

কর্ণধারদের আশুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি"। এই হল গণরাজ পত্রিকার মন্তব্য। সেবক ১৩ই সেপ্টেম্বর তার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে "অসহ্য" শিরোনামা দিয়া লিখেছেন "ত্রিপুরার সহিত বহির্ভারতের যোগাযোগের সর্ব্বাপেক্ষা সহজতম পথ হলো বিমান পথ। জরুরী প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরাবাসী বিমানে চাপে। বিলাসের পর্য্যায়ে ফেলিয়া Indian Air lines বিমান ভাড়া বৃদ্ধির যে ঝোঁক দেখাইয়াছে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার যোগাযোগের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাই বা রক্ষিত হইতেছে কোথায়? ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এক ফালি রেলপথ সম্প্রসারিত হওয়ায় এ রাজ্যের যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় নাই, আমরা বার বার বলিয়াছি সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ করা হউক এবং অন্তবর্ত্তী সময়ে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করা উচিত হইবে না" তারপর তিনি লিখিয়াছেন "আমরা Indian Air linesকে অবিলম্বে ভাড়া কমাইতে এবং Flight এর সংখ্যা বাড়াইতে বলিতেছি। এই হঠকারিতা আর সহ্য করা যাইবে না"। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই হল পত্রিকার মন্তব্য, যে পত্রিকাকে আমরা অন্তত: বলতে পারি যে Communist সমর্থক পত্রিকা নয়, এবং তারা অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে এ মন্তব্য লিখেছেন। উন্নয়ন মন্ত্রীর পত্রিকা যখন বিরূপ মন্তব্য করেন তখন আমাদের বুঝতে হয় সমস্যাটা আমাদের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা কিভাবে দেখা উচিত। সেই দিকে আমি সমস্ত Houseএর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যদি ভাড়াটা কমানো না হয় এবং যদি এভাড়া কমানো সম্পর্কে আমরা সবাই মিলে একটা প্রস্তাব তাদের কাছে না পাঠাই তাহলে আজকে কেন্দ্র যে মনোভাব পোষন করেছেন সেই মনোভাব পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হবে না। আমি জানি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন দম দমে গিয়েছিলেন তখন একটা বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে এই ভাড়া বৃদ্ধি উচিত হয় নি। ঠিক ভাষাটা আমার মনে নেই, কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন কাজেই যেখানে তিনি নিজেই মনে করছেন যে এই ভাড়া বৃদ্ধিটা অসঙ্গত, এই ভাড়া বৃদ্ধিটা ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে ধৈর্য্যের সীমার বাইরে তখন হাউসে যদি আমরা একটা প্রস্তাব পাশ করি তাহলে এটার গুরুত্ব অনেক খানি বাড়বে, কেন্দ্রীয় সরকার ও তাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে, কারণ তারা দেখবে যে একটা বিধান সভাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব পাশ হয়ে এসেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি বিভিন্ন বিধান সভায় সাধারণ বিষয়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমি দেখেছি পশ্চিম বঙ্গেতে Bank জাতীয়করণ সম্পর্কে সকল দল মিলে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, এবং এটা জানা কথা যে Bank জাতীয়করণ State Gvot. করতে পারে না, কেন্দ্রীয় Govt.এর অনুমোদন প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবু সেখানে একটা প্রস্তাব নিয়েছে, নিয়েছিল এই স্বার্থে যে তাতে সেখানের শত শত বিক্ষোভকে একটা ভাষা দেওয়া হলো। তাই সকলে মিলে একটা প্রস্তাব নিয়েছেন যে Bank জাতীয়করণ করা হোক। উদ্বাস্তুঋণ মুকুব করা সম্পর্কেও সেখানে বিধান সভাতে সর্ব্বদল মিলে প্রস্তাব নিয়েছে সেখানে দল নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলেনি, কারণ এরকম প্রস্তাব আমাদের সকলের স্বার্থের প্রয়োজনে, দেশের পক্ষে প্রয়োজন, এবং সেইজন্য সবাই মিলে সেই প্রস্তাবটা পাশ করেছে। কাজেই আমাদের বিধান সভাতেও সবাই মিলে এ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব নেওয়া উচিত। আগরতলা বিভিন্ন পত্রিকার যে মন্তব্য এখানে পড়লাম সেইরূপ মন্তব্য অন্য সমস্ত পত্রিকায় করা হয়েছে। নাগরিক বলুন, সমাচার বলুন সব কটা পত্রিকা একসঙ্গে বলেছে যে এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধি ত্রিপুরার মানুষের সামর্থ্যের বাইরে, এটাকে আর সহ্য করা

যায়না এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেই মনে করেন যে এই বৃদ্ধিটা অনুচিতভাবে করা হয়েছে, জনসাধারণের সমস্ত অংশ মনে করেন যে বৃদ্ধিটা অত্যন্ত অনুচিত এবং ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ভাড়া যেখানে গিয়ে পৌঁচেছে, সেটা মানুষের নাগালের বাইরে। সেখানে যদি আমরা এই বিধান সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করি, আমার মনে হয় এতে ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল হবে এবং Central Govt. এতে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে পারবেনা। এই বলে আমি আমার প্রস্তাবটা এখানে রাখলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :-মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম এখানে উপস্থিত করেছেন তা আমি সমর্থন করি। তাঁর বক্তব্যে এটা পরিস্কারভাবে দেখানো হয়েছে, কিভাবে বিমানভাড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ত্রিপুরার কোন জনমতকে জিজ্ঞাসা বা আলাপ-আলোচনা করে নয়, ত্রিপুরা সরকারের সাথে কোন আলাপ আলোচনা করা হয়েছে কিনা তাও আমি জানি না, সম্ভবতঃ নয়, তাদের খেয়াল খুসীমত জবরদস্তি করে, গণতন্ত্রের প্রতি কোন শ্রদ্ধা না দেখিয়ে তারা এটা করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, দুই রকমের ভাড়া বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে যেগুলি মাল বহন করে আর একটা যাত্রীবাহী বা passenger, দুটারই ঠিক সমানভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এই যে ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে, এই lineটা কি uneconomic ? প্রশ্নটা Indian Air Linesকে করা প্রয়োজন এবং Assembly হচ্ছে ঠিক জায়গা যেখান থেকে আমরা বলে দিতে পারি যে এটা uneconomic নয়। আমি একটা হিসাব এখানে দিচ্ছি, ১৯৮ মাইলের রাস্তা তাদের বহন করতে হয়। Average flight হচ্ছে ৩০টা। যে বিমান এখানে আসে তার ইনকাম, ১২৫০ টাকা। আর যে বিমান আমাদের এখান থেকে যায়, সেটার ইনকাম হচ্ছে ৬০০ টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সকলে জানেন যে আমাদের এখান থেকে যে মাল নিয়ে যায় তার ভাড়া কম, এবং আমাদের এখানে যে মাল নিয়ে আসে সেটার ভাড়া অনেক বেশী। এই ভাবে হিসাব করে দেখানো হয়েছে যদি তারা minimum ১০টি করে Trips দেয়, তাহলে দিনে তারা ১৮,৫০০ টাকা revenue পান। আর expenditure হচ্ছে per mile ৩৷৹ টাকা করে, ১০৫০ টাকা একটা round এ। ১০টি tripএ তাদের দৈনিক expenditure হচ্ছে ১৪,৫০০ টাকা। অর্থাৎ দৈনিক নীট আয় ৪০০০ টাকা। এটা কোন আমার হিসাব নয়, ভারত সরকারের পক্ষে Indian Air Linesর যারা economic survey করেছেন তাদের হিসাব। তারা এটাও দেখিয়েছেন যে Agartala-Calcutta Line তাদের দৈনিক নীট লাভ হচ্ছে ৪০০০ টাকা। তাহ'লে কেন তারা ভাড়া বাড়াচ্ছেন ? কারণ হ'ল বেনিয়া সরকার তারা মানুষের গলা কেটে, টাকা রোজগার করে। আজকে ত্রিপুরার উদ্বাস্তু ও গরীব মানুষের গলা কেটে তাদের পকেট ভর্ত্তি করছেন, মুনাফা নিচ্ছেন। আমি পত্রিকাগুলিকে অভিনন্দন জানাই এজন্য যে তারা মানুষের সত্যিকারের অবস্থা express করেছেন। যেটা অসহ্য, এবং সম্ভবতঃ বৃটিশ আমল হলে সহ্য করা হ'ত না এবং হয়ত ঐ সমস্ত বিমান ঘাটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। যেহেতু ভারতবর্ষের সরকার, জনসাধারণের প্রতিনিধিরা চালান এবং এই ধরণের প্রতিষ্ঠান চালান সেজন্য কোন বিক্ষোভ ফেটে পড়েনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তবে কেন তারা ভাড়া বাড়াচ্ছেন ? আমি শুনেছি যে

আগরতলা, আসাম, মনিপুরে যে সমস্ত বিমান যাতায়াত করে সেই বিমান নাকি uneconomic। অতএব সেগুলির খরচ পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের মাথার উপর এই বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। আমি জানি না, মন্ত্রী মহাশয়রা আমার থেকে বেশী খবর রাখেন, কিন্তু আমি Indian Air Linesর কর্ত্তা ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছি। এই কারণে যেসমস্ত বিমান, আগরতলা, আসাম, মনিপুর ও ইম্ফল প্রভৃতি জায়গায় চলাচল করে থাকে সেগুলি uneconomic বলে তারা ভাড়া বৃদ্ধি করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু একটা alternative রাখছি না যদিও আমাদের প্রস্তাবে আছে ভাড়া কমানো উচিত তবুও আমি আরও অনেকগুলি বিকল্প প্রস্তাব দিতে চাই। যেমন আমি বলেছি যে ভাড়া কমানো দরকার, কিন্তু আর একটা বিকল্প প্রস্তাব আমি দিতে পারি। একটি বিকল্প দেওয়া যায় সেটা আমরা দিতে চাইনা অথচ দিতে বাধ্য হব। সেটা হচ্ছে যদি কোন Private Companyকে Contract দেওয়া যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে বিমানের ভাড়া ওরা আজকে ৭০৲ টাকা নিচ্ছেন সেই বিমানের ৫০৲ টাকা ভাড়া করে ও তারা profit করবেন। এটা আমার কথা নয়, এটা techno economic survey বলেছেন যে service can be operated at less cost and at lower freight charges than the Indian Airlines corporation does at present এখন Indian Airlines corporation যে ভাবে বেশী খরচ করে এই lineটা চালাচ্ছেন, তার চাইতে কম খরচ করে, কম হারে ভাড়া নিয়ে তারা এটা চালাতে পারেন। এটা যদি আমরা এখান থেকে বলতাম তাহলে একটা আনাড়ি লোকের কথা হত, কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যারা এ সমস্ত হিসাব করে দেখেছেন তাদের মন্তব্যের আমি শ্রদ্ধা করি এবং সেজন্য আমি বলছি যে Indian Airlines অনেক বাজে খরচ করে, অনেক বেশী খরচ করে, যা নেওয়া উচিত নয়, তার বেশী ভাড়া তারা নিচ্ছেন। এটা অন্য কোন Private Company থাকলে করত না। সেদিন যুগান্তর পত্রিকায় বেড়িয়েছিল যে সমস্ত সরকারী ব্যবসা বানিজ্য হয়, বিদেশ থেকে যে সমস্ত মাল-মশলা তাদের মাধ্যমে আসে, একটা হিসাব করে দেখানো হয়েছে যে 100% নাকি মুনাফা করছে clove এর ব্যবসা সেটাকে বলে লবঙ্গ, এই লবঙ্গ ব্যবসা আমাদের State trading corporation করছেন, আমাদের ভারত সরকার করছেন তাতে 100% মুনাফা হচ্ছে। সেজন্য আমি বলছিলাম যে বেনিয়া সরকার মানুষের গলা কেটে ঐ সমস্ত টাকা রোজগার করছেন একথা যুগান্তর পত্রিকা তাদের মন্তব্য লিখেছেন। এই কাজটি তাদিগকে বন্ধ করতে বলছি, কারণ ত্রিপুরার যে অবস্থার কথা এখানে বলা হয়েছে, অত্যন্ত অসহনীয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রস্তাব উত্থাপকও বলেছেন যে সমস্ত essential ও জরুরী জিনিষ পাকিস্তান হয়ে আসে, অনেক সময় সেগুলি pilferring হয়ে যায়, না হয়,অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়, কাজেই এ সকল জিনিষ যদি এই রাস্তায় আসে তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি ও অনেক সুবিধাজনকভাবে আসতে পারে। কিন্তু তারা ঐ সুবিধা দিচ্ছেন না। এভাবে আনলে পরে যে সমস্ত মাল বা জিনিষের দামের হার বেড়ে যাবে সেগুলি তো ব্যবসায়ীরা তাদের পকেট থেকে দেবেন না। সে টাকা তারা গরীব লোকের পকেট থেকেই নিবেন। তখন হয় তো তারা বলতে পারেন, যে ঐ সকল জিনিষ বিমানে এসেছে, তার ভাড়া বেশী হয়ে গেছে কাজেই যে জিনিষ ১০ টাকায় বিক্রি হত তা ১২ টাকায় বিক্রি করবেন। তেমনি চিনি প্রভৃতির বেলায়ও তারা বিজ্ঞাপন মারফত rate বেঁধে দিয়ে বলতে পারবেন যে চিনি বিমানে নিয়ে আসা হয়েছে, অতএব তার ভাড়া বেশী

দিতে হয়েছে, কাজেই কিলো প্রতি ১০ পয়সা দাম বেশী দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা অনেক প্রতিশ্রুতির কথা শুনেছি, কিন্তু কার্য্যত: সেগুলির কোন বিশেষ কাজ হয় নি। যেমন subsidy দেওয়া হবে, এটা দেওয়া হবে, ওটা দেওয়া হবে ইত্যাদি, কিন্তু কার্য্যকরী ভাবে কোন কিছুরই কাজ হয় নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সব travelling passenger আছেন সে সম্বন্ধে Parliament'র যে সব সদস্য আমাদের ত্রিপুরাতে আছেন, তাঁরা যখন দিল্লীতে লিখলেন, তাদের বলা হল, হ্যাঁ কিছু concession দেওয়া হবে, তবে সেটা individual case এ। আমি কিছু বুঝলাম না যে Indian Air lines এটা কি ধরণের সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্যক্তিগত case সম্ভবত: যেভাবে ছাত্রদের কিছু কিছু concession দেওয়া হয়ে থাকে, সেভাবে কিছু concession তারা দেবেন বা দিতে আরম্ভ করেছেন কিনা সে রকম কিছু জানি না আর একটা কথা যা প্রস্তাবক নিজেই বলেছেন যে আমরা কলকাতায় যাই হাওয়া খেতে নয় বা আমাদের যে সকল আত্মীয় স্বজন আসেন তারা হাওয়া খেতে নিশ্চয় আসেন না। অনেক বিপদ আপদে এবং আত্মীয় স্বজন থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই আমাদের মাঝে মাঝে যেতে হয়। একথা প্রত্যেকেই জানেন, যে বাংলা ২ ভাগ হয়েছে, যার ফলে কিছু পশ্চিম বাংলায় আর কিছু আমাদের এখানে আছেন। এভাবে বাঙ্গালী জাতি ভারতের বিভিন্ন যায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং দুঃসহ যাতনা বাঙ্গালীকে সারা জীবনই ভুগতে হবে, আর তা ছাড়া কংগ্রেস সরকারের বাঙ্গালী জাতির জন্য যে অভিশাপ, সেটাও রয়েছে। সে জন্য আজকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই অভিশাপ আমাদের এখানেও তারা দিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, নতুবা এটা আজকে হ'তনা। আমি জানি বহু কর্মচারীকে কলকাতায় তাদের আত্মী স্বজন ছেড়ে এখানে আসতে হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনেক সময় বলেন যে technician পাই না, engineer পাই না, আমরা doctor পাই না। কেন ? আমি জিজ্ঞেস করি তাদের পরিবার একবার এখানে এনে আবার ঐখানে নিয়ে যেতে তাদের কত খরচ করতে হয়। আমাদের ছেলেরা বিদেশে কাজ করতে পারে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখেছি ভূপালে আমাদের যে ছেলেরা কাজ করছে তারা আমাদের কাছে বললেন, আমাদের নিয়ে যান আগরতলায়, আমাদের নিয়ে যান ত্রিপুরায়। বলি, তোমরা Heavy Electrics এ সুন্দর কাজ করছ। তারা বলল এখানে আমরা যে বেতন পাই একবার আগরতলায় যাতায়ত করতে আমাদের দু'বৎসরের যা কিছু সঞ্চয় সব শেষ হয়ে যায় এবং সেটার কারণ কি ? কারণ হচ্ছে এই বিমান ভাড়া। যার জন্য ঐ যে ছেলেরা আজ ভূপালে কাজ করছে, ঐ যে ছেলেরা আজ ইন্দোরে কাজ করছে, বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে ওরা আজকে একবার ত্রিপুরায় আসতে ওদের বাপ-মার সঙ্গে দেখা করতে ওদের পক্ষে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। যেটা ওরা এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে পাচ্ছে। মাননীয় Speaker Sir, আমি আশা করব যে আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে এখানে কংগ্রেস সদস্য যারা আছেন তারাও প্রত্যেকে এটা সমর্থন করবেন। আমি আবহাওয়া দেখে এটা মনে করছি কারণ তারা যখন কেউ এটার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন নি। তারা এ কথা নিশ্চয় জানেন যে তারা শুধু তাদের মত এখানে প্রকাশ করছেন না এই House এর বাহিরে যে লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসের সমর্থক আছেন ভক্ত আছেন তাদেরও বেশী খরচ দিয়ে বিমানে উঠতে হয় এবং তাদেরও বেশী খরচ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হয়। ভাড়া কমুক এটা তারাও চায়। কাজেই যে কথা প্রস্তাবক

বলেছেন যে পশ্চিম বাংলায় যদি এই সমস্ত প্রশ্নের উপর সকলে একমত হন, সেখানে কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্টদের প্রশ্ন নয় সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সমস্ত লোকের স্বার্থ জড়িত সেখানে যদি তারা এক যোগে একমত হয়ে গ্রহণ করতে পারেন বিভিন্ন প্রস্তাব, তা হলে আমি জানিনা কেন এর বিরুদ্ধে কেউ বলবেন। আমি আশা করিনা কেউ এর বিরুদ্ধে বলবেন। আর একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটি হচ্ছে, এর আগেও আমরা লিখেছিলাম, যে Indian Air Lines-এর Chairman যে ভদ্রলোক তাকে ডাকা হোক আগরতলায়। তাকে ডেকে ত্রিপুরা সরকার, ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধি, জনসাধারণের প্রতিনিধি তাদেরে নিয়ে বৈঠক করুন। বৈঠক করে তিনি দেখুন যে কোন Justification আছে কিনা এবং যদি কোন Justification তিনি খুজে না পান তবে নিশ্চয়ই তাকে এই ভাড়া কমাতে হবে। কাজেই এই ভাড়া কমানোর জন্য যে ব্যবস্থা তা সক্রিয় ভাবে এখানকার সরকারকে করতে হবে, সেই প্রস্তাবটাও আমি এই প্রস্তাবের সঙ্গে রেখে দিলাম যে তারা ঐ Chairmanকে ডাকুন। ত্রিপুরা সরকার, তাকে নিয়ে, জনসাধারণের প্রতিনিধিকে নিয়ে একটা conference করুন এবং আলোচনা করুন কেন, কি কারণে এই ভাড়া এরা বাড়াচ্ছে এবং তা কমানো যায় কিনা তা দেখুন। আর একটা কথা প্রস্তাবক বলেছেন যে চা'এর back load সম্পর্কে। আমি খবর পেলাম যে Tea Board যে subsidy দিতেন সেই subsidyটা এ বৎসর দিচ্ছেন না যার ফলে তাদেরও এই মাল পাঠানোর পক্ষে খুব অসুবিধা হচ্ছে। এবং ধর্মনগর ও অন্যান্য জায়গা থেকে যে সমস্ত চা এর back load পাঠানো হত সেটা এখন বিমানে পাঠান হচ্ছে না। এবং যে কথা প্রস্তাবক বলেছেন যে back load যদি কমে যায় তা হলে প্লেনের সংখ্যাও কমিয়ে দিবে এবং প্লেন দেওয়া সম্পর্কে কোন কোন সময়ে এমন অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন আনারসের সময়েতে। আনারস হচ্ছে একটা Perishable Commodity এবং এ রকম Perishable Commodity আরো আছে যেমন আলুর seeds ইত্যাদি। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা এই Perishable Commodityর জন্য প্লেন না পাই তা হলে পরে আমাদের খুব অসুবিধা হবে। আমরা এটা জানি যে প্লেন যাতে যথেষ্ট সংখ্যক Place করতে পারে তার জন্য back load এর ব্যবস্থা আমাদের করতে হয় এবং back load পাঠাবার সময়েতে তার proper subsidy না থাকলে, তার proper consideration না থাকলে তা হলে পরে যারা back load পাঠাবেন, ব্যবসায়ী তাদের পক্ষে, বা বাগানের মালিক তাদের পক্ষেও সেটা profitable হয়না। কাজেই প্রশ্নের সমস্ত দিকটা বিবেচনা করে আমরা বলছি যে আমাদের এই প্রস্তাবটা কার্য্যকরী করবার জন্য আমাদের সরকারকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং আমি আশা করি যে সে চেষ্টা তারা করবেন।

Mr. Speaker: I would now call on Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব এই House-এর সামনে রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাবের পক্ষে আর কোন যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার আছে বলে মনে করি না। ত্রিপুরার যে সমস্যা সে সমস্যা প্রত্যেক জনসাধারণই তাদের অন্তরে অন্তরে feel করেন। বর্ত্তমানে সমস্যাসঙ্কুল এই ত্রিপুরাতে যাতায়তের যে দুরবস্থা, রেলের যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। ধর্মনগর পর্য্যন্ত যে রেল লাইন এসেছে সেটা আগরতলা বা সাব্রুম পর্য্যন্ত সেই রেল যোগাযোগ হয় নাই। কাজেই একমাত্র বিমানের সাহায্যেই ত্রিপুরার জনসাধারণকে বাহিরে যেতে হয়। এটা তাদের Pleasure

Trip নয়। অন্যান্য স্থানের লোক বিমানে চড়ে Pleasure Trip-এর জন্য। সেখানে বিমানে না গেলেও তাদের চলে, রেলের ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই তারা রেলে যেতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণের কোন উপায়ান্তর নেই। বিমানে যাওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। সেই জন্য তাদের যেতে হয়। কাজেই এই অবস্থায় বিমানের ভাড়া কিস্তিতে কিস্তিতে যদি বাড়তে থাকে তাহলে সমস্যাসঙ্কুল ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে এটা কিরকম দুর্বিসহ হয়ে উঠবে সেটা বিশেষ কিছু বলার দরকার করে না। এবং এই যে last কিস্তিতে ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে 'গণরাজের' সাংবাদিক যে বলেছেন তার মধ্যেও সেইটা আছে যে এই ভাড়া কেবল আগরতলা - কলিকাতা লাইনে বৃদ্ধি করা হয়েছে অন্যান্য লাইনে নয়। এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষনীয় যে last ভাড়া কেবল আগরতলা line-এ বাড়ানো হয়েছে। অন্যান্য routeএ বাড়ানো হয়নি কাজেই এটা কি আগরতলার জনসাধারণের উপর তামাসা করা হচ্ছে কিনা, আমি ভেবে পাচ্ছি না। তার পর 'সেবক'ও বলে আর এক কথা যে শুধু তাই নয় গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত সঙ্গে সঙ্গে flight এর সংখ্যাও কমিয়ে দিয়ে বিমান কর্তৃপক্ষ যে তামাসা সুরু করেছেন তাহা সহ্যের সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে।" ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে এবং বিশেষ করে আগরতলা কলিকাতার ভাড়াই বাড়ানো হচ্ছে, অন্যান্য লাইনে নয় এবং flight এর সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে একথা বলা নিরর্থক যে এই ভাড়া বৃদ্ধি ত্রিপুরার জনসাধারণের সহ্যের সীমার বাহিরে চলে গেছে। এই ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত Commodities বাহির থেকে Air এ আসবে তার দামও স্বাভাবিক ভাবে চড়ে যাবে। কারণ পড়তা যেখানে পড়বে সেখানে দাম চড়ে যাবেই এবং ultimately সেই চাপ গিয়ে পড়বে গরীব জনসাধারণের উপর; কারণ essential commodities যেগুলি বিমানে আসবে সেইগুলি বেশী দাম দিয়ে জনসাধারণকে কিনতে হবে। ত্রিপুরার জনসংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। এখানে কোন শিল্প সম্পদ নেই, এখানকার জনসাধারণের যে আর্থিক অবস্থা সেটা বাড়বার কোন সুযোগ নেই। কোন রকম শিল্প যদি গড়ে উঠত তাহলে জনসাধারণের হাতে পয়সা আসত। Tripuraতে যে cost of living তা highest আর ত্রিপুরার জনসাধারণের যে income তা হচ্ছে lowest। এই সমস্ত সমস্যাই যদি চিন্তা করা যায় তাহলে বলতে হয় ত্রিপুরার উপর পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে—কতভাবে সহ্য করতে পারে ত্রিপুরার জনসাধারণ। ত্রিপুরার জনসাধারণকে experiment করে দেখছে তাদের সহ্যের সীমা কতদূর। একের পর এক আমরা তোমাদের উপর experiment করব - যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, আর্থিক অবস্থা lowest, Industry নেই, cost of living highest, বিমান ভাড়াও তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়াব, flight কমিয়ে দেব। শুধু আগরতলা কলিকাতার বিমান ভাড়াই বাড়াব। অন্য কোন লাইনের বিমান ভাড়া বাড়াবনা। এই সমস্ত ব্যাপারটা তামাসা করা হচ্ছে বলে সব পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেছে। আমার মনে হয় এইটা তামাসা নতুবা experiment। কি রকম অবস্থায়, কতখানি নির্যাতন, কতখানি চাপ সইলে পর মানুষের সহ্যের সীমা শেষ পর্য্যায় গিয়ে পৌঁছতে পারে,—ত্রিপুরার জনসাধারণকে সেই experiment করা হচ্ছে আমি দেখছি। একটা মানুষকে ওই করতে করতে সহ্যের শেষ সীমানা যখন extreme হয়ে যায় তখন লোকটা ফেটে যাবে, মূর্চ্ছা যাবে, সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরে। আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা আজকে সেই অবস্থায় নিয়ে আসছে। Central Govt. হোক, বর্তমান সরকার পক্ষেরই হোক এটা একটা

experiment এর নমুনা চলছে যেটা ত্রিপুরা জনসাধারণের সহ্য শক্তির experiment। যারা এখানকার শাসন কর্তৃপক্ষ রয়েছে, তাদের কোন চিন্তাই নেই। ভাড়া বাড়ুক আমরা চলতে পারব। বেতন বাড়ছে আমরা যেতে পারব। গেলেও T. A, আদায় করতে পারব। যতই বেশী হবে ততই সুবিধা T A, বাড়বে। কিন্তু জনসাধারণের ত সেই অবস্থা নেই। তাদের T. A. এর ব্যবস্থাও নেই তাদের D. A. এর ব্যবস্থাও নেই। কিভাবে কি পদ্ধতিতে এটা প্রয়োগ করা হচ্ছে এটা মনুষ্যের বুদ্ধি বিবেচনার বাহিরে। মানুষ চিন্তা করতে পারে না একটা লোক কি করে বাচতে পারে— এতগুলি problem এতগুলি চাপ সহ্য করে। এত চাপ মানুষ কি করে সহ্য করতে পারে এটা স্বপ্নের অগোচর, তৎসত্বেও ত্রিপুরার জনসাধারণ সেই পরীক্ষা দিয়ে চলছে। কাজেই আমার মনে হয় অন্ততঃ বিধান সভার মারফতে এই নিপিড়িত জনসাধারণের সমস্যার কথা বলা, একটা প্রস্তাব পাশ করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত দরকার। জনসাধারণ তারা মৌন, তারা মূক, তারা কথা বলেনা কিন্তু তারা যদি কথা বলে, হঠাৎ তাদের যদি বাকস্ফূর্তি হয় তবে তার ফল খুব ভাল হয়না। হঠাৎ যদি বিস্ফোরণ হয় তবে অনেক কিছু ভেঙ্গে যায়, অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যায়। দেখা গেছে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরনের ফলে পম্পিয়া একটা সহর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই রকম যারা মূক জনসাধারণ, যারা কথা বলতে পারেনা কিন্তু তাদের মুখে যখন ভাষা ফুটে তখন তারা এমন ভাষায় কথা বলে যে তার ফলে বড় বড় অট্টালিকা ভেঙ্গে যায়, বড় বড় প্রাসাদ চুরমার হয়ে যায়। কাজেই আমি বলব সেটা যাতে না হয় Ruling Party অন্ততঃ সেইদিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং সেইদিকে দৃষ্টি রেখে ত্রিপুরার নিপিড়িত জনসাধারনের দুঃখ কষ্ট দুর করার জন্য সচেষ্ট হবেন। যে প্রস্তাব এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে যদি বিমানের ভাড়া কমানো হয় তাহলে তাদের সমস্যার কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। সেইদিকে দৃষ্টি রাখবেন বলে আমার মনে হয় এবং আমার সরকারি পক্ষের যে ভাব সাব দেখছি অর্থাৎ তাদের বক্তার সংখ্যা কম তাতে আশা হয় যে তারা হয়ত প্রস্তাবের পক্ষেই বলবেন তবে অনেকখানি মনে হয় আচালে বিশ্বাস। কাজেই অমুকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, আচালে বিশ্বাস। এখন পর্যান্ত বিশ্বাস করতে পারছিনা। শেষ পর্যান্ত কি পন্থায় তারা চলেন কি ভাবে তারা কাজ কর্ম্ম করেন, সেটা যখন তারা আচাবেন তখন বুঝতে পারব। কাজেই আমার মনে হয় এই প্রস্তাবকে একযোগে পাস করে আমরা ত্রিপুরার নিপিড়িত জনগণের দুঃখ কষ্টের কিছুটা লাঘব করতে চেষ্টা করব। আমরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছি তার কিঞ্চিৎ আমরা করব এই আশা নিয়ে আমি আসনে বসছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Dinesh Deb Barma,

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে oppsition পক্ষ থেকে Atiqul Islam সাহেব যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন এই প্রস্তাবটা নূতন আলোচনা হচ্ছে বলে আমি করিনা। কারণ এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে ১৯৬৩ সালের ১৪ অক্টোবর এই বিধান সভা হলে একটা প্রস্তাব opposition থেকে আনা হয়েছিল। তখন আমরা প্রস্তাব এনেছিলাম যাতে বিমান ভাড়া কমে। Ruling Party সেটার বিরোধীতা করেছিলেন। আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই আজকে কি আমরা যারা এই বিধান সভায় বক্তৃতা দিচ্ছি তারা কি অরণ্যে রোদন করতেছি না কোন মানুষের কাছে, কোন প্রাণীর কাছে আবেদন করতেছি। কাজেই আজকে যদি সরকার পার্টি তারা যদি এটা বিবেচনা করতেন

যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ আজকে শুধু বিমান ভাড়াতে নয় সমস্ত দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হচ্ছে। কাজেই জনসাধারণকে একটা সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেন কিনা আমি ঠিক জানি না। এবং তখন আমি সেই Cut motion এর স্বপক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম তখন এই ruling partyর এক সদস্য আমার বক্তব্যকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে মাননীয় সদস্যের পক্ষে খুব সৌভাগ্য যে হাজারিবাগ থেকে ফিরে এসে তিনি কলিকাতায় সস্তায় আম কিনতে পেরেছিলেন। আমি তুলনা করে দেখিয়েছিলাম যে কলিকাতা থেকে আগরতলায় দরের কত পার্থক্য। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষকে উচ্চ দামে জিনিষপত্র খরিদ করতে হয়, চলা ফেরা করতে হয়। একটি কথা আমি ভাবতে বলব যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত এই যে লক্ষ লক্ষ কৃষক যাবা দিনা রাত্রি মেহনত করেন, তাদের কথা যেন চিন্তা করা হয়। কারণ তাদের উৎপাদিত ফসল কমমূল্যে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে হয় কিন্তু উচ্চমূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খরিদ করতে তারা বাধ্য হয়। কাজেই এই যে অসম ব্যবস্থা, এই অসম ব্যবস্থা তাদের দুঃখ কষ্টের একটা প্রধান কারণ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি বলেন, আমি দুই মিনিটের মধ্যে একটা গল্প উপস্থিত করতে চাই। Class IIIর পাঠ্য একটা বই, এই বইর মধ্যে একটা ধনীর দুইটি ছেলে তারা কিছু লেখা পড়া করেছে। বাপের বয়স হয়েছে, মারা যাবে মৃত্যু শয্যায় তিনি ছেলেদের ডেকে বললেন দেখ আমি মারা যাব তবে তোমাদের যে বেশী বুদ্ধি মান তাকেই আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাব। যাও তোমরা দুইজনে দুইটি জিনিষ কিনে নিয়ে আস। প্রথম পুত্র দেখল ঘরের বাহিরে খড়ের একটা পুঞ্জি আছে। সে খড়ের পুঞ্জিটি সমস্ত ঘরে বিছাইয়া দিল। বাপের কথা ছিল তোমরা এমন জিনিষ আনবে যাতে অল্পতে সমস্ত ঘর ভরে যায়। ভাবতে ভাবতে ছোটটা গেল। কি করা যায়, দাদাত খড় আনল আমি কি করব। তখন ছোট ছেলেটি একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরে প্রবেশ করল তখন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে গেল। কাজেই ওনারাও খড় বিছিয়ে সমস্ত ঘর ভরতে চান। আজকে এই যে ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে? তাহচ্ছে যে আজকে রাজ্যের দশের লক্ষ লক্ষ লোকের কথা চিন্তা করে ওনারা কাজ করেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র জনসাধারণ যে সমস্ত জিনিষ পত্র তারা খরিদ করে তার অনেক জিনিষই এরোপ্লেনে আসতেছে। এবং মানুষকে এরোপ্লেনে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ওনারা বক্তৃতাতে বলেন যে আমরা tax বাড়াইনি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিনি ইত্যাদি। কিন্তু এটা চিন্তা করেন নাই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র বিমানে আসছে। এমনও দেখা গেছে যখন বিমানে মাল আসতেছেনা তখনই বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ যে সমস্ত জিনিষের দাম নির্দিষ্ট ছিল সে সমস্তের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি কিছুদিন আগের একটা ঘটনা বলছি যে দিয়াশলাই ৭ নয়াপয়সা ৮ নয়াপয়সা বিক্রি হত এই দিয়াশলাই, আপনারা পত্রিকায় লক্ষ্য করে থাকবেন, ১৬ নয়াপয়সা পর্য্যন্ত উঠেছিল। দুইদিন ১২ নয়াপয়সা হয়েছে। এই যে ব্যবস্থা তাতে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে তার সংশোধনের উপায় কেন চিন্তা করা হবে না। কাজেই এইদিক দিয়ে আমি প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং আশা করি অন্যরাও সমর্থন করবেন।

Shri Sachindra Lal Singh : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরাতে বিমানের ভাড়া বৃদ্ধি, the freight & fares দুইটি ত্রিপুরার জনসাধারণের মনের কথা। সেই জনাই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ত্রিপুরার

মানুষের সেই মনের কথা বের হয়েছে এবং ত্রিপুরা সরকারও সেই দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয় নেই। যাতে বিমানের ভাড়া কমতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ভাবে সরকার চেষ্টা করছেন, ভারত সরকারকে সেটা জানানো হয়েছে এবং সেই অনুসারে essential commodities এর উপর subsidy ঘোষণা করা হয়েছে আর fare যেটা আছে সেটা ভারত সরকারের under considerationএ আছে। এই কথা বলতে গিয়ে, অর্থাৎ বিমানের ভাড়া বৃদ্ধি বলতে গিয়ে যে ভাবে বিরোধী দলের সদস্য কথা বলেছেন, বক্তব্য পেশ করেছে, তাতে প্রকাশ পায় যে বিমানে আগুন লাগিয়েছে, বিমান কেন্দ্রে আগুন লাগিয়েছে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয় অবগত আছেন যে বিমানে আগুন লাগিয়ে দিলে পরে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে পরে ছাই ছাড়া তার আর কিছুই থাকে না এবং তার সাথে সাথে এত বড় যে একটা national loss incurr করে, সেই কথা হয়ত মাননীয় সদস্য ভুলে গিয়েছিলেন, যখন উনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তারপরে বিভিন্ন বক্তা বলেছেন বিভিন্ন ভাবে। এটা হল রাজনৈতিক স্বার্থে প্রবৃত্ত হয়ে জনসাধারণকে furnaceএর দিকে অনুপ্রাণিত করা, তার দুঃখ আছে কষ্ট আছে, তার অভাব আছে, অভিযোগ আছে: কিন্তু তার প্রতিকার furnace এ ঘর পুড়ে, দালান পুড়ে এবং এরোপ্লেন পুড়ে সেই সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। ত্রিপুরাবাসী তা সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। ভারত সরকার আমাদের proposalটা বিবেচনা করছেন। অতএব এই যে প্রস্তাব আজকে Houseএর কাছে আনা হয়েছে সেটার মূল লক্ষ্যই হল এই যা আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে একটা প্রাণী আছে, একটা পক্ষী আছে তার নাম বলা হয় পেঁচক, পেঁচা বলি আমরা চলতি কথায়। সে ডাকে—"ঘর পুড়োক, ছাই খাই। ঘর পুড়োক ছাই খাই।" ঠিক এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এটাকে এখানে রাখা হয়েছে। তাছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য তার মধ্যে নেই। অতএব এই জন্যই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। Prime Ministerও এটা under consideration রেখেছেন। অতএব আমি তার বিরোধীতা করছি। আর এই জায়গাতে জনতা সার্ভিসে যে Rs. 47/- আছে তার কথা তারা উল্লেখ করেন নি। এখানে জনতা আছে, ডাকোটা আছে, ফকার ফেণ্ডসিপ ছিল আগে। ফকার ফেণ্ডসিপ এখন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন ডাকোটা আছে, জনতা আছে। অথচ সেই কথাটা ওনারা বলেন নি। কিন্তু সেই জায়গাতেও আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। যাই থাকুক না কেন আমাদের এই planeএ জায়গার সংকুলান হয় না। এই ভাড়া বাড়ানোটা বাস্তবিকই জনসাধারণের সহ্যের সীমার বাইরে। সেই জন্য সরকারের তরফ থেকে আমরা সেই ভারত সরকারের কাছে জানিয়েছি, Prime Ministerকে জানিয়েছে এবং সেটা তাদের চিন্তাধীনে আছে এবং সেই অনুসারে essential commoditiesএ subsidy দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেই অনুসারে essential commoditiesএ subsidy যা পাবার তাই পাচ্ছে এবং পাবে। অতএব সেই অনুসারে সেটাকে করা হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস এই প্রস্তাব এনে এই সমস্যার সমাধান হবে না। তার কারণ হল এই যে এটা Prime Minister এর চিন্তাধীনে আছে বলে আমাদিগকে জানিয়েছেন এবং সেই অনুসারে বিভিন্ন ভাবে Parliamentএ যারা member আছেন তাদের জানিয়েছেন। তারা হয়ত অবগত আছেন। তবে এটা আনার যেমন ঐদিকে একটা উদ্দেশ্য আছে, আর একটা উদ্দেশ্য এই যে subsidy দেওয়া হচ্ছে তার fare যদি কমে তাহলে জনসাধারণকে বলতে পারা যাবে যে Houseএ কংগ্রেস সরকারের মাথা চূর্ণ করেছি। অতএব সেই জন্যই সেটা আনা হল, এবং তা

আমরা পেয়েছি। এই উদ্দেশ্য কিছুটা যে নেই তা নয়, তা না হলে এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে অবলম্বন করে ঠিক যেই ভাবে যুক্তি তর্ক এখানে দেখানো হয়েছে সেটা furnaceএর মত লোককে উত্তেজিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব আমি এই প্রস্তাব আনার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি না। এই বলেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam ;—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে যে রকম উত্তর পাব বলে আশা করেছিলাম তা পাইনি। একজন মুখ্যমন্ত্রী যে এরকম জবাব দিতে পারেন তা ভাবতে পারি না। আমি আমার প্রস্তাবটা অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে রেখেছি কোন agitation সৃষ্টি করার চেষ্টাই করিনি এবং আমি মনে করেছি আজকে বিমানের ভাড়া যে বৃদ্ধি হয়েছে যাত্রী ভাড়া এবং মালের ভাড়া সেটা কমানো দরকার। যদি সেই জিনিসটা আমরা উপলব্ধি করি এবং বিধান সভা থেকে যদি এই প্রস্তাব পাশ হয়ে যায় তাহলে সেটার একটা গুরুত্ব সেখানে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারও তার একটা গুরুত্ব সেখানে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উনারা চেষ্টা করছেন তা হলে বিধান সভায় যদি একটি প্রস্তাব পাশ হয় তবে তাতে ক্ষতি হবে না লাভ ছাড়া। তাতে তার হাত strengthen হবে এই জন্য যে বিধান সভায় এইরূপ প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং বিধান সভার সকলেই মনে করে যে এই ভাড়াটা কমানো উচিত। এখানে দলীয় স্বার্থের প্রশ্ন আসে না। এগুলি অবান্তর কথা। এই সকল মুখ্যমন্ত্রী যে কি ভাবে বলেন সেটা আমি ভাবতে পারি না, বলা হয়েছে যে essential Commoditiesকে subsidy দেওয়া হয় এবং আমি বলেছি যে, কোন essential Commodites কোন subsidy পায় না। পুজার সময় এক মাস তারা পেত এখন কোন রকম essential commodities এর জন্য কোন রকম subsidy পায় না এবং যে subsidyর কথা বলা হয়েছে Pineapples এ সেই subsidy পায় upto March যে March এ Pineappleএর season শুরু হয় না সেই season শুরু হয় Mayতে। কাজেই Pineapplesএর যে subsityর কথা বলা হয়েছে সেই order এর যদি কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে তারা কোন benefitই পাবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই জিনিষটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিনা আমি জানি না। কারণ teaর ভাড়া আগে per Kg. ছিল •১৬ পয়সা এখন হয়েছে •'২১ পয়সা। এখন যদি subsidy টা বন্ধ হয়ে যায় তা হলে Tea Industry প্রচণ্ড crisisএ পড়বে। Tea ও প্লেনে আগরতলা থেকে আর যাবে না। Juteর ভাড়া বৃদ্ধি পেয়ে •'১২ পয়সা থেকে •'২১ পয়সায় এসেছে। সেইজন্য jute আর এখন পাঠায় না। Jute এখন train এ যায়। ফলে জানুয়ারীর পর থেকে যখন মাল আনা হবে from Calcutta, আসার পরে কোন back load পাবে না এবং back load পাবে কিনা তা দেখার পর Agentরা planeএ মাল আনবে। Agentরা যখন দেখবে যে back load পাওয়া যাচ্ছে না তখন তারা planeএ আনবে না। তারা সেখানে দিনের পর দিন বসে থাকবে মাল সেখানে মাসের পর মাস জমা হবে। এবং তার ফলে আমাদের এখানকার দাম হু হু করে বেড়ে যাবে। জিনিষটা মন্ত্রী মহোদয়রা ভাবছেন কিনা বা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন তা আমি জানি না। কিন্তু জিনিষটা অত্যন্ত serious। বলা হয়েছে জনতা service এর কথা। জনতা service যদি সব সময় চলত যদি প্রতিদিন, সপ্তাহে সাত

দিনেই চলত তাহলে আমাদের এত অসুবিধার সৃষ্টি হত না। জনতা এখন সম্ভবতঃ তিন দিন মাত্র আসে সপ্তাহে এবং সেই seat ভাড়া করতে হলে আমাকে ১ মাস ১।।• মাস দু'মাস পরে টিকিট পেতে হয়। আমি যদি এখন টিকিট কিনতে যাই, এটা হলো ডিসেম্বর মাস, তাহলে ফেব্রুয়ারী মাসের টিকিট আমাকে কিনতে হবে। এখন গিয়ে আমি জনতার টিকিট পাব না যদি service regular আসত, সপ্তাহে ২।৩ দিনই কলিকাতা আগরতলা, আগরতলা খোয়াই, আগরতলা-কমলপুর service দিত তাহলে বিমান ভাড়া বৃদ্ধিটা এত acute হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিত না। এই ধরণের Assuranceটা যদি পেতাম যে জনতা serviceটা বাড়বে জনতা serviceটা সপ্তাহে সাত দিনই আসবে তাহলে আমরা আশ্বস্ত হতাম। কিন্তু সে Assuranceটুকু পেলাম না। আজকে Agartala to Calcutta আমাদের এখান থেকে মাসে প্রায় দু'হাজার যাত্রী যায় এবং এর সঙ্গে যদি আমি কমলপুর, খোয়াই, কৈলাসহর ইত্যাদি যোগ দেই তাহলে মাসে আড়াই হাজার যাত্রী এ রাস্তায় চলাচল করে। কাজেই এই অস্বাভাবিক ভাড়া বৃদ্ধিতে তাদের পকেট থেকে কত টাকা যাচ্ছে তার একটা হিসাব করা দরকার। জনতা service সম্পর্কে যদি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী Assurance দেন যে আগরতলা—কলিকাতা জনতা service regular আসবে, তাহলে আমি আমার প্রস্তাব এক্ষণে withdraw করতে রাজী আছি। আমি আমার প্রস্তাব এই মুহূর্তেই withdraw করবো যদি এই Assurance এই হাউসে দেওয়া হয় যে জনতা service সপ্তাহে সাত দিনই চলবে। তা তিনি দিতে পারেন না। কাজেই যা তিনি দিতে পারেন না তা নিয়ে গলাবাজী করার কোন প্রয়োজনই নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এ প্রস্তাবের সঙ্গে দলীয় স্বার্থের কোন সম্পর্কও নেই। এ প্রস্তাবটা পাশ হলেও যে দল থাকবে, আর প্রস্তাবটা পাশ না হলেও সেই দলই থাকবে। বিভিন্ন বিষয়ে সভায় যখন কোন প্রস্তাব পাশ হয় তখন তো এ ধরণের প্রশ্ন উঠে না। পশ্চিমবঙ্গেও এ ধরণের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস কি মরে গেছে সেখানে! কোথাও তো এ রকম হয় নি। আমরা একটা বিধান সভায় এসেছি এবং আমরা সবাই মিলে একটা প্রস্তাব নিতে চাই। তা না হলে আমার স্বার্থকতা কি? co-operation এর কথা বলা হয়েছে। co-operation টা কি এই যে আমি যা বলবো তাই সত্য এবং আমি যা বলবো তোমরা তাই কার্যকরী কর। আমি যা হুকুম করবো তা তোমরা তামিল করো। তার নাম কি co-operation? তার নাম তো co-operation নয়। তার নাম হলো দাসত্ব। যদি co-operation এর কথা বলে থাকেন তাহলে আমার কথাও আপনাদের শুনতে হবে এবং আপনাদের কথাও আমার শুনতে হবে। সকলে মিলে যদি আলাপ আলোচনা করি তবে সেটার নাম co operation, co-operation তো এক তরফা হয় না। আমি একটা decision নিলাম এবং সেই decision নিয়ে আমি কাজে নেমে গেলাম এবং অন্যকেও সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে বললাম। তার নাম co-operation নয়। যদি সেটাকে co-operation বলা হয় তাহলে ভুল বলা হবে। Co-operation হচ্ছে আমরা সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে চাই।

Co-operation সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা co-operation নয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার প্রস্তাব House এ রাখছি এবং আমি মনে করি যে যদি আমার প্রস্তাব Houseএ পাশ না হয় তাহলে এটা ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে অত্যংত ক্ষতিকর হবে।

Mr. Speaker :- The discussion is closed. I would now put the resolution on to vote. The question before the House is that this Assembly is of opinion that as Tripura is an isolated Territory which has no easy access except by air and as the Indian Airlines Corporation has exhorbitantly enhanced the rate of passenger Fare and freight of Agartala—Calcutta service thereby seriously effecting the the economic condition of the people of Tripura, this Assembly arges the Central Govt. to take necessary steps to bring down the passenger fare and freight rate of the said service to 1950 level.

Voices—Yes

As many as are of that opinion will please say "Ayes."

As many as are contrary opinion will please say "Nose"

Voices— "Noes"

Noes have it, Noes have it.

The resolution is lost.

I have it in command from the Administrator that the assembly do now stands Prorogued.

———